পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 238 Tuesday, 29 July, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ২৩৮ সংখ্যা ❋ ১২ শ্রাবণ ১৪৩২, মঙ্গলবার, ২৯ জুলাই ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

‘বাংলায় নাম বাদ দিয়ে দেখুন, দামামা বাজিয়ে দেব’

এনআরসি ইস্যুতে কেন্দ্র-কমিশনকে মমতা

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২৮ জুলাইঃ নাম বাদ? বাংলায় তা চলবে না। কেন্দ্র ও নির্বাচন কমিশনকে ফের কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার বোলপুরে ভাষা আন্দোলনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘বাংলায় যদি কারও নাম বাদ যায়, তাহলে দামামা বাজবে। ছৌ নাচ দেখবেন, ধামসা-মাদল বাজবে, শঙ্খ, উলুধ্বনি হবে। আমি বেঁচে থাকতে বাংলায় এনআরসি করতে দেব না। দরকার হলে জীবন দেব, কিন্তু বাংলার মাটি থেকে ভাষা ও ঠিকানা কেড়ে নিতে দেব না।’’ মঞ্চ থেকে সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকার ও নির্বাচন কমিশনের দিকে আঙুল তুলে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, ‘‘সরকারের হয়ে এখন কমিশন এনআরসি খেলায় নেমেছে। মানুষের ঠিকানা কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত চলছে। বাংলার ইতিহাস ভুলে গেলে চলবে না।’’ তিনি কটাক্ষ করে বলেন, ‘‘চিন্তা নেই, আমরা গুলি-বন্দুক নিয়ে নামব না। আমরা শঙ্খ বাজাব, কাঁসর-ঘণ্টা বাজাব। আমাদের প্রতিবাদ হবে শান্তিপূর্ণ, কিন্তু বজ্রনিনাদে।’’ বিজেপিকে নিশানা করে মমতা এও বলেন, ‘‘ভাবছো ক্ষমতায় আছো বলে যা খুশি করবে? মনে রেখো, তোমাদের সরকার ২০২৯ অবধি চলবে না।’’ কটাক্ষের সুরে এও বলেন, ‘‘জমিদারি! যেন দেশটা শুধু ওদের! আমি বলে রাখছি, জমিদারি মানুষের, তোমাদের নয়। ট্রাম্পবাবু তো হাত-পা বেঁধে দুটো প্লেনে তুলে তোমাদের লোককে গুজরাটে পাঠিয়ে দিল, কেউ প্রশ্ন করল না। বাংলার কেউ ছিল না, কারণ আমরা মাথা নিচু করি না।’’ গুজরাটে বাঙালি শ্রমিকদের সঙ্গে হওয়া বৈষম্যের কথা তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘ওরা যখন আপনাদের চায় না, তাহলে ওখানে থাকার কী দরকার? চলে আসুন, আমরা কাজের ব্যবস্থা করে দেব। একটা রুটি থাকলে ভাগ করে খাব।’’ তিনি দাবি করেন, ‘‘বাংলায় এখন দেড় কোটির বেশি হিন্দিভাষী পরিযায়ী শ্রমিক রয়েছেন। তাদের কখনও বাংলা ছাড়তে বলিনি। বাংলা সবাইকে আশ্রয় দেয়, আমরা বিভাজনের রাজনীতি করি না। কিন্তু কেউ যদি বাঙালির ঠিকানা কেড়ে নিতে আসে, আমরা পেছু হাঁটিয়ে ছাড়ব।’’ বাংলার ভাষা, পরিচয়, সংস্কৃতি- এই সবই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে গর্ব ও অস্তিত্বের অংশ। সেই পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তুললে প্রতিবাদ যে তীব্র হবে, সেই বার্তাও এদিন স্পষ্ট করেছেন তৃণমূল নেত্রী। সম্প্রতি মালদ্বীপ সফরে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মালদ্বীপকে ৪,৮৫০ কোটি টাকার ঋণ-সহায়তার কথাও ঘোষণা করেছেন মোদি। ওই প্রসঙ্গ টেনে এদিন বোলপুরে ভাষা আন্দোলনের সূচনা থেকে মোদিকে আক্রমণ শানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘আপনি যখন আরব দেশে গিয়ে শিখদের জড়িয়ে ধরেছিলেন, তখন কি জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাঁরা হিন্দু না মুসলিম?’’ কটাক্ষের সুরে এও বলেন, ‘‘মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি মহম্মদ মুইজ্জুকে আর্থিকা সাহায্যের আগেও কি জানতে চেয়েছিলেন, তাঁর ধর্ম কী?’’ বীরভূমে পাচার-কাণ্ডে সরাসরি রাষ্ট্রপতি ভবনের নাম টেনে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন বোলপুরের গীতাঞ্জলি স্টেডিয়ামে প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য ঘিরে জোর চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। প্রশাসন ও রাজনৈতিক মহলের একাংশ যে পাচারের সঙ্গে যুক্ত, সে কথা স্পষ্ট করে তুলে ধরে এদিনের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘এখানে এখনও অনেক রকমের পাচার চলে। আমি নিশ্চিতভাবে বলছি, অন্য রাজনৈতিক দলের একাংশ এর সঙ্গে যুক্ত। প্রশাসনের কিছু লোকও যুক্ত। নামগুলো আমি জানি, তবে এখনই বলছি না।’’ এখানেই না থেমে মুখ্যমন্ত্রী আরও এক ধাপ এগিয়ে বলেন, ‘‘আমার কাছে তো বীরভূম জেলার ব্যাপারে অনেক নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা পড়েছে। খোদ রাষ্ট্রপতি ভবন থেকেও এসেছে। যাঁরা টাকা পাচার করছেন, তাঁরাই রুলিং পার্টিকে দোষ দিচ্ছেন। আমি কিন্তু নাম জানি।’’ প্রশাসনিক বৈঠক থেকে দলীয় নেতৃত্বের দিকেও কড়া বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘রুলিং পার্টির কেউ যদি দোষ করে, অ্যাকশন নিতে হবে। কিন্তু বাইরের লোকজনের সঙ্গে ফিফটি-ফিফটি করে চললে চলবে না। আমি থাকতে কোনও ফিফটি-ফিফটি হবে না। হান্ড্রেডে হান্ড্রেড অ্যাকশন হবে।’’ বীরভূম জেলা পুলিশের ভূমিকা নিয়েও এদিন প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই মন্তব্যে কার্যত প্রশাসন, বিরোধী দল এবং নিজের দলের একাংশ-তিন দিকেই স্পষ্ট বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বীরভূমের রাজনৈতিক সমীকরণে এই মন্তব্য কতটা প্রভাব ফেলবে, সেটাই এখন দেখার।

‘ত্রুটিপূর্ণ নির্দেশ!’, ওবিসি মামলায় রাজ্যকে সুপ্রিম-স্বস্তি

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাইঃ ‘কীভাবে হাইকোর্ট এমন স্থগিতাদেশ দিতে পারে? এটা সত্যিই খুব অদ্ভুত।’ সোমবার ওবিসি মামলায় কার্যত রাজ্যকে স্বস্তি দিয়ে এমনটাই বললেন দেশের প্রধান বিচারপতি। কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। এদিন শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি বিআর গভাই, বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রন এবং বিচারপতি এনভি অঞ্জারিয়া বেঞ্চে চলছিল ওবিসি মামলার শুনানি। রাজ্যের হয়ে সওয়াল করছিলেন আইনজীবী কপিল সিব্বল। গত ১৭ই জুন রাজ্যের ওবিসি তালিকার উপরে স্থগিতাদেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। যার পাল্টা রাজ্য সরকার আদালতের সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে দ্বারস্থ হয় শীর্ষ আদালতে। গত ২৪ জুলাই প্রধান বিচারপতির এজলাসে মামলা মেনশন করে দ্রুত শুনানির আর্জি জানিয়েছিলেন আইনজীবী কপিল সিব্বল। সেই ভিত্তিতে সোমে রাজ্যের ‘সমস্যা’ শোনে শীর্ষ আদালত। এদিন শুনানির শুরুতেই কীভাবে একটি এক্সিকিউটিভ ফাংকশনে হাইকোর্ট স্থগিতাদেশ বসাতে পারে বলে প্রশ্ন করেন প্রধান বিচারপতি বিআর গভাই। তাঁর পর্যবেক্ষণ, ‘সংরক্ষণ প্রদানের জন্য এক্সিকিউটিভ ইনস্ট্রাকশন বা নির্বাহী নির্দেশনা যথেষ্ট এবং এই ক্ষেত্রে আলাদা কোনও আইন প্রণয়নের প্রয়োজন নেই।’ এরপরেই রাজ্যের হয়ে সওয়ালকারী কপিল সিব্বল প্রধান বিচারপতির কাছে হাইকোর্টের দেওয়া নির্দেশে স্থগিতাদেশ বসানোর আর্জি করেন। তাঁর যুক্তি, ‘হাইকোর্ট একটি অবমাননার মামলা দায়ের করেছে। তার মধ্যেই আবার স্থগিতাদেশও চাপিয়েছে। যার জেরে একাধিক নিয়োগ থেকে পদোন্নতি, সবই আটকে রয়েছে।’ এরপরেই সব পক্ষের যুক্তি-তর্ক শোনার পর প্রধান বিচারপতি বলেন, ওবিসি মামলা ফের কলকাতা হাইকোর্টে ফেরত পাঠানো হবে। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে নির্দেশ দেওয়া হবে বিশেষ বেঞ্চ গঠনের জন্য। এমনকি, ছয় থেকে আট সপ্তাহের মধ্যে মামলার শুনানি শেষ করার নির্দেশও দেওয়া হবে। কিন্তু প্রধান বিচারপতির সেই প্রস্তাবে আপত্তি জানান কলকাতা হাইকোর্টে যারা মামলা করেছিলেন তাদের পক্ষের আইনজীবীরা। প্রধান বিচারপতির কাছে তাঁর দেওয়া সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে নেওয়ার আর্জি জানান তারা। এরপরই প্রধান বিচারপতি সিদ্ধান্ত নেন, মামলার শুনানি হবে সুপ্রিম কোর্টে। পরবর্তী শুনানি আগামী সোমবার। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের মে মাসে রাজ্য সরকারের ৭৭টি জনজাতিকে ওবিসি তালিকাভুক্ত করার সিদ্ধান্ত খারিজ করে দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ ২০১০ সালের পর থেকে তৈরি রাজ্যের সব ওবিসি শংসাপত্র বাতিল করে দেয়। হাইকোর্টের নির্দেশে রাতারাতি বাতিল হয়ে যায় প্রায় ১২ লক্ষ শংসাপত্র। সেই থেকে শুরু হয়েছে এই ওবিসি-টানাপোড়েন। চাপ বেড়েছে শাসক শিবিরের অন্দরে। ওবিসি-জট কেটেও যেন কাটে না। অবশেষে সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে মিলল স্বস্তি। ওয়াকিবহাল মহল বলছে, নির্বাচনের আগে অবশেষে শাসক শিবিরের চোখের সামনে থেকে কাটছে ওবিসি-জটের অন্ধকার।

এসআইআর-এ আধার-ভোটার গ্রহণ করতে কমিশনকে পরামর্শ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাইঃ এসআইআর নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে বড়সড় ধাক্কা খেল নির্বাচন কমিশন। সোমবার শীর্ষ আদালত সাফ জানিয়েছে, যে কোনও নথিপত্রই জাল করা যেতে পারে। তাই আধার কার্ড এবং ভোটার কার্ড- দু’টোকেই বিশেষ নিবিড় সংশোধনীতে গ্রহণযোগ্য নথি হিসাবে বিবেচনা করতে পরামর্শ দিল সুপ্রিম কোর্ট। যদিও এই মর্মে আগেও পরামর্শ দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। কিন্তু সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে কমিশন। বিহারে এসআইআর নিয়ে একাধিক মামলা দায়ের হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। সেগুলি একত্র করে শুনানি শুরু হয়েছে বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির বেঞ্চে। শুনানি শুরুর দিনই নির্দেশ দেওয়া হয়, ২১ জুলাইয়ের

মধ্যে জবাব পেশ করতে হবে ইসিআইকে। সেই নির্দেশ মেনে গত সোমবার বিকেলে এফিডেভিট জমা দেয় নির্বাচন কমিশন। এফিডেভিটে দাবি করা হয়, আইনবিরুদ্ধভাবে বা ভোটারদের অধিকার কেড়ে নিয়ে কোনও প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে না। এসআইআর-এর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলা খারিজেরও আবেদন জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এসআইআর-এ আধার কার্ড, ভোটার কার্ড এবং রেশন কার্ডকে বৈধ নথি হিসাবে গ্রহণ করতে সুপারিশ করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু এফিডেভিটে কমিশন জানায়, আধার কার্ড কেবল পরিচয়পত্র। ভোটার হওয়ার যোগ্যতা প্রমাণে আধার কার্ডের ভূমিকা নিয়ে ৩২৬ ধারায় বিধিনিষেধ রয়েছে। এছাড়াও পুরনো ভোটার তালিকার ভিত্তিতেই এপিক নম্বর তৈরি হয়ে থাকে। ফলে বিশেষ সংশোধনের ভিত্তিই হারিয়ে যায়। সেই সঙ্গে দেশজুড়ে ভুয়ো রেশন কার্ডের রমরমা। তাই ভোটার তালিকার যোগ্যতা প্রমাণে রেশন কার্ডকে মান্যতা দেওয়া যাবে না। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের এহেন এফিডেভিট সত্ত্বেও সোমবার সুপ্রিম কোর্ট ফের পরামর্শ দিল, আধার কার্ড এবং ভোটার কার্ডকে বৈধ নথি হিসাবে গ্রহণ করা হোক। দুই বিচারপতির বেঞ্চ জানায়, ‘‘এই দু’টি নথিও গ্রহণ করুন। আগামী দিনে হয়তো এমন অবস্থা হতে পারে যখন কেবল আধার নয়, এসআইআর-এর নির্দেশিত ১১টি নথিও জাল হতে পারে। সেটা আলাদা বিষয়। তবে বর্তমানে আমরা দেখছি, বিরাট সংখ্যক মানুষকে ছেঁটে ফেলা হচ্ছে। বিষয়টা কিন্তু এমন হওয়া উচিত ছিল যেখানে বিপুল মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।’’ তবে সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শ কি আদৌ মানবে কমিশন?

‘একে৪৭ নিয়ে ঢুকছে, কেন্দ্র ঘুমাচ্ছে’ পহেলগাঁওয়ের ৪ জঙ্গি কোথায়?

ফের প্রশ্ন অভিষেকের, শাহের ইস্তফার দাবি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জুলাইঃ পহেলগাঁও ইস্যু নিয়ে ফের একবার সরব তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি প্রশ্ন তুললেন, পহেলগাঁও জঙ্গি হামলায় জড়িত চার জঙ্গি কোথায় গেল? একইসঙ্গে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ নিয়ে তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ইস্তফা দাবি করেন। এ দিন দিল্লিতে সংসদের বাদল অধিবেশনে যোগ দেওয়ার উদ্দেশে রওনা দেওয়ার আগে বিমানবন্দরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পহেলগাঁওয়ে হামলা চালানোয় অভিযুক্ত জঙ্গিদের নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। বলেন, ‘‘পহেলগাঁও হামলার তিন মাস হয়ে গেল, চার জঙ্গি কোথায়? তারা কি হাওয়ায় উবে গেল? আমি আগেও এই প্রশ্ন করেছি, কিন্তু কোনও উত্তর পাইনি।’’ পহেলগাঁও প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘‘যাদের দায়িত্বে থাকা সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ হচ্ছে, দায় তো তাদের। এই দায় বিএসএফের, অমিত শাহের। পহেলগাঁওয়ের জঙ্গি হানায় ২৬ জন নাগরিক মারা গিয়েছেন। ওই চারজন জঙ্গি কোথায়, আমি লোকসভায় প্রশ্ন করেছি, উত্তর পায়নি। তাদের স্টেটাস কী, বর্ডার থেকে তারা ঢুকল কী করে। ওরা তো মশা-মাছি নয়। এত বড় বড় একে ৪৭ নিয়ে ঢুকছে, কেন্দ্র ঘুমাচ্ছে। পেগাসাস করে আমাদের ফোনে আড়ি পাততে পারে নির্বাচনের সময়। ২০১৯ সালেও

তো একই জিনিস হল। এদের গাফিলতির কারণে ৪০ জন আধা সামরিক জওয়ান মারা গেলেন। এটা আমি বলছি না, তৎকালীন জম্মু-কাশ্মীরের রাজ্যপাল সত্যপাল মালিক বলেছিলেন। লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা বলছেন, ইন্টেলিজেন্স ফেলিওর। তাঁকে তাহলে এক্সটেনশন দিলেন কেন?’’ অভিষেক আরও বলেন, ‘‘তৃতীয়বার সরকার তৈরির এক বছর হয়ে গিয়েছে, মানুষের জন্য কী করেছে? বাংলার মানুষের জন্য কী করেছে? সুকান্ত মজুমদার মন্ত্রী হয়েছেন, কতবার বাংলার জন্য কথা বলেছেন? তাঁকে কেউ রাস্তায় ঘিরে গালাগালি দেয়, সে চিঠি লিখে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ জানাতে পারেন, ৫ বছর ধরে টাকা বন্ধ, বাংলার মানুষের জন্য কতবার লিখেছেন? বলছে বাংলায় রোহিঙ্গারা থাকে, দেশে, বিশ্বে কত রোহিঙ্গা আছে, এদের কাছে তথ্য আছে? এরা অশিক্ষিত, জানে না।’’ কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতা বলেই অভিযোগ করে তৃণমূল সেকেন্ড ইন কম্যান্ড বলেন, ‘‘বাইরে থেকে কেউ এলে, তারা তো বর্ডার টপকেই এসেছে। উড়ে তো আসেনি। বর্ডারের দায়িত্ব কার, বিএসএফের। আগে অমিত শাহ রিজাইন করুক, বিএসএফ, আইবির প্রধান রিজাইন করুক, তারপর এই প্রশ্ন করবেন। পহেলগাঁওতে তো পুলিশ কেন্দ্রের অধীনে। ওখানে তো রাজ্যের মর্যাদা এখনও ফেরানো হয়নি। কী করে নিল ৪ জঙ্গি পাকিস্তান থেকে এল, কীভাবে বন্দুক নিয়ে এল, ফিরে গেল? লজ্জা হওয়া উচিত। পাকিস্তান থেকে জঙ্গিরা এসে নাগরিকদের মেরে চলে যাচ্ছে, আমরা কিছু জানি না। এই ব্যর্থতা কাদের? কেন্দ্রীয় সরকারের।’’

‘আন্দোলন হবে জেনে মুখ্যমন্ত্রী পালিয়েছেন’, নবান্ন অভিযানকে অসফল ভাবছেন না প্রতিবাদীরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জুলাইঃ সোমবার চাকরিহারা-চাকরিপ্রার্থীদের একাধিক সংগঠনের নবান্ন অভিযান খাতায় কলমে সফল হয়নি। নবান্ন থেকে অনেকটা দূরেই তাঁদের থেমে যেতে হয়েছে পুলিশি বাধায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎ চেয়েছিলেন প্রতিবাদীরা। তিনি বীরভূম থাকায় স্বাভাবিকভাবে সেটাও সম্ভব হয়নি। অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী নবান্নে থাকলেও দেখা করতেন কিনা, সেটাও কেউ হলফ করে বলতে পারবে না। এতকিছুর পরও এই অভিযানকে অসফল বলতে নারাজ বিক্ষোভকারীরা। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ এই নবান্ন অভিযানের ডাক দেওয়া অন্যতম সংগঠন। তার নেতা ভাস্কর ঘোষ বলছেন, ‘‘আমাদের আন্দোলন হবে জেনে মুখ্যমন্ত্রী ১৪ তলা ছেড়ে পালিয়েছেন। কারণ তাঁর বীরভূম সফরের অনেক আগে এই অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছিল। উনি জেনেশুনে চলে গেছেন শহর থেকে। আমাদের আন্দোলন বৃথা যায়নি। আমরা এখান থেকে জয় নিয়ে ফিরে যাচ্ছি।’’ রাজ্য সরকারকে খোঁচা দিয়ে তিনি এও বলেন, ‘‘আন্দোলন প্রতিহত করার প্রয়াস করা হয়েছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে। তাকে উপেক্ষা করেই আজকের আন্দোলন করা হয়। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে পুলিশের অনুরোধ এবং আন্দোলনকারীদের সকলের সিদ্ধান্তে এদিনের আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়েছে।’’ এদিন হাওড়া স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করলেও তেলকলঘাট রোডেই আটকে যায় তাঁদের জমায়েত। এই আন্দোলনে অংশ নিয়েছে একাধিক সংগঠন - পশ্চিমবঙ্গ বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থী, চাকরিজীবী ও চাকরিহারা ঐক্য মঞ্চ, সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ, সরকারি কর্মচারী পরিসর-সহ আরও অনেক। এই জমায়েতের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে হাওড়া সিটি পুলিশ। তা সত্ত্বেও নিজেদের অবস্থানে অনড় ছিলেন আন্দোলনকারীরা। কিন্তু শেষমেশ একাধিক কারণে তা প্রত্যাহার করতে কার্যত বাধ্য হন তাঁরা। যদিও ভাস্কর ঘোষ বলছেন, ‘‘আজকের মতো আন্দোলন প্রত্যাহার করা হলেও আগামী দিনে এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতা চলবে। আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন হবে এবং শান্তিপূর্ণভাবেই সেই আন্দোলন হবে।’’ তিনি কোনও ভাবেই সোমবারের নবান্ন অভিযানকে অসফল বা ব্যর্থ ভাবছেন না। বরং তাঁর বক্তব্য, ‘‘এই আন্দোলন থেকে আমরা শিক্ষা নিয়ে যাচ্ছি।’’

‘বাইরে গ্রেফতার করুন, কোনও অসুবিধা নেই’ কল্যাণ

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাইঃ লোকসভায় অপারেশন সিঁদুর নিয়ে আলোচনা। সম্ভবনা ছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা রাখার। কিন্তু তার পরিবর্তে দেখা গেল শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সোমবার বক্তৃতার শুরুতেই কল্যাণ স্মরণ করেন উধমপুরে শহিদ হওয়া বাংলার ঝন্টু আলি শেখের কথা। সাফ বলে দেন, ‘‘এই প্রত্যাঘাত ও দেশকে রক্ষার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব সেনারই। এই কৃতিত্ব অন্য কারওর নয়।’’ এরপরেই ধীরে ধীরে সুর চড়াতে দেখা যায় শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদকে। পহেলগাঁওতে হামলার সময় বিএসএফ, সিআইএসএফ কী করছিল? সেই নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। মোদির দিকেও ‘পাহারাদার’ বলে তোপ দাগতে দেখা যায় তাঁকে। কল্যাণ বলেন, ‘‘২০১৪ সাল থেকে শুনে আসছি প্রধানমন্ত্রী পাহারাদার। এদিকে দেশের অন্দরে ঢুকে ২৬ জনকে মেরে দিয়ে চলে গেল। বাহ কি পাহারাদার আমার! দয়া করে আর পাহারা দেবেন না।’’ এরপরেই ভারত-পাকিস্তান সংঘাতবিরতির প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, ‘‘এই সময়কালে ভারতের ১৪০ কোটি মানুষ উজ্জীবিত হয়েছিল। সবাই চাইছিল পাকিস্তানকে গুঁড়িয়ে দেওয়া হোক। কিন্তু হঠাৎ করেই দেখি, সংঘর্ষবিরতি। কখনও শুনেছেন ৯০ রান হওয়ার পর কেউ খেলব না বলে সরে যাচ্ছেন?’’ তাঁর সংযোজন, ‘‘আমরা তখন জানি না কী হচ্ছে? ডোনাল্ড ট্রাম্প দেখি, নিজের সমাজমাধ্যমে পোস্ট করছেন। এর চেয়ে লজ্জার আর কী? আমেরিকার রাষ্ট্রপতি আমাদের দেশের সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন।’’ এরপরেই সুকান্ত ভট্টাচার্যের বোধন কবিতার চর্চিত অংশ তুলে কল্যাণ বলেন, ‘‘ওই সময় সরকারের উদ্যমটাও এরকম থাকা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সকলের মনে ইচ্ছাকে আপনি স্তব্ধ করে দিলেন। আপনাকে (প্রধানমন্ত্রী মোদি) উত্তর দিতে হবে। আমি বাঙালি, বাংলা ভাষা বলব, বাইরে না হয় গ্রেফতার করুন, কোনও অসুবিধা নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, নজরুল আমার বুকে রয়েছে।’’

কারও চাপে যুদ্ধ থামেনি, পাকিস্তান হার মানায় অপারেশন সিঁদুর বন্ধ করা হয় । রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাইঃ ২টো অবধি মুলতুবি। তারপর কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের হাত ধরে লোকসভায় শুরু হল অপারেশন সিঁদুর নিয়ে আলোচনা। আর এদিনের সেই আলোচনার শুরুর পরেই রাজনাথ সিং উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, ‘‘এই আলোচনা অনেক আগেই শুরু হয়ে যেতে পারত। কিন্তু বিরোধীদের প্রতিবাদের কারণে সংসদ মুলতুবি থেকেছে।’’ নিজের বক্তৃতার শুরু থেকেই রাজনাথের তির থাকল বিরোধীদের দিকে। তার তরফে দেওয়া বক্তৃতার প্রায় শেষেও রাজনাথ বললেন, ‘‘২০০৮ সালে মুম্বইয়ে যখন দেশের সবচেয়ে বড় সন্ত্রাস হামলা হল, সেই সময় সরকারের যতটা গুরুত্ব দিয়ে স্বচ্ছ ভাবে তদন্ত করা প্রয়োজন ছিল, তা হয়নি।’’ তবে শুধু বিরোধীদের দিকে আক্রমণ নয়। রাজনাথ স্মরণ করেছেন সেনার কথাও। যতই হোক অপারেশন সিঁদুর যে তাদেরই সাফল্য কাহিনী। আর সেই নিয়ে সংসদে ‘সাফল্য গাঁথা’ রচনা করেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। এদিন তিনি বলেন, ‘‘অপারেশন সিঁদুর যে সফলতা ছুঁয়েছে, সেই প্রসঙ্গে আলোচনার জন্য আজ এই সংসদ তৈরি। আমি সেই জওয়ানদের সম্মান জানাই, যারা এই দেশের জন্য নিজেদের জীবন ত্যাগ করেছেন, যারা এখনও এই দেশের প্রতিটি নাগরিকের সুরক্ষা নিশ্চিত করেছেন।’’ তাঁর সংযোজন, ‘‘সিঁদুর অভিযানের আগে আমাদের সেনা এর

পরিণতি সম্পর্কে ধারণা তৈরি করেই এগিয়ে গিয়েছে। অভিযানের প্রতিটি ক্ষেত্রকে নজরে রাখা হয়েছে। মাথায় রাখা হয়েছে যেন কোনও ভাবেই সাধারণ মানুষের প্রাণ না যায়। এই ভাবেই মাত্র ২২ মিনিটেই পাকিস্তানের ভিতরে থাকা ৯টি জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। ভারতের প্রত্যাঘাতের বিরুদ্ধে পাকিস্তান পাল্টা প্রত্যাঘাত চালায়।’’ কিন্তু দেশের আকাশরক্ষী ‘সুদর্শন চক্র’ বা এস-৪০০ সেই হামলাকে প্রতিহত করে। এদিনের বক্তৃতায় সেই কথাটাও মনে করালেন রাজনাথ। সিঁদুর নিয়ে আলোচনা হল। ট্রাম্প প্রসঙ্গ উঠবে না এও সম্ভব? সরাসরি না উঠলেও ইঙ্গিতে তো উঠেছেই। তাও আবার রাজনাথ সিংয়ের বক্তৃতায়। সিঁদুর প্রত্যাঘাতের পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মুখে শোনা গিয়েছিল, চাপে রেখে সংঘাত বন্ধ করা হয়েছে। তবে এদিন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বললেন, ‘‘যে যাই বলুক বা বিশ্বাস করুক, এটাই সত্যি যে কোনও রকম চাপের মুখে পড়ে অপারেশন সিঁদুর বন্ধ করা হয়নি। ভারত সেই অভিযান স্থগিত করেছে কারণ, এর নেপথ্যে থাকা রাজনৈতিক এবং সেনা উদ্দেশ্যগুলি সাধন হয়েছে।’’

ঘূর্ণাবর্তে ভিজছে বাংলা! দক্ষিণবঙ্গে টানা বৃষ্টি, পূর্বাভাসে আলিপুর হাওয়া অফিসের সতর্কতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জুলাইঃ বাংলার একদিকে মুষলধারে বৃষ্টি, আর অন্যদিকে বর্ষার আকাশ এখনও মুখচোরা। জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে এসে দক্ষিণবঙ্গ যখন স্বাভাবিকের চেয়ে ১৬ শতাংশ বেশি বৃষ্টিতে ভিজছে, তখন উত্তরবঙ্গে দেখা দিয়েছে ৩০ শতাংশের ঘাটতি। এমন পরিস্থিতিতে আগামী কয়েকদিনের জন্য একাধিক জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আবহাওয়া অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানাচ্ছেন, বর্তমানে উত্তর বাংলাদেশের উপর একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। পাশাপাশি মৌসুমী অক্ষরেখাও সক্রিয় হয়ে উঠেছে, যা পুরুলিয়ার উপর দিয়ে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই দুইয়ের প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা এখন তুঙ্গে। মঙ্গলবার ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান ও বাঁকুড়ায়। বুধবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া জেলায়। তবে বৃষ্টির দাপট কিছুটা কমবে বৃহস্পতিবার থেকে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি বলেছে, মঙ্গলবার বিক্ষিপ্ত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবার ভারী বৃষ্টি হবে মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার এলাকায়। দার্জিলিং, কালিম্পং,

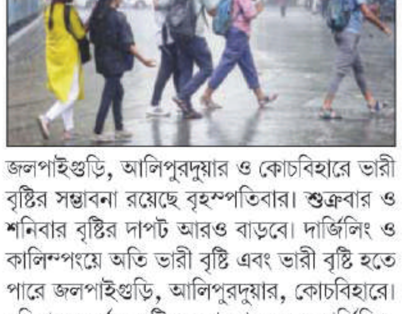

জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বৃহস্পতিবার। শুক্রবার ও শনিবার বৃষ্টির দাপট আরও বাড়বে। দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ে অতি ভারী বৃষ্টি এবং ভারী বৃষ্টি হতে পারে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে। রবিবার সর্বোচ্চ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে। ভারী বৃষ্টি থেকে বাদ যাবে না কোচবিহার জেলাও। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ১ জুন থেকে ২৮ জুলাই পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে গড় বৃষ্টিপাত হয়েছে ৬৫০.৪ মিমি, যেখানে স্বাভাবিক বর্ষার পরিমাণ ৫৫৮.৬ মিমি। অর্থাৎ, ১৬ শতাংশ অতিরিক্ত বৃষ্টি হয়েছে দক্ষিণবঙ্গে। বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া পেয়েছে সবচেয়ে বেশি বর্ষা। পাশাপাশি কলকাতা, পূর্ব বর্ধমান, হাওড়া ও উত্তর ২৪ পরগনাতেও বৃষ্টির পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে এই সময়ের মধ্যে বৃষ্টিপাত মাত্র ৬৯৪.৪ মিমি, যেখানে স্বাভাবিক হার হওয়া উচিত ছিল ৯৮৯.৭ মিমি। অর্থাৎ ৩০ শতাংশের ঘাটতি রয়েছে। মালদা ছাড়া কোনও জেলাতেই স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি বৃষ্টি হয়নি। দক্ষিণবঙ্গ আপাতত স্বস্তির বৃষ্টিতে ভিজলেও, উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। যদিও সামনের সপ্তাহে উত্তরবঙ্গের বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, তবে ঘাটতি পুষিয়ে উঠতে কতটা সময় লাগবে, সে বিষয়ে অনিশ্চয়তা থাকছেই। আবহাওয়া দফতর সতর্ক থাকার বার্তা দিয়েছে দুই বাংলার বাসিন্দাদেরই।

মহাশ্বেতা দেবীর প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধা নিবেদন মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২৮ জুলাই ঃমহাশ্বেতা দেবীর প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স হ্যান্ডেলে এক বার্তায় সোমবার সকালে তিনি জানান, খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক ও মানবাধিকার আন্দোলনকর্মী মহাশ্বেতা দেবীর প্রয়াণ দিবসে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি।আজ ও আমার মননে, স্মৃতিতে স্মরণীয় হয়ে আছে তাঁর সঙ্গে কাটানো উজ্জ্বল মুহূর্তগুলি।অরণ্যের অধিকার, আদিবাসীদের অধিকার, কৃষকের অধিকার, খেটে - খাওয়া মানুষের অধিকার রক্ষায় আমরা একসঙ্গে পাশাপাশি লড়েছি - তিনি আমাকে সস্নেহ উৎসাহ দিয়েছেন, সেকথা কখনো ভুলবো না।

মঙ্গলবার মোহনবাগান দিবস

কলকাতা, ২৮ জুলাই ঃ আজ,মঙ্গলবার (২৯ জুলাই) মোহনবাগান দিবস। ১৯১১ সালের এই দিনে মোহনবাগান আইএফএ শিল্ডের ফাইনালে ব্রিটিশ ক্লাব ইস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্টকে ২-১ গোলে হারিয়ে প্রথম ভারতীয় ক্লাব হিসেবে শিল্ড জয়ের গৌরব অর্জন করেছিল। আর এই ঐতিহাসিক দিনটাতে প্রতি বছর মোহনবাগান দিবস হিসেবে পালিত হয়।এক নজরে মোহনবাগান দিবস পালনের কারণঃ১৯১১ সালের ২৯ জুলাই, আইএফএ শিল্ডের ফাইনালে মোহনবাগান ক্লাব, ব্রিটিশ ক্লাব ইস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্টকে পরাজিত করে।এই জয় ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অধীনে থাকা অবস্থায় প্রথম কোনও ভারতীয় ক্লাব দ্বারা এসেছিল, যা ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তোলে।এই জয় মোহনবাগান ক্লাবকে ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে অমর করে রেখেছে।এই দিনটি মোহনবাগান ক্লাব এবং এর সমর্থকদের কাছে অত্যন্ত গর্বের ও আনন্দের।এই দিনটি পালনের মাধ্যমে সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তকে স্মরণ করা হয় এবং ক্লাবের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি উদযাপন করা হয় বলেন।

শ্রাবণের তৃতীয় সোমবারে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ যাদব

ভোপাল, ২৮ জুলাই ঃ শ্রাবণ মাসের তৃতীয় সোমবার। শিব মন্দিরে ভক্তদের ভিড়। সকাল থেকেই জলাভিষেকের জন্য ভক্তরা ছুটে আসে ছিলেন। রাজধানী ভোপালে অবিরাম বৃষ্টি চলছে। তা সত্ত্বেও, বিপুল সংখ্যক ভক্ত মন্দিরে পৌঁছে অভিষেক ও তাদের দেবতার পূজা করছেন। মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদব শ্রাবণ মাসের তৃতীয় সোমবারে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তাদের মঙ্গল কামনা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী ডঃ যাদব সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর শুভেচ্ছা বার্তায় লিখেছেন, ওম নমঃ শিবায়, দেবাধিদেব শ্রী মহাদেব জির প্রিয় মাস শ্রাবণ মাসের তৃতীয় সোমবারে আপনাদের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। শ্রী মহাদেব জির এবং মাতা পার্বতীর আশীর্বাদ আমাদের সকলের উপর থাকুক, জীবনে ভক্তি, বিশ্বাস, আনন্দ এবং সুখ অবিচল থাকুক, এটাই আমার প্রার্থনা। হর হর মহাদেব...সোমবার ভোর ৩টায় এখানে বিশ্ব বিখ্যাত শ্রী মহাকালেশ্বর মন্দিরের দরজা খোলা হয়। প্রথমে ভগবান মহাকালকে জল দিয়ে অভিষেক করা হয়। এরপর দুধ, দই, ঘি, মধু, ফলের রস দিয়ে তৈরি পঞ্চামৃত দিয়ে অভিষেক পূজা করা হয়। সোমবার ভগবান মহাকালকে ঐশ্বরিকভাবে সজ্জিত করা হয় বলে সূত্র থেকে মনে করা হয়।

ভারত-ব্রিটেন এফটিএ সবচেয়ে বড়, ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ ঃ পীযূষ গোয়েল

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই ঃমুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে ভারত এবং ব্রিটেনের মধ্যে। ব্রিটেন ২০২০ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর কোনও দেশের সঙ্গে এটাই তাদের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যচুক্তি। এর ফলে বছরে ৩,৪০০ কোটি ডলারের (প্রায় তিন লক্ষ কোটি টাকা) দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য হবে ভারত এবং ব্রিটেনের মধ্যে। গত গত শনিবার মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে

সাংবাদিক বৈঠক করেন বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। তিনি বলেন, ভারত-ব্রিটেন এফটিএ সবচেয়ে বড়, ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ।পীযূষ গোয়েল বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। ভারতে মন্ত্রিসভার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ব্রিটেনে সংসদীয় অনুমোদন এখনও বাকি আছে। এটি একটি পরিবর্তনশীল মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি হবে যা ভারতের কৃষক, ব্যবসায়ী, এমএসএমই সেক্টর, তরুণ এবং মৎস্যজীবীদের জন্য প্রচুর সুযোগ এবং সুবিধা প্রদান করবে। এখনও পর্যন্ত স্বাক্ষরিত সমস্ত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির মধ্যে, ভারত-যুক্তরাজ্য মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিটি সবচেয়ে বড়, সর্বাধিক বিস্তৃত এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিটি আমাদের শর্তে স্বাক্ষরিত হয়েছে, আমাদের ৯৯ রপ্তানি শুল্কমুক্তভাবে যুক্তরাজ্যে যেতে পারবে বলে জানান।

২০২৭ সালের মার্চেই প্রথম ভারতীয় মানব মহাকাশ মিশন, ঘোষণা করলেন ইসরো প্রধান

চেন্নাই,২৮জুলাইঃচেন্নাই শহরের এক অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে ইতিহাস গড়ার রূপরেখা স্পষ্ট করলেন ইসরোর চেয়ারম্যান ডঃ ভি নারায়ণন। দেশের বহু প্রতীক্ষিত গগনযান মিশনের নির্ধারিত সময়সূচি জানিয়ে তিনি ঘোষণা করেন, ২০২৭ সালের মার্চ মাসেই মহাকাশে পাড়ি দেবে ভারতের প্রথম মানব মহাকাশ অভিযান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্নপূরণে এগিয়ে চলা এই প্রকল্প ঘিরে এখন নতুন করে উন্মাদনা তৈরি হয়েছে বৈজ্ঞানিক মহলে।গত শনিবার চেন্নাইয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ইসরো প্রধান স্পষ্ট জানিয়ে দেন, গগনযান উৎক্ষেপণের আগে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ধাপ রয়েছে, যা সফলভাবে সম্পন্ন করলেই ভারতের মহাকাশ গবেষণার ইতিহাসে যুক্ত হবে এক নতুন অধ্যায়। তিনি বলেন, আমরা ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করেছি। আগামী ৩০ জুলাইয়ের মধ্যে জিএসএলভি-এস১৬ রকেটের মাধ্যমে নাসা ও ইসরোর যৌথ উদ্যোগে তৈরি সিন্থেটিক অ্যাপারচার রাডার স্যাটেলাইট মহাকাশে পাঠানো হবে। এরপর শুরু হবে গগনযানের প্রাক-মানব মিশনের পর্ব।ব্যোমমিত্রর মহাকাশ যাত্রাঃ মানুষের আগে রোবট ডঃ নারায়ণন জানিয়েছেন, গগনযান মিশনের পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি হিসেবে ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে একটি বিশেষ রোবোটিক মিশন পরিচালনা করা হবে। এই মিশনে ‘ রোবট নামক এক মানব সদৃশ মহিলা রোবট মহাকাশে পাঠানো হবে। ব্যোমমিত্র ইতিমধ্যেই বহু মহাকাশ গবেষণায় সিমুলেশন পর্যায়ে অংশগ্রহণ করেছে। এবার তার সত্যিকারের মহাকাশ যাত্রা হতে চলেছে, যা গগনযানের সফলতার সম্ভাবনা অনেকটাই বাড়িয়ে দেবে বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা।ডঃ নারায়ণন বলেন, এই রোবোটিক মিশনের মাধ্যমে আমরা যাবতীয় প্রযুক্তিগত সমস্যা ও ঝুঁকির দিকগুলো আরও ভালোভাবে বিশ্লেষণ করতে পারব। মানুষ পাঠানোর আগে আমরা কোনও ত্রুটি রাখব না। ব্যোমমিত্র মিশন সফল হলে ২০২৫ সালের মধ্যে দুটি মানববিহীন মিশন পরিচালনা করা হবে। সেই পরীক্ষাগুলি সাফল্য পেলে তবেই ২০২৭-এর মার্চে গগনযান প্রকৃত অর্থে মহাকাশে পাড়ি দেবে।গগনযানের পেছনে বৈজ্ঞানিক

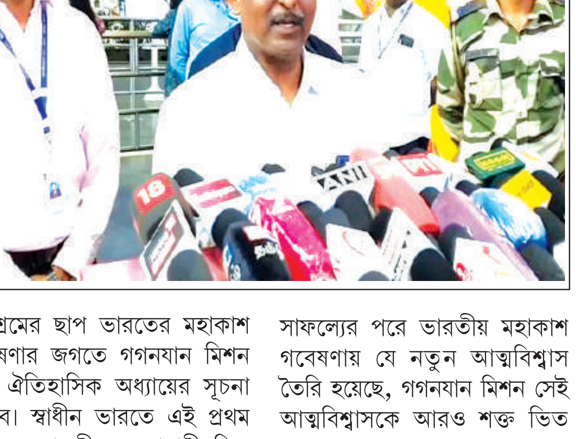

পরিশ্রমের ছাপ ভারতের মহাকাশ গবেষণার জগতে গগনযান মিশন এক ঐতিহাসিক অধ্যায়ের সূচনা করবে। স্বাধীন ভারতে এই প্রথম কোনও ভারতীয় নভোচারী নিজ দেশের রকেটে চাে মহাকাশে পাড়ি দেবেন। এতদিন ভারতীয় মহাকাশচারী রাকেশ শর্মা সোভিয়েত ইউনিয়নের রকেট ব্যবহার করে মহাকাশে গিয়েছিলেন। কিন্তু এবার ইসরো নিজস্ব প্রযুক্তি ও যান ব্যবহার করে সম্পূর্ণ ঘরোয়া ব্যবস্থাপনায় মহাকাশে মানুষ পাঠাবে।গগনযান মিশনের নকশা, প্রযুক্তি, নিরাপত্তা ও প্রশিক্ষণ- সব ক্ষেত্রেই ইসরো বিজ্ঞানীরা গত কয়েক বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। প্রকল্পটির জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির তৈরি হয়েছে বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ ও কেরালার বিভিন্ন কেন্দ্রে। এই প্রশিক্ষণে ভারতীয় বিমানবাহিনীর নির্বাচিত পাইলটদের অংশগ্রহণ করানো হচ্ছে। রাশিয়ায়ও প্রাথমিক পর্যায়ের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন কয়েকজন পাইলট।স্বপ্নের রূপরেখা দেখিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রথমবার দেশের মানুষকে গগনযান প্রকল্পের কথা জানান ২০১৮ সালের ১৫ আগস্ট লালকেল্লা থেকে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়ার সময়। সেই সময় প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ভারতীয় নভোচারীদের মহাকাশে পাঠানো হবে। যদিও করোনা মহামারী ও অন্যান্য কারণে সময়সূচিতে কিছুটা বিলম্ব ঘটে, কিন্তু লক্ষ্য অটুট থাকে। ইসরো ধাপে ধাপে প্রস্তুতি এগিয়ে নিয়ে যায়।বর্তমানে ডঃ ভি নারায়ণনের নেতৃত্বে ইসরো আবার গতি পেয়েছে। চন্দ্রযান-৩-এর সাফল্যের পরে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণায় যে নতুন আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়েছে, গগনযান মিশন সেই আত্মবিশ্বাসকে আরও শক্ত ভিত দেবে বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা।মহাকাশের রাস্তায় নতুন দিশা ইসরো প্রধান আরও বলেন, গগনযান মিশনের মাধ্যমে ভারতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ব মানচিত্রে নতুন করে জায়গা করে নেবে। গগনযান শুধু একটি মহাকাশ অভিযান নয়, এটি আত্মনির্ভর ভারতের প্রতীক। আমরা দেখাতে চাই, ভারতের প্রযুক্তিগত সক্ষমতা আজ বিশ্বের প্রথম সারির দেশগুলির সঙ্গে সমানে পাল্লা দিতে পারে।ইসরোর অভ্যন্তরে ইতিমধ্যেই গগনযান মিশনের জন্য আলাদা একটি টিম গঠন করা হয়েছে। এতে বিজ্ঞানীদের পাশাপাশি প্রযুক্তিবিদ, অ্যারোনটিক্স ইঞ্জিনিয়ার ও মেডিকেল বিশেষজ্ঞদের রাখা হয়েছে। কারণ মহাকাশে মানুষের যাত্রার সময় প্রাণ রক্ষা করা এবং যেকোনও বিপদ মোকাবিলার প্রস্তুতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।ভারতের গর্ব, বিশ্বের কৌতূহলগগনযান মিশনের জন্য ভারতের পক্ষ থেকে তিনজন নভোচারীকে নির্বাচিত করা হয়েছে। যদিও তাঁদের নাম এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়নি, কিন্তু শোনা যাচ্ছে, বিমানবাহিনীর অভিজ্ঞ পাইলটরাই এই দায়িত্ব পালন করবেন। তাদের জন্য বিশেষ ধরনের স্পেসস্যুট তৈরি হচ্ছে। মেডিকেল ফিটনেস, মানসিক দৃঢ়তা ও বিপদের মোকাবিলার দক্ষতা- এই তিনটি দিক খুঁটিয়ে বিচার করেই চূড়ান্ত নির্বাচন করা হয়েছে।বিশ্বজুড়ে মহাকাশ গবেষণার বিশ্লেষকরা এখন ভারতের দিকে তাকিয়ে। নাসা ও ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির মতো সংস্থাগুলিও ভারতের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে। নাসার সঙ্গে যে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ হতে চলেছে, তা গগনযানের প্রস্তুতিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে মত বিশেষজ্ঞদের।ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় গগনযানের ভূমিকা গগনযান শুধু একটি এককালীন মহাকাশযাত্রা নয়, বরং এর পরেই আরও ব। পরিকল্পনার ভিত্তি তৈরি হচ্ছে। ইসরো ভবিষ্যতে মহাকাশ স্টেশন নির্মাণের কথাও ভাবছে। সে ক্ষেত্রে গগনযানের সফলতা একটি মাইলস্টোন হিসেবে কাজ করবে।ইসরো সূত্রে জানা গেছে, গগনযান মিশনের জন্য ব্যবহার করা হবে ‘ (হিউম্যান লঞ্চ ভেহিকল)। এই রকেট তৈরি হয়েছে ভারতের প্রযুক্তিবিদদের মেধা ও পরিশ্রমে। এতে থাকবে অত্যাধুনিক ইস্কেপ সিস্টেম, কেবিন প্রেসার কন্ট্রোল, লাইফ সাপোর্ট ইউনিটসহ বিভিন্ন আধুনিক সুরক্ষাব্যবস্থা। প্রায় ৪০০ কিমি উচ্চতায় পৃথিবীর কক্ষপথে গিয়ে ৫ থেকে ৭ দিন অবস্থান করবেন নভোচারীরা। এরপর নির্ধারিত সময় শেষে তাঁরা ফিরে আসবেন বঙ্গোপসাগরে, যেখানে প্রস্তুত থাকবে রিকভারি টিম।মহাকাশ গবেষণার পথে ঐতিহাসিক পদক্ষেপডঃ ভি নারায়ণনের বক্তব্যে স্পষ্ট- ইসরো কেবল দেশীয় প্রযুক্তি নির্ভর করে এই অভিযান সফল করতে চায়। ব্যয়বহুল হলেও ভারতের বিজ্ঞানীদের দক্ষতাই এই প্রকল্পের সাফল্যের চাবিকাঠি হবে। এই মিশন কেবল বিজ্ঞান নয়, সাধারণ মানুষের মধ্যেও বিজ্ঞান চেতনা জাগিয়ে তুলবে বলেই মত শিক্ষাবিদদের।চেন্নাইয়ের মঞ্চ থেকে ইসরো প্রধানের এই ঘোষণা শুধু একটি নির্ধারিত সময়সূচির খবর নয়, বরং তা ভারতীয় মহাকাশ গবেষণার ইতিহাসে নতুন সূর্যোদয়ের ইঙ্গিত। গগনযান মিশনের মাধ্যমে ভারত আরও একবার প্রমাণ করতে চলেছে- আমরা কেবল পৃথিবীর মাটিতেই সীমাবদ্ধ নই, আমাদের লক্ষ্য আকাশেরও ওপরে।এই লক্ষ্যেই এখন দিনরাত পরিশ্রম করে চলেছেন ইসরোর অসংখ্য বিজ্ঞানী। সবার চোখ এখন ২০২৭ সালের দিকে, যখন মহাকাশে ওড়ার জন্য তৈরি হবে একেবারে ‘ মেক ইন ইন্ডিয়া’ মানব মহাকাশযান- গগনযান।

বুদ্ধ অমরনাথ যাত্রার শুভ সূচনা, নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কড়াকড়িঃশুরু হল শ্রাবণের পবিত্র তীর্থপথের পদযাত্রা

জম্মুঃশ্রাবণের পবিত্র দ্বিতীয় সোমবার। হিন্দু ক্যালেন্ডারের এক মহিমময় দিন, যার মাহাত্ম্য বহু যুগ ধরে তীর্থযাত্রার এক অমোঘ সংস্কার হয়ে রয়ে গিয়েছে। সেই শুভ লগ্নেই সোমবার ভোরবেলা জম্মুর ভগবতী নগর বেস ক্যাম্প থেকে পতাকা দেখিয়ে শুরু হল এবারের বুদ্ধ অমরনাথ যাত্রা। লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহার হাত ধরেই এবছরের তীর্থযাত্রার প্রথম দলের যাত্রা সূচিত হল, যার মধ্যে রয়েছেন হাজারেরও বেশি ভক্ত, যাঁরা ভারতের নানা প্রান্ত থেকে জম্মুতে এসে মিলিত হয়েছেন এক মহাপবিত্র অভিসন্ধিতে- বুদ্ধ অমরনাথ দর্শন ও পবিত্র জলাভিষেক।ঐতিহ্য ও ভক্তির মিলনে শুরু পুণ্যযাত্রা যাত্রা শুরু হতেই জম্মু ও কাশ্মীরের বায়ু যেন আরও পবিত্র হয়ে উঠল। শঙ্খধ্বনি, ধর্মীয় স্তোত্র, এবং বাম বাম বলে-র গর্জনে মুখর হয়ে উঠল গোটা বেস ক্যাম্প। ভক্তদের মুখে উজ্জ্বলতা, হৃদয়ে শ্রদ্ধা, আর পায়ে ছিল এক অপরিসীম উদ্দেশ্য- অমরনাথ গুহায় প্রবেশ করে ‘ বুদ্ধ অমরনাথ’-এর দর্শনলাভ ও জলাভিষেক।এই যাত্রা শুধু একটি ধর্মীয় অনুশীলন নয়, বরং এক আত্মিক পরিশুদ্ধির পর্ব। বছরের এই সময় হাজার হাজার ভক্ত তাঁদের পারিবারিক ও কর্মজীবনের যাবতীয় দায়িত্ব ছেড়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছে যান এই পর্বতগাত্রের দুর্গম তীর্থস্থানে।ভ্রুমনোজ সিনহার বার্তা ধর্মীয় সহনশীলতার পরিচয় ভ্রলেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা, যিনি নিজে হাতে পতাকা দেখিয়ে যাত্রার সূচনা করলেন, এই পুণ্যযাত্রার গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, বুদ্ধ অমরনাথ যাত্রা শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এটি আমাদের জাতীয় ঐক্য, ভক্তি ও সহিষ্ণুতার পরিচয় বহন করে। সারা দেশ থেকে

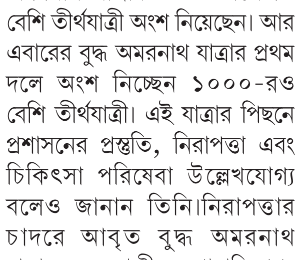

লক্ষ লক্ষ মানুষ শান্তি ও আশীর্বাদের খোঁজে এখানে আসেন। আমি কৃতজ্ঞ জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসনের প্রতি, যাঁরা নিবেদিতভাবে এই যাত্রার সুষ্ঠু ও সুরক্ষিত ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করছেন।তিনি আরও জানান, এখনও পর্যন্ত চলতি বছরের অমরনাথ যাত্রায় ৩.৭৭ লক্ষেরও বেশি তীর্থযাত্রী অংশ নিয়েছেন। আর এবারের বুদ্ধ অমরনাথ যাত্রার প্রথম দলে অংশ নিচ্ছেন ১০০০-রও বেশি তীর্থযাত্রী। এই যাত্রার পিছনে প্রশাসনের প্রস্তুতি, নিরাপত্তা এবং চিকিৎসা পরিষেবা উল্লেখযোগ্য বলেও জানান তিনি।নিরাপত্তার চাদরে আবৃত বুদ্ধ অমরনাথ যাত্রাজম্মু ও কাশ্মীরের পাহাড়ি পথ, বিশেষ করে পুঞ্চ জেলায় অবস্থিত বুদ্ধ অমরনাথ মন্দির পৌঁছানোর রাস্তা বরাবরই দুর্গম এবং কখনও কখনও নিরাপত্তার জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে ওঠে। তাই যাত্রা নির্বিঘ্ন করতে সেনা, আধাসেনা, এবং স্থানীয় পুলিশের একাধিক স্তরে মোতায়েন করা হয়েছে বাহিনী। ড্রোন নজরদারি, সিসিটিভি ক্যামেরা, এবং পাহাড়ি অঞ্চলে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত বাহিনীর উপস্থিতি তীর্থযাত্রীদের জন্য নিরাপত্তার একটি আশ্বাস বহন করছে।এছাড়াও, চিকিৎসা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। যাত্রাপথে একাধিক মেডিক্যাল ক্যাম্প, অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা, অক্সিজেন সহায়তা এবং জরুরি চিকিৎসা কর্মী রাখা হয়েছে। প্রশাসনের এক মুখপাত্র বলেন, ভক্তদের যাত্রা যেন শান্তিপূর্ণ এবং নিরাপদ হয়, তা নিশ্চিত করতে আমরা সবরকম প্রস্তুতি নিয়েছি। আবহাওয়া, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা- তিনটি স্তরে নজরদারি অব্যাহত থাকবে।তীর্থযাত্রীদের আবেগ ও প্রতিজ্ঞাবেস ক্যাম্প থেকে রওনা হওয়ার আগে একাধিক তীর্থযাত্রীর অভিমত তুলে ধরা যায়, যার মধ্যে অন্যতম এক ভক্ত বলেন, আমরা সবাই বাবা বুদ্ধ অমরনাথের দর্শন করতে যাচ্ছি। আমাদের হৃদয়ে তাঁর জন্য অগাধ শ্রদ্ধা। আমরা নর্মদা নদী থেকে পবিত্র জল সংগ্রহ করেছি। গুহায় পৌঁছে তাঁর শিবলিঙ্গে এই জল দিয়ে জলাভিষেক করব। আমাদের মনে শুধু একটাই ইচ্ছা- আমরা যেন নিষ্কলুষ হৃদয়ে এই যাত্রা সম্পূর্ণ করতে পারি।আরও এক যাত্রী জানালেন, আমরা এক বছর ধরে অপেক্ষা করে থাকি এই তীর্থযাত্রার জন্য। অনেক কষ্ট সহ্য করেই যাত্রা করি, কিন্তু মন কখনও ক্লান্ত হয় না। বাবা আমাদের রক্ষা করবেন, এই বিশ্বাসেই আমরা পথ চলি।ধর্মীয় সম্প্রীতির বার্তাভ্রএই যাত্রার একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল, শুধুমাত্র হিন্দু ধর্মাবলম্বীরাই নয়, বহু মুসলিম স্থানীয় বাসিন্দাও যাত্রীদের অভ্যর্থনা ও সহায়তা করেন। চেনা পথ দেখানো থেকে শুরু করে খাদ্য, পানীয় ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করতেও দেখা যায় তাঁদের এগিয়ে আসতে। জম্মু ও কাশ্মীরের এই ধর্মীয় সম্প্রীতির ছবি ভারতের বহু অঞ্চলের কাছেই এক অনন্য দৃষ্টান্ত।বুদ্ধ অমরনাথের ইতিহাস ও মাহাত্ম্যপুঞ্চ জেলার রাজপথ থেকে ২৫ কিলোমিটার ভিতরে অবস্থিত পবিত্র বুদ্ধ অমরনাথ মন্দির, যাকে স্থানীয়ভাবে চন্দ্রভাগা নদীর তীরে অবস্থিত শিবধাম বলা হয়, সেটি বহু শতাব্দী ধরে শিবভক্তদের কাছে পূজিত হয়ে আসছে। এই গুহা মন্দিরে একটি প্রাকৃতিকভাবে গঠিত শিবলিঙ্গ বিদ্যমান, যা বহুজনের মতে বুদ্ধরূপী। বহু সাধু-সন্ত এই স্থানে তপস্যা করে গিয়েছেন।এই মন্দিরের মাহাত্ম্য কেবল শিবভক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এটি একটি প্রাচীন ইতিহাস ও পুরাণের অংশ। বিশ্বাস করা হয়, এখানকার শিবলিঙ্গে জলাভিষেক করলে মনোকামনা পূর্ণ হয়। শ্রাবণ মাসের সোমবারগুলিতে এখানে ভক্তসমাগম হয় লক্ষাধিক।যাত্রা যত এগোবে, তত বাড়বে আবেগ যাত্রার এই সূচনা পর্ব শেষ হলেও, আগামী কয়েক সপ্তাহ জুড়ে ধারাবাহিকভাবে চলবে পুণ্যার্থীদের আগমন। প্রতিদিনই নতুন নতুন দল জম্মুর বেস ক্যাম্প থেকে রওনা দেবে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী যাত্রার সময়সূচিতে সামান্য পরিবর্তন হতে পারে, তবে কোনভাবেই যাত্রা থামবে না। প্রতিটি ভক্ত যেন নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছতে পারেন, সেই ব্যবস্থাই সর্বাগ্রে প্রাধান্য পাচ্ছে।উপসংহারঃপুণ্য, পরম্পরা ও প্রতিজ্ঞার মিলন বুদ্ধ অমরনাথ যাত্রা শুধুমাত্র একটি বার্ষিক ধর্মীয় আয়োজন নয়- এটি এক বিশাল আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন, যা লক্ষ লক্ষ ভারতীয়র মনে এক শুদ্ধ আবেগের জন্ম দেয়। সেই আবেগই এবার নতুন করে ছড়িয়ে পড়ল জম্মুর পাহাড়ি পথে, ভগবতী নগরের বাতাসে, আর অজস্র হৃদয়ের প্রার্থনায়।বাবা বুদ্ধ অমরনাথ যেন সকল যাত্রীকে রক্ষা করেন, তাঁদের যাত্রা সফল করেন, আর তাঁদের অন্তরের প্রার্থনায় আশীর্বাদ বর্ষণ করেন- এটাই এখন লক্ষ লক্ষ ভক্তের একমাত্র প্রার্থনা। নিরাপত্তা ও সহযোগিতার আশ্বাস নিয়ে শুরু হল এই তীর্থযাত্রা- যার গন্তব্য শুধু এক গুহা নয়, বরং এক আত্মিক শুদ্ধির দিকে অগ্রসর এক মহাপথ।

বিতর্কিত মন্তব্য করে বিপাকে চিদম্বরম, অনুরাগ-সহ অনেকের তোপ কংগ্রেস নেতাকে

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই ঃ পহেলগাম হামলা নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে বিপাকে প।লেন কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় পালানিয়াপ্পন চিদম্বরম। তিনি বলেছেন, পহেলগামের সন্ত্রাসীরা পাকিস্তান থেকে এসেছে তার কোনও প্রমাণ নেই। চিদম্বরমের এই মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন বিজেপি সাংসদ অনুরাগ সিং ঠাকুর। তীব্র নিন্দা করেছেন বিজেপি সাংসদ দীপক প্রকাশ প্রমুখ।বিজেপি সাংসদ অনুরাগ ঠাকুর বলেছেন, যখনই পাকিস্তান ও সন্ত্রাসের কথা আসে, তখন এমনকি পাকিস্তানও রাহুলের দখলে থাকা কংগ্রেসের মতো নিজেদের পক্ষে ততটা কথা বলে না। পাকিস্তানের পক্ষ নিতে কংগ্রেসের কী বাধ্যবাধকতা? একজন প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছ থেকে আসা এই ধরনের বক্তব্য কংগ্রেসের মানসিকতা প্রকাশ করে।দীপক প্রকাশ বলেছেন, এখন এটা স্পষ্ট যে, কংগ্রেস বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গেই আছে। ভারতের জনগণ এই ধরনের কংগ্রেস নেতা এবং দলকে কখনও ক্ষমা করবে না।

সরকার ও বিরোধী দলের উচিত একত্রে সুনির্দিষ্ট কৌশল নিয়ে কাজ করাঃমায়াবতী

লখনউ, ২৮ জুলাই ঃ‘ অপারেশন সিঁদুর’ নিয়ে ১৬ ঘণ্টার বিশেষ অধিবেশনের আয়োজন করা হয়েছে লোকসভায়। সোমবার বাদল অধিবেশনে এই বিশেষ আলোচনা হওয়ার কথা। আলোচনা হবে রাজ্যসভাতেও। তার আগে সরকার ও বিরোধী দলের কাছে বিশেষ অনুরোধ জানালেন বহুজন সমাজ পার্টির প্রধান মায়াবতী।সোমবার সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ মায়াবতী লিখেছেন, সোমবার সংসদে 'অপারেশন সিঁদুর' নিয়ে যে আলোচনা শুরু হতে চলেছে, তা শাসক দল এবং বিরোধী দলকে দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে গ্রহণ করা উচিত। সরকার এবং বিরোধী দলকে একসঙ্গে একটি সুনির্দিষ্ট কৌশল নিয়ে কাজ করা উচিত, যাতে ভবিষ্যতে মহিলাদের সিঁদুর না মুছে যায় এবং মায়েদের তাঁদের পুত্রদের হারাতে না হয়। এটাই সময়ের দাবি।

জাতীয় স্বার্থ বিরোধী মন্তব্য থেকে বিরত থাকা উচিত কংগ্রেসেরঃকিরেন রিজিজু

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই ঃ জাতীয় স্বার্থ বিরোধী মন্তব্য থেকে বিরত থাকা উচিত কংগ্রেসের। সোমবার কংগ্রেসের কাছে এই অনুরোধ জানালেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। তিনি বলেছেন, ভারতীয় জনগণের ইচ্ছেতেই প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় সেনাবাহিনীর মাধ্যমে অপারেশন সিঁদুর শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সোমবার লোকসভায় পহেলগাম সন্ত্রাসী হামলার প্রতিক্রিয়ায় অপারেশন সিঁদুর নিয়ে আলোচনা শুরু হবে। আমি বিরোধী দল, বিশেষ করে কংগ্রেসকে অনুরোধ করছি, ভারতের স্বার্থের ক্ষতি করে এমন কিছু না করার এবং পাকিস্তানের ভাষায় কথা না বলার জন্য।কিরেন রিজিজু আরও বলেছেন, আমাদের সচেতন

থাকতে হবে। আমাদের ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর মর্যাদা বজায় রাখতে হবে। কংগ্রেস এবং বিরোধী দলগুলির এমন কিছু বলা উচিত নয় যা জাতীয় স্বার্থের ক্ষতি করতে পারে। তারা ভারতের বিরুদ্ধে যা-ই কথা বলুক না কেন, পাকিস্তানিরা এবং বাইরের ভারতের শত্রুরা তা ব্যবহার করে।

ভিনরাজ্য থেকে বাংলার ২২ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিককে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ মমতার

বীরভূম, ২৮ জুলাই ঃ বাইরে আমাদের ২২ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক কাজ করেন। তাঁদের সবাইকে ফিরিয়ে আনুন এবার। সোমবার, বোলপুরের প্রশাসনিক সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘোষণা করলেন।ভিনরাজ্যে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর লাগাতার নির্যাতনের অভিযোগ উঠছে। তার প্রতিবাদে বড়সড় আন্দোলনের ডাক আগেই দিয়েছিলেন তৃণমূলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী । এবার বাঙালি ‘হেনস্তা রুখতে বড় পদক্ষেপ করলেন তিনি।মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ, দরকার নেই দালালদের সাহায্য নিয়ে বাইরে গিয়ে কাজ করার। ওঁদের উপর অত্যাচার হলে দালালরা থাকে না, পালিয়ে যায়। ওঁরা ফিরে এলে

এখানে যদি থাকার জায়গা থাকে, তাহলে তো ভালো। আর তা না থাকলে, আমরা ক্যাম্প বানিয়ে দেব। রেশন কার্ড, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড, কর্মশ্রী প্রকল্পে ওঁদের কাজের ব্যবস্থা করে দেব। ওঁদের জব কার্ড দিয়ে দেওয়া হবে বলে খবর সূত্র জানান।

শুরুতেই উত্তাল সংসদ, লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবি

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই ঃ বিহারে এসআইআর-সহ বিভিন্ন ইস্যুতে কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলের সাংসদদের তুমুল হইহট্টগোলের কারণে সোমবার শুরুতেই উত্তাল সংসদ। ব্যাপক হইচইয়ের কারণে দুপুর বারোটা পর্যন্ত লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়েছে।সোমবার বেলা এগারোটা থেকে শুরু হয় লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন। তার আগে সংসদ ভবন চত্বরে এসআইআর ইস্যুতে বিক্ষোভ দেখান ইন্ডি জোটের নেতারা। উপস্থিত ছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীও।পরে লোকসভার অধিবেশন শুরু হলেও, স্লোগান দিতে থাকেন বিরোধীরা। একই চিত্র ছিল রাজ্যসভাতেও। তুমুল হইচইয়ের জন্য লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন দুপুর বারোটা পর্যন্ত মুলতুবি করে দেওয়া হয়।

দেশে অপরিবর্তিত পেট্রোল-ডিজেলের দর

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই ঃ ভারতের তেল বিক্রয়কারী সংস্থাগুলি বিশ্ব বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামের উপর ভিত্তি করে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম নির্ধারণ করে। সোমবার দেশীয় বাজারে পেট্রোল -ডিজেলের দামের কোনও পরিবর্তন দেখা গেল না।এদিন দিল্লিতে প্রতি লিটারে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭৭ টাকা ও ডিজেলের দাম ৮৭.৬৭ টাকা। কলকাতায় প্রতি লিটারে পেট্রোলের দাম ১০৫.৪১ টাকা , ডিজেলের দাম ৯২.০২ টাকা। মুম্বইতে প্রতি লিটারে পেট্রোলের দাম ১০৩.৫০ টাকা ও ডিজেলের দাম ৯০.০৩ টাকাই বহাল রয়েছে । চেন্নাইতে প্রতি লিটারে পেট্রোলের দাম ১০০.৮২ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৯২.৪০ টাকা।

১৫ লক্ষ টাকার হেরোইন সহ দুই মহিলা গ্রেফতার বনকুমারিতে

আগরতলা, ২৮ জুলাই ঃ হেরোইন চোরাচালানে জড়িয়ে পড়েছে মহিলারাও। পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ বনকুমারি অটো স্ট্যান্ড থেকে দুই মহিলাকে হরোইন সহ গ্রেফতার করেছে। ধৃতরা হলেন রুজিনা বেগম (কাল্পনিক নাম) এবং পারভিন আখতার (কাল্পনিক নাম)। তাদের একজনের বা।ি বিশালগ। ও অন্যজনের বাড়ি মধুপুর এলাকায়। তাদের কাছ থেকে ৯৭ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার হয়েছে। যার কালোবাজারি মূল্য প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা।সোমবার পূর্ব আগরতলা থানায় সাংবাদিক সম্মেলনে এই সংবাদ

রাশিফল

মেষঃ মেষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি নতুন শক্তি এবং সাহস নিয়ে আসবে। আপনি আপনার চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হবেন। আপনার পথে আসা যে কোনও চ্যালেঞ্জ বা সিদ্ধান্ত নিতে ভয় পাবেন না। শুভ দিন।

বৃষঃআজকের বিনোদনের মধ্যে খেলাধুলো সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ এবং বাইরের অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। বিবাহের যোগ আছে।

মিথুনঃআজকের দিনটি মিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য মিশ্র ফলাফল বয়ে আনবে। আপনার মন নতুন পরিকল্পনা এবং ধারণায় পূর্ণ থাকতে পারে। আপনি সামাজিক জীবনে সক্রিয় থাকার সুযোগ পাবেন এবং আপনি আপনার বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো উপভোগ করবেন। আপনার বুদ্ধিমত্তা এবং কার্যকলাপ কর্মক্ষেত্রে আপনার জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে।

কর্কটঃআপনি আজ খুব সক্রিয় এবং চটপটে থাকবেন। আপনার স্বাস্থ্য আজ আপনাকে পুরোপুরি সমর্থন করবে। যে লোকেরা জমি কিনেছিল এবং এখন এটি বিক্রি করতে চায় তারা আজ একজন ভাল ক্রেতার কাছে আসতে পারে এবং এর জন্য খুব ভাল পরিমাণ অর্জন করতে পারে। শুভদিন হবে

সিংহঃআপনার সঙ্গীর সঙ্গে কিছু উপভোগ্য মুহূর্ত কাটানো আপনার সন্ধ্যাকে অতুলনীয় করে তুলতে পারে। এইভাবে হয়তো একসঙ্গে কিছু ভালো সময় কাটাতে পারবেন।

কন্যাঃ আপনার বেপরোয়া আচরণের ফলে স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে। অর্থহীন কিছু কাজ করার আগে আপনার আচরণের প্রতিক্রিয়া চিন্তা করুন। যদি সম্ভব হয় তাহলে আপনার মেজাজ পরিবর্তন করুন। আজ আপনার মা বা বাবার স্বাস্থ্যের জন্য আপনাকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে।

তুলাঃআজকের দিনটি তুলা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে।

বৃশ্চিকঃ স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনি যদি একটি মসৃণ জীবনযাপন করতে চান এবং জীবনযাত্রার একটি স্থিতিশীল মান বজায় রাখতে চান তবে আপনার আর্থিক সম্পর্কে আপনার আজ মনোযোগী হওয়া দরকার।

ধনুঃ ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি নতুন সাফল্য এবং আত্ম-প্রচারের দিন হবে। আপনি আপনার ভিতরে সৃজনশীলতা এবং শক্তি বৃদ্ধি অনুভব করবেন, যা আপনাকে নতুন ধারণা এবং পরিকল্পনার প্রতি আকৃষ্ট করবে।।

মকরঃ আনঃদদায়র সফর এবং সামাজিক জমায়োত আপনাকে ভারমুক্ত এবং খুশি করে রাখবে। অর্থ বিনিয়োগ এবং সঞ্চয় সম্পর্কে আপনার পরিবারের সদস্যদের সাথে আজ কথা বলতে হবে।।

কুম্ভঃ আপনার সঙ্গীর সমস্যায় মনোযোগ দেওয়া আপনাকে তার আরও কাছাকাছি এনে দিতে পারে।

মীনঃযেহেতু আপনার নিরন্তর উদ্যমের সাথে সাধারণ বুদ্ধি এবং বোধশক্তি মিলিত হয়ে আপনার সাফল্য নিশ্চিত করবে তাই আপনার ধৈর্য্য বজায় রাখুন।

আবহাওয়া

দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে ফের ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথা জানালো আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আগামী ৩১ জুলাই, বৃহঃবার পর্যন্ত দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই মর্মে বেশ কিছু জেলায় হলুদ ও কমলা সতর্কতাও জারি করা হয়েছে। আগামী কিছু দিন সমুদ্রে যেতেও মস্যজীবীদের বারণ করা হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, নিম্নচাপ অঞ্চলের প্রভাবে আবারও ভারী বৃষ্টি শুরু হতে চলেছে। মঙ্গলবারের মধ্যে উত্তর বঙ্গোপসাগরে নতুন করে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হতে পারে। এ ছাড়া, এই মুহূর্তে রাজ্যে বেশ সক্রিয় রয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। ফলে বঙ্গোপসাগর থেকে স্থলভাগে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে। এর প্রভাবে ভারী বৃষ্টিতে ভিজবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৩ ডিগ্রি বেশি। তাপমাত্রা- ৩১ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনির্ম্ন- ২৫ ডিগ্রী সেলেলিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯০ শতাংশ এবং ৬৯সর্বনিম্ন শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ০৮.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয়।জোয়ার- সকাল ০৯টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১০টা ৫৫মনিট। ভাটা- দুপুর ০২টা ৫৫মনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ০৬মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৯মিনিটে

বাংলা-বাঙালি বিতর্কে তৃণমূলকে কটাক্ষ তথাগত রায়ের

কলকাতা, ২৮ জুলাই ঃ বাংলা-বাঙালি বিতর্কে তৃণমূলকে কটাক্ষ করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।সোমবার সকালে তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, একেবারে অজ্ঞ, না কি জেনেশুনে মিথ্যাকথা বলছ বুঝতে পারছি না। উনিশশো আশির দশক থেকে বিজেপি বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশ ঠেকাবার কথা বলে আসছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল টি ভি রাজেশ্বরও এই কথা বলেছেন। কেউ কিছু করে নি। ১৯৯৯ সালে অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে এন ডি এ সরকার ক্ষমতায় আসার পরে সীমান্তে কাঁটাতার লাগাবার কাজ শুরু হয়। ইতিমধ্যে রোহিঙ্গা আর বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশকারীতে দেশ ভরে গেছে।

ফেক ওয়েবসাইট তৈরি করে প্রতারণার অভিযোগে মাস্টারমাইন্ডকে গ্রেপ্তার

বনস্পতি দে, কামারকুণ্ডু, ২৮ জুলাই ঃ গোটা দেশ ও রাজ্য জুড়ে ফেক ওয়েবসাইট তৈরি করে প্রতারণার অভিযোগে মাস্টারমাইন্ড মহম্মদ আফসারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতের বাড়ি পাণ্ডুয়া থানার শেখ পুকুর বালিখাদে। কামারকুণ্ডুতে পুলিশ কর্তারা সাংবাদিক বৈঠক করেন। নামী কোম্পানির নকল ওয়েবসাইট তৈরি করে, অনলাইনে কোনকাটার নামে প্রতারণার ফাঁদ ও এপিকে ফাইল ডাউনলোড করিয়ে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা হাতানোর বড়সড় প্রতারণা চক্রের কিনারা করল হুগলি গ্রামীণ পুলিশের সাইবার ক্রাইম শাখা। সেখানে ছিলেন হুগলির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) কল্যাণ সরকার, ডিএসপি ক্রাইম অভিজি সিনহা মহাপাত্র, আইসি সাইবার ক্রাইম কৌশিক সরকার, পাণ্ডুয়া থানার ওসি পলাশ বিশ্বাস এবং উজ্জ্বল বিশ্বাস। পুলিশ কর্তারা বলেন, নামী কোম্পানির অনলাইন সংস্থার ফেক ওয়েবসাইট ও আইডি তৈরি করে সাধারণমানুষকে বিজ্ঞাপন দিত প্রতারকরা। নকল ওয়েবসাইটে সাধারণ মানুষ পণ্য কেনার পরে ক্যাশ অন ডেলিভারির বিকল্প থাকত না। বাধ্য হয়ে ক্রেতারা ব্যাঙ্কের ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ডের তথ্য দিয়ে পণ্য কেনার অর্ডার দিতেন। সেই সুযোগে ক্রেতার ব্যাঙ্কের তথ্য হাতিয়ে, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা লোপাট করে দিত। আবার প্রতারণাচক্রের লোকজন ফোন করে সাধারন মানুষকে এপিকে ফাইল ডাউনলোড করার কথা বলতেন। সেই কথা শুনে যে বা যাঁরা এপিকে ফাইল ডাউনলোড করতেন, তাঁরা প্রতারণার শিকার হতেন।

এ ছাড়া, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে দামি মোবাইল ও অন্যান্য সামগ্রী কিনে, সেগুলি বিক্রিও করত এরা। সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত প্রতারণাচক্রের বিরুদ্ধে যা অভিযোগ, তাতে প্রতারণার পরিমাণ প্রায় ৪০ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা ছাপিয়ে গিয়েছে। ধৃতদের কাছ থেকে নামী কোম্পানির তিনটি নতুন মোবাইল ফোন, একগুচ্ছ সিমকার্ড, লক্ষাধিক টাকার ডিড ও নগদ ৫০ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। তবে পুলিশ জানিয়েছে, এই চক্রের পিছনে আরও বেশ কয়েকজন রয়েছে। তাদের সন্ধান চলছে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কল্যাণ সরকার বলেন, ' মাসের ১৬ তারিখে আমরা খবর পাই, পাণ্ডুয়া থানার সামন্ত রোডের একটি বাড়িতে সন্দেহজনক কাজ হচ্ছে। পুলিশ সেখানে অভিযান চালিয়ে একাধিক মোবাইল ও সিমকার্ড উদ্ধার করে ও অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। আদালতের নির্দেশে পুলিশি হেফাজতে নিয়ে প্রতারণাচক্রের কিনারা করে পুলিশ।

শেয়ার ব্যবসায় সর্বস্ব খুইয়ে বাঁশদ্রোণীতে 'গলায় দড়ি' যুবকের!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জুলাই ঃ বন্ধ ফ্ল্যাট থেকে বাঁশদ্রোণীতে উদ্ধার যুবকের পচাগলা দেহ। প্রতিবেশীরা দুর্গন্ধ পাওয়ার পর পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। জানা গিয়েছে, শেয়ারে টাকা বিনিয়োগ করে সেভাবে লাভ পাননি। প্রায় নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিলেন। সে কারণে মানসিক অবসাদে চরম সিদ্ধান্ত বলেই মনে করা হচ্ছে। নিহত সুব্রত দে। শেয়ার ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত তিনি। দু-তিনমাস আগে বাঁশদ্রোণীর নিরঞ্জন পল্লিতে একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নেন। তিনি আদতে আসানসোলের বাসিন্দা। বাঁশদ্রোণীর ফ্ল্যাটে একাই থাকতেন। প্রতিবেশীরা জানান, কারও সঙ্গে সেভাবে কথাবার্তা বলতেন না। ফ্ল্যাট থেকে কেবল ঢোকা-বেরোনোর সময় দেখা যেত সুব্রতকে। গত দু'দিন ধরে ফ্ল্যাটটি বন্ধ ছিল। বৃহস্পতিবার থেকে দুর্গন্ধ পাচ্ছিলেন স্থানীয়রা। শনিবার তা প্রায় অসহ্য হয়ে ওঠে। খবর দেওয়া হয় থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। দরজা ধাক্কা দিয়ে কেউ তা খোলে না। বাধ্য হয়ে দরজা ভাঙা হয়। ভিতরে ঢুকে তাজ্জব হয়ে যান পুলিশকর্মীরা। তাঁরা দেখেন গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছেন ওই যুবক। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। জানা গিয়েছে, যুবক শেয়ার বাজারে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করেছিলেন।

আলিপুরে জিরাফ পরিবারে এল নয়া সদস্য,নবজাতকের বয়স মাত্র ১১দিন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জুলাই ঃ পশুপাখির সংখ্যা নিয়ে গরমিলের অভিযোগ ঘিরে আলিপুর চিড়িয়াখানা নিয়ে জোর চর্চা চলছে। এই আবহেই খুশির খবর এল চিড়িয়াখানায়। জিরাফের পরিবারে এল নতুন সদস্য। সাবিত্রী ও মঙ্গলের হয়েছে ফুটফুটে একটি সন্তান। নবজাতকের বয়স মাত্র ১১দিন। এই নিয়ে আলিপুরে জিরাফের সংখ্যা বেড়ে হল দশ। কেন্দ্রীয় জু অথরিটি শুমারে এসে আলিপুর চিড়িয়াখানা নয়া অতিথির তথ্যও নিয়ে গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত নয়া সদস্যকে দর্শকদের সামনে নিয়ে আসা হয়নি। তার দর্শন পেতে আরও কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হবে। আলিপুর চিড়িয়াখানা সূত্রে খবর, জিরাফ শাবক স্ত্রী না পুরুষ, তা এখনও চিহ্নিত করা যায়নি। সেটা আর কয়েকদিন পর জানা যাবে। তবে মা ও নবজাতক দু'জনে সুস্থ রয়েছে। আলিপুরে প্রাণী চিকিৎসকরা তাদের স্বাস্থের উপর নজর রাখছে। এর আগে গত ফেব্রুয়ারি মাসে আরও একটি জিরাফে কন্যাশাবক হয়েছিল। তার নাম দেওয়া হয়েছিল আশা। তারও বাবা ছিল মঙ্গল। কিন্তু আশাকে বাঁচানো যায়নি। জন্মের কয়েকদিন পর সে মারা যায়।জিরাফ শাবকের মৃত্যু কারণ ছিল মায়ের দুধ না পাওয়া। আশাকে বাঁচাতে কম চেষ্টা করেনি চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ। জন্মের পর মা বাচ্চাকে দুধ দিত না। দুধ খেতে মায়ের কাছে গেলে লাথি

মারত। চিড়িয়াখানার কর্মীরা ছোট্ট শাবককে ফিডিং বোতলে করে দুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মায়ের দুধ ছাড়া সে বাইরের দুধ মুখে তুলতে চায়নি। দিনের পর দিন মাতৃদুধ না পেয়ে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। আশার আলো নিভে যাওয়ায় জিরাফের পরিবারে যেন শোকের ছায়া নেমে আসে। এদিকে আশার মা যখন অন্ত ঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছিল তখন মঙ্গল সাবিত্রীর সঙ্গে থাকছিল। এখন নবজাতককে নিয়ে সাবিত্রী এক ঘরে রয়েছে। বাবা মঙ্গলকে কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছে না। তবে মা ও সন্তানের খুনসুটি দেখতে মাঝে মাঝে দরজার ফাঁকে লম্বা গলা দিয়ে উঁকি মারছে মঙ্গল।আলিপুর চিড়িয়াখানায় পশুপাখিদের হিসাবে বিস্তর গরমিল পাওয়া গিয়েছে বলে স্বজন নামে এক সংগঠন অভিযোগ তুলে হাই কোর্টে মামলা রুজু করেছে। গরমিলের অভিযোগ উঠতে কেন্দ্রীয় জু অথিরিটির একটি দল আলিপুর চিড়িয়াখানায় শুমার করে গিয়েছে। এরই মধ্যে খুশির খবর এল চিড়িয়াখানায়। জিরাফ সাবকের জন্ম হতেই বাড়ল পশুর সংখ্যাও। এখন দেখা যাক গরমিলের হিসাব কি পাওয়া যায়।

অসাধারণ গল্পে আর অভিনয়ে জমে গেল 'বৃষ্টি নামবে বলে'

প্রণব হাজরাঃ বর্তমানে জেলার নাট্য দলগুলো বহু ঘাত প্রতিঘাত ও অর্থনৈতিক কষ্টের মধ্যেও প্রসংশিত নাটক মঞ্চস্থ করছে।এরকমই হাওড়ার এক সুপরিচিত নাট্যদল হাওড়া নাট্যজন তাদের নতুন নাটক রাজা গুহ রচিত বৃষ্টি নামবে বলে নাটকটি অজয় সাউ এর সুনিপুণ নির্দেশনায় হাওড়ায় ভোলা গিরি কলামন্দির মঞ্চে সম্প্রতি প্রথম সন্ধ্যা অভিনীত হলো।এক কথায় বলা যায় বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন একটি নাট্য প্রযোজনা,যা দর্শক হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েযছে দৃঢ়তার সঙ্গে।সীমান্তরক্ষী অভিজিৎ সিং এর হঠাৎ১ উধাও হয়ে যাওয়া ও তার স্ত্রী পাপড়ি জীবনে পরিবর্তন একসময়ের সহপাঠী, ছাত্র ইউনিয়নের নেতা ও জনপ্রিয় কুস্তিগীর সুপ্রভাত কে বিয়ে সন্তান জন্ম সবকিছু যেন নদীর স্রোতের মতো ভেসে যাওয়া একটা জীবনের মোড়। কিন্তু গল্পতো থেমে থাকে না পুনরায় ঃ আভজিৎ সিং এর ফিরে আসা এবং সুপ্রভাতকে ছেড়ে পাপড়ির ফিরে আসা এবং সন্তানের পিতৃ পরিচয় এবং তার সত্যতা নিশ্চিত করার মধ্যে দিয়ে এক মর্মস্পর্শী কাহিনী। সুপ্রভাত আর

পাপড়ির ভালোবাসার ফসল সুনন্দ চলে যাবে বায়ুসেনা তে যোগ দিতে এই মুহূর্তে সে জানতে পারল তার জন্মদাতা সুপ্রভাত,তাই সুনন্দ প্রথম স্যালুট তাকে দিতে চায়।পাপড়ির চরিত্রে এক নিঃশব্দ ব্যাথা,যন্ত্রণা , লজ্জা, ত্যাগ যার পরতে পরতে ধরা পড়েছে মৌসুমী সাউ এর অভিনয়ে। প্রতিটি শরীরী ভাষা, সংলাপের দৃঢ়তা এ নাটকে প্রতিটি মূহূর্তে ছাপ ফেলেছেন সুপ্রভাত এর চরিত্রে ড. বাসুদেব ভট্টাচার্য।আর সুনন্দ যেন এই সময়ের প্রতিচ্ছবি, তার সাবলীল অভিনয় যেন নির্দেশকের সঠিক নির্বাচন।সামন্য কয়েকটি চেয়ার টেবিল সাজিয়ে মঞ্চটিকে একটি সুন্দর ড্রইংরুমে পরিনত করেছেন মঞ্চ নির্মাতা বিপ্লব মন্ডল। নাটকের প্রতিটি বিশেষ বিশেষ মূহূর্ত বিশেষ বিশেষ সময় কে আলোর সাহায্যে বুঝিয়ে দিযেছেন সুশান্ত বাগ।আর তিনটি চরিত্রকে তাঁর তুলির টানে জীবন্ত করে তুলেছিলেন রূপসজ্জা শিল্পী মহঃ সাবির। নাটকের আবহ নির্মাণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যা পরিচালক স্বয়ং নিজের হাতেই করেছেন।আবহে সেতার, সরোদ,এসরাজের বিভিন্ন রাগ এবং কবিগুরুর দুটি গান যেভাবে ব্যবহার করেছেন তা সত্যিই প্রসংশার যোগ্য।সব মিলিয়ে এই প্রযোজনা দর্শক মনে এক দীর্ঘ মেয়াদী ছায়া ফেলবে।

মহাশ্বেতা দেবীকে শ্রদ্ধা সুকান্ত মজুমদারের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জুলাই ঃ বিশিষ্ট সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবীর তিরোধান দিবসে জানাই আমার বিনম্র শ্রদ্ধা ও প্রণাম। এভাবে মহাশ্বেতা দেবীকে শ্রদ্ধা জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। সোমবার এক্সবার্তায় সুকান্তবাবু লিখেছেন, বাংলা সাহিত্য ও সমাজচেতনায় তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়। সাহিত্য একাডেমি, জ্ঞানপীঠ, র‍্যামন ম্যাগসাইসাই-সহ বহু সম্মানে ভূষিত এই মহান সাহিত্যিককে ভারত সরকার পদ্মশ্রী ও পদ্মবিভূষণ প্রদান করে সম্মানিত করেছিল। তাঁর লেখনী যেমন শোষিত-নিপীড়িত মানুষের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছে, তেমনই সমাজ পরিবর্তনের প্রেরণাও জুগিয়েছে।

সুন্দরবনকে বাঁচাতে ম্যানগ্রোভ গাছের চারা রোপন

দুরন্ত বার্তা,সুন্দরবন, ২৮ জুলাই ঃ সুন্দরবনের বনাঞ্চলকে বাঁচাতে ম্যানগ্রোভ বসানোর দরকার। আর এই ম্যানগ্রোভ সুন্দরবনের অন্যতম চাবিকাঠি। নোনা মাটি আর নোনা জলে জঙ্গলে ঘেরা বৃহত্তম বদ্বীপ সুন্দরবন। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত ব্লক বাসন্তীর ঝড়খালি। এই অঞ্চলে বাসিন্দাদের একাধিকবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হতে হয়েছে। এছাড়া ভৌগলিক অবস্থার কারণে সুন্দরবনের বিভিন্ন দিকগুলোতে প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হতে হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে অরণ্য কমে যাওয়া ম্যানগ্রোভ কেটে ফেলা সুন্দরবনকে শেষ করে দিচ্ছে। তাই সু ন্দরবনকে বাঁচাতে বেশি করে ম্যানগ্রোভ লাগানোর প্রয়োজন আছে। আর তাই গ্রামের মেয়েদেরকে নিয়ে গাছ লাগানোর কর্মসূচি গ্রহণ করলো সু ন্দরবনের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। তাদের উদ্যোগে বাসন্তী ব্লকের ঝড়খালি অঞ্চলের কয়েকশো বিভিন্ন প্রজাতির চারা রোপন করা হয় ঝড়খালি তিন নম্বর বিদ্যাসাগর পল্লীর বিদ্যাধরী নদীর বাঁধ এলাকায়। এ ব্যাপারে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার এক সদস্য বলেন,পৃথিবীর অন্যতম জীববৈচিত্রের আধার হলো সু ন্দরবন। আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব সুন্দরবনকে বাঁচানো। সুন্দরবনের সবুজায়ন আগামী প্রজন্মকে সুস্থ রাখার জন্য পাথেয়।আর এই ধরনের কর্মসূচি সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় আমরা করে থাকি। আমরা চাই সাধারণ মানুষও এগিয়ে আসুক। সুন্দরবন এলাকায় ম্যানগ্রোভ লাগিয়ে সুন্দরবনের বনাঞ্চলকে বাঁচানোর জন্য সহযোগিতা করুক। সুন্দরবন বাঁচলে আমরা বাঁচবো।

ধর্ষণে অভিযুক্তকে নিয়ে পুলিশ পুনর্নির্মাণে যেতেই অশান্তি, উত্তপ্ত বাঁশদ্রোণী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ জুলাই ঃ নিজের কিশোরী মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল বাবাকে। ধৃতকে এদিন ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য এলাকায় নিয়ে যেতেই শুরু হয় বিক্ষোভ। স্থানীয় লোকজন ও পরিবারের সদস্যরা ওই ব্যক্তিকে দেখে রাস্তায় নামেন। দ্রুত শাস্তির দাবি তোলা হয়। অভিযুক্তকে তাঁদের হাতে তুলে দেওয়ার দাবিও তোলা হয়! এই ঘটনায় রীতিমতো উত্তেজনা ছড়ায় দক্ষিণ কলকাতার বাঁশদ্রোণী এলাকায়। ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তারের ঘটনাটি দিন কয়েক আগের। জানা গিয়েছে, বাঁশদ্রোণীর বিদ্যাসাগর এলাকার বাসিন্দা বাপ্পা সাহার বিরুদ্ধে নিজের কিশোরী মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ, বেশ কয়েক দিন ধরেই ওই নাবালিকাকে ধর্ষণ করা হচ্ছিল। অভিযোগের ভিত্তিতে বাঁশদ্রোণী থানার পুলিশ ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ হেফাজতেই এই মুহূর্তে রয়েছে অভিযুক্ত। আজ, শনিবার ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য বিদ্যাসাগর এলাকার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এদিন অভিযুক্তকে দেখেই এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ দানা বাঁধে। রাস্তায় নেমে শুরু হয় বিক্ষোভ। অভিযুক্তদের দ্রুত শাস্তির দাবিতে সরব হন স্থানীয়রা ও পরিবারের লোকজন। অভিযুক্তকে তাঁদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য দাবি জানায় বিক্ষোভকারীদের একাংশ। রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ চলে। পুলিশ বিক্ষোভকারীদের এলাকা থেকে সরানোর চেষ্টা করলে নতুন করে উত্তেজনা বাড়ে বলে অভিযোগ। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের কথা কাটাকাটি, ধাক্কাধাক্কিও হয় বলে অভিযোগ। এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে পৌঁছয়। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ।

NOTICE

(1) Shankar Nath Mondal (2) Shibnath Mondal both S/o Late Brajendra Nath Mondal (3) Lipika Mondal W/o Late Netai Mondal (4) Kashi Nath Mondal S/o Late Brajendra Nath Mondal (5) Gita Mondal W/o Late Shambhu Nath Mondal (6) Rina Bhangi D/o Late Brajendra Nath Mondal, had appointed, M.Vijaylaxmi Rao W/o M.Mohan Rao as POWER OF ATTORNEY to sell out 66 cottahs of land over the R.S Plot No.5935,5936,5937,593885944 with R.S.Khatian No 461,592& 827 and L.R.Plot No. 22226,22227,22228,22229,22236 also having LR Khatian No.2790, 2791, 4679, 4728, 10796, 18859, 11031, 11032, 21306, 21307, 21409, 21761, 21655, 22291, 22292, 22293 & 24898 in Mouza Bally, J.L No 14 vide Registered Deed No-003050 Volume no-12 Book No- I Page No 57-80 Dated 04.04.2023 at ADSR Howrah. If there is any objection kindly contact to (The BI&LRO) Bally Jagacha, Howrah, Belur Bazar, Howrah-711202 within 30 days from the date of advertisement.

ডুরোপ্লাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

নিবন্ধিত অফিস ঃ ৯ পার্সি চার্চ স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১
ফোন নম্বরঃ (০৩৩) ২২৬৫ ২২৭৪ **ফ্যাক্স নম্বরঃ**(০৩৩) ২২৪৯ ৩৬৭৫৬
ই-মেইলঃ corp@duroply.com ওয়েবসাইটঃwww.duroply.in
CIN: L20211WB1957PLCO23493

৬৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, ডুরোপ্লাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (কোম্পানি) এর সদস্যদের ৬৮-তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) **২২শে আগস্ট, ২০২৫ তারিখ শুক্রবার সকাল ১১.০০ টা (১এসটি)** ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) অথবা অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম) এর মাধ্যমে ৬৮-তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনার জন্য অনুষ্ঠিত হবে।কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা সার্কুলার অনুসারে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন সহ ৬৮-তম বার্ষিক সাধারণ সভার আহ্বানের নোটিশ, ২৬শে জুলাই, ২০২৫ তারিখে কেবলমাত্র সেইসব সদস্যদের কাছে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) অর্থাৎ মেসার্সের সাথে নিবন্ধিত। মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড এবং শুক্রবার, ১৮ জুলাই, ২০২৫ তারিখের হিসাবে কোম্পানির হোল্ডিং ইক্যুইটি শেয়ার।২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন সহ বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.duroply.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট www.bseindia.com-এ পাওয়া যাবে। অধিকন্তু, বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি ই-ভোটিং এজেন্সি - সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর ওয়েবসাইট www.evotingindia.com-এও পাওয়া যাবে।
সেবি(তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫, ('সেবি তালিকাভুক্তি নিয়ন্ত্রণ') এর ৩৬(১)(খ) প্রবিধান অনুসারে, বার্ষিক প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ বিবরণ উপলব্ধ থাকা অবস্থায়, সঠিক পথ সহ ওয়েব-লিঙ্ক উল্লেখ করে চিঠিটি সেই সদস্যদের কাছে পাঠানো হয় যারা কোম্পানি ডিপোজিটরি রেজিস্ট্রার এবং কোম্পানির শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের সাথে তাদের ইমেল ঠিকানা (গুলি) নিবন্ধিত করেননি।
সদস্যদের এতদ্বারা আরও জানানো হচ্ছে যেঃ
১. আইনের ধারা ১০৮, যা কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪ (সংশোধিত) এর নিয়ম ২০ এর সাথে পঠিত এবং তালিকাভুক্ত সংস্থাগুলির দ্বারা প্রদত্ত ই-ভোটিং সুবিধা সম্পর্কিত ৯ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের সেবি সার্কুলার নং SEBIHOCFDCMD-CIRP2020242 এর সাথে পঠিত তালিকাভুক্তি বিধির ৪৪ ধারা অনুসারে, কোম্পানি বার্ষিক সাধারণ সভায় লেনদেন করা ব্যবসার ক্ষেত্রে CDSL এর মাধ্যমে তার সদস্যদের ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত।
২. নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসাগুলি কেবল ই-ভোটিং এর মাধ্যমে লেনদেন করা হবে। ১৫ আগস্ট, ২০২৫ তারিখ শুক্রবার, শেষ তারিখ হিসাবে ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষিত সদস্যদের নিবন্ধনে বা সুবিধাভোগী মালিকদের নিবন্ধনে যাদের নাম প্রদর্শিত হবে, তারা ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবেন। কোনও সদস্য একবার রেজুলেশন(গুলি) এর উপর ভোট দিলে, পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করা যাবে না। রিমোট ই-ভোটিং মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট, ২০২৫ (সকাল ৯.০০ টা) থেকে শুরু হবে এবং বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট, ২০২৫ (বিকাল ৫.০০ টা) পর্যন্ত শেষ হবে। এরপর, রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি সিডিএসএল কর্তৃক ২১ আগস্ট, ২০২৫ সন্ধ্যা ৫.০০ টায় নিষ্ক্রিয় করা হবে। যে ব্যক্তি কাট-অফ তারিখে, অর্থাৎ শুক্রবার, ১৫ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে সদস্য নন, তিনি কেবল তথ্যের উদ্দেশ্যে নোটিশটি বিবেচনা করবেন।
৩. বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যরা, যারা রিমোট ই-ভোটিং পদ্ধতিতে ভোট দেননি, তারা www.evotingindia.com এর মাধ্যমে ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যরা ভিসি বা OAVM এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন কিন্তু বার্ষিক সাধারণ সভায় পুনরায় ভোট দিতে পারবেন না।
৪. বার্ষিক সাধারণ সভায় নোটিশ পাঠানোর পর, অর্থাৎ **১৫ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে,** কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার অর্জনকারী এবং সদস্য হওয়ার পর, যে কোনও ব্যক্তি, যারা শেয়ার ধারণ করেন, তারা **helpdesk.evoting@cdslindia.com** ঠিকানায় অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়ার বিস্তারিত পদ্ধতি বার্ষিক সাধারণ সভায় উল্লেখ করা হয়েছে। তবে, যারা ইতিমধ্যেই সিডিএসএল-এ রিমোট ই-ভোটিং পদ্ধতির জন্য নিবন্ধিত, তারা ই-ভোটিং পদ্ধতির জন্য তাদের বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন।
৫. বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, আপনি www.evotingindia.com-এ উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়ালটি সাহায্য বিভাগের অধীনে দেখতে পারেন অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ একটি ইমেল লিখতে পারেন অথবা ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩ নম্বরে কল করতে পারেন। ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধার সাথে সম্পর্কিত সমস্ত অভিযোগ মিঃ রাকেশ ডালভি, ম্যানেজার, (CDSL) সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড, এ উইং, ২৫তম তলা, ম্যারাথন ফিউচারেক্স, মাফতলাল মিল কম্পাউন্ডস, এন এম জোশী মার্গ, লোয়ার পারে! (পূর্ব), মুম্বাই-৪০০০১৩-এর কাছে পাঠাতে পারেন অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ একটি ইমেল পাঠাতে পারেন অথবা ১৮০০ ২২ ৫৫ ৩৩ নম্বরে কল করতে পারেন।

স্থানঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ২৮ জুলাই, ২০২৫

ডুরোপ্লাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের জন্য
সাক্ষর /-(কোমল ধ্রুব) কোম্পানি সচিব

শক্তি দক্ষ, অত্যন্ত পরিবাহী অ্যালুমিনিয়াম তৃতীয় রেল দিয়ে ইস্পাত তৃতীয় রেল প্রতিস্থাপনের প্রথম ধাপ সম্পন্ন

কলকাতা, ২৮ জুলাই ঃ উন্নত অগ্রগতির জন্য মেট্রো রেলওয়ে তার সম্পদ তৈরি করছে। এই পরিবর্তনের প্রভাব বাণিজ্যিক মেট্রো পরিষেবার উপর ব্যাপকভাবে পড়বে। ৩৮ বছরের ব্যবধানের পর, উত্তর-দক্ষিণ মেট্রো (ব্লু লাইন) -এ ইস্পাত-নির্মিত কারেন্ট পরিবাহী তৃতীয় রেল অ্যালুমিনিয়াম তৃতীয় রেল দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এই পরিবর্তনের ফলে ৮৪ শক্তি ক্ষতি হ্রাস পাবে যা প্রতি কিলোমিটার রুটে ১ কোটি টাকা বছর। মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা এখন সিঙ্গাপুর, লন্ডন, মস্কো, বার্লিন, মিউনিখ এবং ইস্তাম্বুল মেট্রোর লিগের অন্তর্ভুক্ত যেখানে তৃতীয় রেলের এই ধরনের প্রতিস্থাপন কাজ ইতিমধ্যেই করা হয়েছে এবং সেখানে মেট্রো পরিষেবাগুলি সুচারুভাবে চলছে।গিরিশ পার্ক ওয়াই-সাইডিং এবং ময়দান স্টেশন এবং ওয়াই-সাইডিং-এ উচ্চ পরিবাহী অ্যালুমিনিয়াম তৃতীয় রেল দিয়ে প্রতিস্থাপনের কাজ কয়েক মাস আগে শুরু হয়েছিল। প্রধান উপাদান, অর্থাৎ অত্যন্ত পরিবাহী অ্যালুমিনিয়াম তৃতীয় রেলটি জার্মানির হামবুর্গ বন্দর থেকে সমুদ্র পরিবহনের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছিল। প্রথম চালানের উপকরণ ২০২৪ সালের জুলাই মাসে কলকাতা বন্দরে পৌঁছেছিল। মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা ২০২৪-২০২৬ সালে ৩৫ কিলোমিটার দীর্ঘ অ্যালুমিনিয়াম তৃতীয় রেল চালু করার পরিকল্পনা করেছে। ১৯.৬ কিলোমিটারের প্রথম ধাপের কাজটি দৈনিক কার্যক্রমকে প্রভাবিত না করে রাতের অ-বাণিজ্যিক সময়ে সম্পন্ন হয়েছে।এই অত্যন্ত পরিবাহী অ্যালুমিনিয়াম তৃতীয় রেলটি এর উচ্চতর বৈদ্যুতিক পরিবাহিতার কারণে সিস্টেম ভোল্টেজ ড্রপ এবং পরবর্তী শক্তি ক্ষতি হ্রাস করার ক্ষমতা রাখে। তৃতীয় রেলে এই কম ভোল্টেজ ড্রপ চলমান মেট্রোগুলিতে দ্রুত ত্বরণ অর্জনে সহায়তা করবে। ফলস্বরূপ, একটি ট্রিপ সম্পন্ন করতে কম সময় লাগবে এবং ফলস্বরূপ মেট্রো পিক আওয়ারে কম বিরতিতে পরিষেবা চালানোর ক্ষমতা অর্জন করবে। এটি মেট্রো পরিচালনার দক্ষতার উন্নতি করবে। এই নতুন ব্যবস্থায়, প্রচুর পরিমাণে শক্তি সাশ্রয় হবে যা মেট্রোকে তার পরিচালনা খরচ কমাতে সহায়তা করবে।

ফলস্বরূপ, এই তৃতীয় রেল প্রতিস্থাপনের সম্পূর্ণ খরচ তিন বছরের মধ্যে আদায় করা সম্ভব হবে। এছাড়াও, অ্যালুমিনিয়াম তৃতীয় রেল তার জীবদ্দশায় ৫০০০০ টন কার্বন নির্গমন কমাবে।২৬.০৭.২০২৫ রাতের মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা মহানায়ক উত্তম কুমার স্টেশন এলাকায় মেইন লাইনে স্টিলের তৃতীয় রেল প্রতিস্থাপন করেছে। প্রথম ধাপে, শ্যামবাজার থেকে মহানায়ক উত্তম কুমার ডিএন লাইন এবং শ্যামবাজার থেকে পার্ক স্ট্রিট ইউপি লাইনে এই প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। দ্বিতীয় ধাপে, পার্ক স্ট্রিট থেকে মহানায়ক উত্তম কুমার ইউপি লাইন এবং শ্যামবাজার থেকে দমদম ইউপি এবং ডিএন লাইন প্রতিস্থাপন করা হবে। দ্বিতীয় ধাপের কাজ ইতিমধ্যেই বাস্তবায়নাধীন। দ্বিতীয় ধাপের কাজ ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের আগে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তৃতীয় ধাপে, মহানায়ক উত্তম কুমার থেকে কবি সুভাষ স্টেশনের মধ্যে প্রতিস্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। তৃতীয় ধাপের কাজ ইতিমধ্যেই রেলওয়ে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।মেইন লাইনের প্রধান চ্যালেঞ্জ ছিল রেল পরিবর্তন করে সারিবদ্ধকরণ, উচ্চতা এবং দূরত্ব নিখুঁতভাবে বজায় রাখা এবং অ-বাণিজ্যিক সময়ের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন করা। এর আগে গিরিশ পার্ক এবং ময়দান সাইডিংয়ে উচ্চ পরিবাহী অ্যালুমিনিয়াম তৃতীয় রেল দিয়ে স্টিল তৃতীয় রেল প্রতিস্থাপনের কাজ যথাক্রমে ০৭.০৯.২০২৪ এবং ১৫.০৯.২০২৪ তারিখে সম্পন্ন হয়েছিল। প্রতিস্থাপনের কাজের পরে, একটি ব্যাটারি চালিত লোকোমোটিভ একাধিকবার চালানো হয়েছিল যাতে স্থাপিত তৃতীয় রেলের উপর দিয়ে মসৃণ থার্ড রেল কারেন্ট কালেক্টর চলাচল নিশ্চিত করা যায়। গিরিস পার্ক ওয়াই-সাইডিং, ময়দান ওয়াই-সাইডিং এবং সেন্ট্রাল মেইন লাইনে সংগৃহীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, মেইন লাইন প্রতিস্থাপন সম্পন্ন হয়।স্টিল তৃতীয় রেল প্রতিস্থাপনের কাজ ২০২৩-২৪ সালে রেলওয়ে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে একটি জার্মান কোম্পানিকে কাজটি প্রদান করা হয়। বিস্তারিত প্রকৌশল, যন্ত্রাংশ তৈরি এবং স্থান প্রস্তুতি পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করা হয়েছিল। মেট্রো রেলওয়ে ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররক্ষণাবেক্ষণ শ্রী সুমিত কায়াল এবং সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার শ্রী অভিষেক ভার্মার নেতৃত্বে কর্মী এবং তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করে। রবিবার সকালে বাণিজ্যিক পরিষেবার আগে কাজটি সম্পন্ন হয়। গত এক বছর ধরে প্রতিদিন ১৫০-২০০ শ্রমিক কাজ করেছেন যাতে বাণিজ্যিক পরিষেবা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।প্রতিস্থাপনের কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং পরিশ্রমসাধ্য ছিল কারণ প্রতিদিনের কাজ শেষ করতে বিলম্ব হলে সকালে যানজট হতে পারে। তাই, সমস্ত পদক্ষেপগুলি সমালোচনামূলকভাবে পর্যবেক্ষণ করা হত এবং মিনিট থেকে মিনিট বিস্তারিত পরিকল্পনা, ব্যাক-আপ পরিকল্পনা এবং ফল-ব্যাক কৌশল অনুসরণ করে কাজটি সম্পন্ন করা হত। প্রথমে, বাজারে উপলব্ধ সেরা উপাদান (কোনও ভেজাল এবং মানের আপস এড়াতে M65 প্রি-মিক্স কংক্রিট) দিয়ে উপযুক্ত উচ্চতার নতুন পেডেস্টাল তৈরি করা হত। তারপরে থার্ড রেলের উপাদান এবং কাফন বোর্ডের মতো সমস্ত উপকরণ সাইটে আনা হত এবং নিরাপদ স্থানে রাখা হত। নির্মাণের দিন, বিদ্যমান স্টিলের রেলগুলি চিহ্নিত স্থানে কেটে ভেঙে ফেলা হত। তারপরে নতুন জিআরপি (গ্লাস রিইনফোর্সড প্লাস্টিক) ইনসুলেটরগুলি পেডেস্টালগুলিতে স্থাপন করা হত। তারপরে নতুন উচ্চ পরিবাহী অ্যালুমিনিয়াম থার্ড রেলটি উচ্চতা এবং দূরত্ব সামঞ্জস্য করে এবং তারের সাথে বিদ্যমান পাওয়ার সাপ্লাই সিস্টেমের মধ্যে আন্তঃসংযোগ স্থাপনকারী ইনসুলেটরের উপর স্থাপন করা হত।

কাকাকে খুনের অভিযোগে ভাইপোকে গ্রেফতার

বনস্পতি দে, খানাকুল,২৮ জুলা ঃ পারিবারিক অশান্তির জের, কাকাকে খুনের অভিযোগে ভাইপোকে গ্রেফতার করে আদালতে তুলল পুলিশ। দীর্ঘদিন ধরে পরিবারে অশান্তি চলছিল। তবে তার জন্য যে এমন ঘটনা ঘটতে পারে কে বলবে! ঘটনা খানাকুলের ধাড়াশিমুল গ্রামে। পুলিশ জানিয়েছে,মৃত কাকার নাম অভিজি ছড়ি। অভিযোগের আঙুল মৃতের ভাইপো তথা প্রতিবেশী বিকাশ ছড়ির বিরুদ্ধে। অভিযোগের ভিত্তিতে খানাকুল পুলিশ শনিবার গভীর রাতে ধাড়াশিমুল গ্রাম থেকেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। এরপর অভিযুক্তকে পাঠানো হয় আরামবাগ মহকুমা আদালতে। মৃতের পরিবার ও পুলিশসুত্রে জানা গিয়েছে,পারিবারিক বিষয় নিয়ে কাকা ভাইপোর মধ্যে এর আগেও প্রায়শই ঝামেলা চলত। গত শনিবার দুপুরে দুজনে এলাকায় জমিতে কাজ করার সময়েও তাদের মধ্যে ঝামেলা হয়েছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে। এরপর অভিজিৎ বাড়ি চলে এলেও অভিযুক্ত ভাইপো সন্ধ্যা নাগাদ মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফিরে ফের অশান্তি শুরু করে।

MUTHOOT FINCORP LTD. | সোণা নিলাম সূচনা

Regd. Office: Muthoot Centre, TC No 27/3022, Punnen Road, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695001.
CIN : U65929KL1997PLC011518, Ph: +91 471 4911400, 2331427

এতদ্বারা সবাইকে সূচনা দেয়া হচ্ছে যে up to 30.09.2024 & MSGL, SPL 16, One Plus, Guide prepaid, Super value, ADGL and all other 6 months tenure gold loans upto 31.12.2024 and MSGB, SME Suvarna & EMI due upto 30.06.2025. Also those gold loans where interest is due and not paid up to 30.06.2025 are also included in this auction পর্যন্ত নিম্নোক্ত শাখাগুলিতে যেগুলি সোণা বন্ধক স্বরূপ জমা ছিল যাদের দায়মোচনের জন্যে পরিশোধ করার অন্তিম তারিখ পার হয়ে গেছে এবং বারংবার সূচিত করা স্বত্বেও দায়মোচনের জন্যে পরিশোধ করা হয়নি ওই সোণাগুলি 26.08.2025 তারিখে সকাল 10 টা থেকে নিলাম করা হবে।

JHARGRAM DISTRICT-JHARGRAM: 4082001041, 4082001359, 4082001384, 4082001398, 4082001440, 4082001456, 4082001466, 4082001470, 4082001478, 4082001525, 4082001534, 4082001547, 4082001569, 4082001599, 4082001620, 4082001626, 4082001642, 4082001647, 4082001668, 4082001679, 4082001684, 4082001692, 4082001720, 4082001732, 4082001761, 4082001765, 4082001770, 4082001774, 4082001801, 4082001818, 4082001825, 4082001830, 4082001837, 4082001858, 4082001859, 4082001866, 4082001872, 4082001887, 4082001891, 4082001895, 4082001896, 4082001904, 4082001909, 4082001915, 4082001919, 4082001930, 4082001933, 4082001938, 4082001939, 4082001960, 4082001966, 4082001976, 4082001978, 4082001987, 4082001989, 4082001995, 4082001999, 4082002003, 4082002004, 4082002009, 4082002018, 4082002019, 4082002020, 4082002031, 4082002033, 4082002035, 4082002036, 4082002039, 4082002046, 4082002048, 4082002050, 4082002052, 4082002070, 4082002072, 4082002080, 4082002087, 4082002103, 4082002119, 4082002121, 4082002127, 4082002132, 4082002133, 4082002135, 4082002143, 4082002146, 4082002151, 4082002157, 4082002166, 4082002177, 4082002183, 4082002189, 4082002196, 4082002287, 4082002334, 4082002382, 408200696, 408200716, 408200724, 408200772, 408200776, 408200800, 408200812, 408200835, 408200843, 408200847, 408200858, 408200884, 408200887, 408200888. **PASCHIM MEDINIPUR DISTRICT-BELDA:** 4263001156, 4263001223, 4263001239, 4263001295, 4263001367, 4263001439, 4263001442, 4263001446, 4263001477, 4263001500, 4263001509, 4263001522, 4263001523, 4263001539, 4263001541, 4263001576, 4263001627, 4263001636, 4263001643, 4263001665, 4263001667, 4263001698, 4263001704, 4263001718, 4263001741, 4263001745, 4263001749, 4263001788, 4263001791, 4263001792, 4263001799, 4263001802, 4263001830, 4263001924, 426300443. **WEST MEDINIPUR DISTRICT-CHANDRAKONA ROAD:** 4242001093, 4242001124, 4242001125, 4242001193, 4242001201, 4242001209, 4242001229, 4242001238, 4242001258, 4242001259, 4242001363, 4242001364, 4242001386, 4242001387, 4242001395, 4242001406, 4242001420, 4242001426, 4242001427, 4242001428, 4242001435, 4242001457, 4242001463, 4242001479, 4242001487, 4242001493, 4242001505, 4242001508, 4242001512, 4242001523, 4242001534, 4242001541, 4242001554, 4242001567, 4242001583, 4242001584, 4242001593, 4242001594, 4242001596, 4242001609, 4242001613, 4242001629, 4242001631, 4242001637, 4242001657, 4242001664, 4242001665, 4242001674, 4242001680, 4242001686, 4242001690, 4242001694, 4242001696, 4242001699, 4242001701, 4242001710, 4242001715, 4242001729, 4242001735, 4242001736, 4242001740, 4242001741, 4242001743, 4242001744, 4242001745, 4242001746, 4242001747, 4242001748, 4242001751, 4242001752, 4242001754, 4242001759, 4242001765, 4242001769, 4242001773, 4242001774, 4242001780, 4242001786, 4242001788, 4242001815, 4242001844, 4242001861, 4242001938, 4242001972, 424200379, 424200384, 424200422, 424200425, 424200427, 424200430, 424200450. **GHATAL:** 4000001300, 4000001328, 4000001384, 4000001484, 4000001499, 4000001553, 4000001583, 4000001597, 4000001641, 4000001646, 4000001664, 4000001668, 4000001672, 4000001692, 4000001698, 4000001699, 4000001704, 4000001754, 4000001775, 4000001814, 4000001816, 4000001830, 4000001842, 4000001846, 4000001853, 4000001865, 4000001871, 4000001915, 4000001987, 4000002064, 4000002148, 400000490. **KHARAGPUR-MALANCHA:** 4258001433, 4258001493, 4258001498, 4258001505, 4258001522, 4258001540, 4258001546, 4258001596, 4258001653, 4258001711, 4258001738, 4258001791, 4258001795, 4258001796, 4258001806, 4258001809, 4258001811, 4258001815, 4258001820, 4258001821, 4258001842, 4258001843, 4258001848, 4258001864, 4258001865, 4258001867, 4258001876, 4258001877, 4258001902, 4258001908, 4258001911, 4258001924, 4258001927, 4258001959, 4258001984, 4258001987, 4258001990, 4258001997, 4258002000, 4258002004, 4258002005, 4258002010, 4258002019, 4258002023, 4258002038, 4258002039, 4258002040, 4258002044, 4258002045, 4258002049, 4258002058, 4258002067, 4258002071, 4258002084, 4258002094, 4258002111, 4258002117, 4258002124, 4258002127, 4258002130, 4258002132, 4258002134, 4258002136, 4258002139, 4258002142, 4258002146, 4258002164, 4258002165, 4258002166, 4258002168, 4258002170, 4258002177, 4258002180, 4258002187, 4258002188, 4258002191, 4258002193, 4258002194, 4258002211, 4258002223, 4258002279, 4258002281, 4258002289, 4258002297, 4258002311, 4258002313, 4258002346, 4258002449, 4258002452, 425801657, 425801691, 425801736, 425801855, 425801859, 425801886, 425801887, 425801895, 425801976, 425801980, 425802019, 425802054, 425802068, 425802076, 425802096, 425802102, 425802103, 425802106, 425802108, 425802109, 425802118, 425802119, 425802123, 425802125, F7195. **KHARAGPUR:** 3991001945, 3991001950, 3991001978, 3991001983, 3991001985, 3991001987, 3991001988, 3991001990, 3991001992, 3991001995, 3991001996, 3991002016, 3991002036, 3991002048, 3991002059, 3991002111, 3991002113, 3991002117, 3991002165, 3991002186, 3991002203, 3991002211, 3991002219, 3991002230, 3991002233, 3991002262, 3991002271, 3991002284, 3991002296, 3991002324, 3991002328, 3991002393, 3991002411, 3991002421, 3991002432, 3991002445, 3991002448, 3991002450, 3991002462, 3991002481, 3991002505, 3991002516, 3991002518, 3991002520, 3991002523, 3991002524, 3991002525, 3991002538, 3991002544, 3991002545, 3991002548, 3991002552, 3991002560, 3991002566, 3991002575, 3991002578, 3991002593, 3991002616, 3991002624, 3991002627, 3991002633, 3991002638, 3991002641, 3991002643, 3991002652, 3991002656, 3991002664, 3991002670, 3991002673, 3991002690, 3991002694, 3991002696, 3991002702, 3991002708, 3991002709, 3991002710, 3991002714, 3991002725, 3991002777, 3991002787, 3991002811, 3991002826, 3991002833, 3991002843, 3991002859, 3991002866, 3991002874, 3991002911, 3991002917, 3991002918, 3991002919, 3991002934, 3991002939, 3991002946, 3991002949, 3991002957, 3991002977, 3991002987, 3991003010, 3991003011, 3991003014, 3991003027, 3991003035, 3991003043, 3991003046, 3991003066, 3991003076, 3991003092, 3991003100, 3991003109, 3991003117, 3991003195, 3991003201, 3991003265, 399101415, 399101463, 399101516, 399101630, 399101777, 399101785, 399101830, 399101839, 399101855, 399101856, 399101879, 399101948, 399101960, 399101970, 399101973. **MEDINIPUR:** 4075000003, 4075000030, 4075000034, 4075000035, 4075000041, 4075000045, 4075000058, 4075000068, 4075000076, 4075000100, 4075000110, 4075000111, 4075000118, 4075000123, 4075000145, 4075000147, 4075000162, 4075000166, 4075000169, 4075000174, 4075000195, 4075000197, 4075000204, 4075000258, 407500932, 407501127, 407501284, 407501341, 407501501, 407501530, 407501545, 407501586, 407501602, 407501635, 407501676, 407501752, 407501753, 407501787, 407501792, 407501835, 407501850, 407501872, 407501874, 407501885, 407501889, 407501897, 407501952, 407501974, 407501992, 407502015, 407502019, 407502041, 407502068, 407502083, 407502084, 407502091, 407502094, 407502139, 407502142, 407502159, 407502171, 407502212, 407502241, 407502247, 407502274, 407502275, 407502278, 407502286, 407502287, 407502359, 407502363, 407502395, 407502408, 407502427, 407502433, 407502437, 407502456, 407502461, 407502462, 407502466, 407502476, 407502487, 407502497, 407502500, 407502503, 407502504, 407502515, 407502516, 407502537, 407502541, 407502543, 407502551, 407502562, 407502563, 407502579, 407502580, 407502586, 407502588, 407502591, 407502602, 407502607, 407502609, 407502613, 407502622.

নিলাম যথাযথ শাখাগুলিতে সম্পন্ন করা হবে। অনুগ্রহ করে জ্ঞাত হোন যে যদি কোনো কারণে একই দিনে নিলাম সম্পূর্ণ না হলে 08.09.2025 at 10.00 am at **JHARGRAM:** First Floor Na 722/518 & 723(520/17) Main Road Jhargram Below Idbi Bank Raghunath Pur Hospital More Jhargram. Pin: 721507. **BELDA:** Ground Floor,Matri Bhavan,Dag No 2019,Vidyasagar Pally (Deuli),Belda,Opp Contai Bus Stand,Paschim Medinipur Dist,West Bengal-721424. **KHARAGPUR:** First Floor, 148/132, O T Road,Near Kamala Cabin Bus Stand, Opposite allahabad Bank, Kharagpur, West Bengal - 721305. এই ঠিকানায় এই নিলাম সম্পন্ন করা হবে। যেগুলি ব্যক্তি নিলাম ডাকবে সবাইকে ফটো পরিচয় পত্র, প্যান কার্ড দেখানোর জন্যে অনুরোধ করা হচ্ছে। যে ব্যক্তি নিলামে সফল হওয়া ব্যক্তি আর টি জি এস (RTGS) এর মাধ্যমে টাকা স্থানান্তরণ করতে হবে।

মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২৩৮, মঙ্গলবার, ১২ শ্রাবণ ১৪৩২

অগ্নিযুগের বিপ্লবী

অগ্নিযুগের গুমনাম বিপ্লবী। সেদিন ছিলো ২৭শে জুলাই ১৯৩১। সকাল দশটা নাগাদ একটা কালো অস্টিন গাড়ি ঢুকলো আলিপুর কোর্ট চত্বরে। সামনে বসা দেহরক্ষী নেমে দরজা খুলে দিতে ধীর পায়ে নামলেন বিচারপতি গার্লিক। কদিন আগেই রাইটার্স বিল্ডিং অলিন্দ যুদ্ধের নায়ক বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছেন। তার আগে আরো এক কিশোর চট্টগ্রামের রামকৃষ্ণ বিশ্বাসকেও পাঠিয়েছেন ভবপারে। বড়লাটের অভিনন্দন পেয়ে সকাল থেকেই মনটা খুশি খুশি। গুনগুন করে একটা গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে পা দিলেন আদালতের সিঁড়িতে। দু তিন ধাপ উঠেছেন অমনি ওপরের থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল এক রোগাটে কিশোর। বিস্ময়ে হতবাক জজসাহেব দেখেন সে দুহাতে পিস্তল উঁচিয়ে তাক করেছে তারই দিকে। চীৎকার করার আগেই পরপর পাঁচটা গুলি ফুঁড়ে দিল তাকে। বিচারকের সম্পন্ন হলো শেষ বিচার! ততক্ষণে দেহরক্ষীও গুলি চালিয়েছে। আহত হয়েও কিশোর পকেট থেকে সায়ানাইড ক্যাপসুল বের করে মুখে দিল আর ঢলে পড়লো সিঁড়ির ওপর। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত টেগার্ট সহ কলকাতা পুলিশের বাঘা গোয়েন্দারা, তল্লাশি চালিয়ে কিশোরের পকেট থেকে পাওয়া গেল একটা নোটবুক। তাতে লেখা, Get destroyed– get the award for hanging Dinesh Gupta..”- নীচে সই বিমল দাশগুপ্ত। তবে এই কি সেই বিমল যাকে মেদিনীপুরের জেলা শাসক পেডি হত্যার জন্য পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজছে? বিনয়-বাদল-দীনেশ-এর কথা আমরা সবাই জানি, কিন্তু বিস্মৃতির পলিতে ঢাকা পড়েছেন অগ্নিযুগের এই বলিপ্রদত্ত বিপ্লবী। তাঁর প্রসঙ্গে যেতে হলে আগে বলতে হবে রাইটার্স বিল্ডিং-এর অলিন্দ যুদ্ধের কথা। রাইটার্সে ঢুকলেন বিনয়কৃষ্ণ বসু, বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত। তিনজনের পরনেই সাহেবী পোশাক। গেটের রক্ষীরা বুঝতেই পারল না ছদ্মবেশ। সেদিন তাঁদের নিশানায় ছিল ইন্সপেক্টর জেনারেল কর্নেল সিম্পসন। বিপ্লবী স্বদেশীদের উপর নির্মম অত্যাচারের জন্য কুখ্যাত ছিলেন ইংরেজ তনয়। সরাসরি গুলি করে তাঁকে হত্যা করেন বিনয়-বাদল-দীনেশ। নিমেষের মধ্যে পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ, তারপর শুরু হলো রাইটার্স বিল্ডিং-এর অলিন্দে এক রক্তক্ষয়ী লড়াই। একদিকে বিনয়-বাদল-দীনেশ, অন্যদিকে টেগার্টের নেতৃত্বে সশস্ত্র গোর্খা বাহিনী। ধরা দেবেন না বলে পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মঘাতী হন বাদল। বিনয় ও দীনেশ নিজেদের মাথায় গুলি করেন। পাঁচ দিন পরে হাসপাতালে মৃত্যু হয় বিনয়ের। ভয়াবহ আহত হলেও প্রাণে রক্ষা পান দীনেশ। তাঁকে ১৯৩১-এর ৭ জুলাই ফাঁসি দেওয়া হয়। মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি ‘গার্লিক’। এর ঠিক কুড়ি দিন পরে ২৭ জুলাই আলিপুর আদালতের মধ্যেই বিচারপতি গার্লিককে গুলি করে হত্যা করেন এক কিশোর বিপ্লবী। ব্রিটিশদের হাতে ধরা দেবেন না। পণ করেছিলেন বছর বাইশের এই তরুণ। গার্লিক লুটিয়ে পড়লে, আগে নিশ্চিত হন তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে কিনা তারপর ‘বন্দেমাতরম’ বলে মুখে ঢেলে দেন পটাশিয়াম সায়ানাইড। পুলিশ যখন উদ্ধার করল বিপ্লবীর দেহ। তার পকেটে পাওয়া গেল একটা চিরকুট তাতে সই বিমল দাশগুপ্ত, যিনি হত্যা করেছিলেন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট প্যাডি সাহেবকে।

নাট্যকার জর্জ বার্নার্ড শ

উপাধি দিতে চেয়েছিল অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মত এলিট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তিনি বিনীতভাবে জানিয়েছিলেন তাঁর নামের আগে, পিছনে উপাধির দরকার নেই। না এখানেও থামলেন না যখন ১৯২৫ সালে নোবেল সাহিত্য পুরস্কার পেলেন সেই স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে প্রথমে নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। নোবেল কমিটির অনুরোধে পুরস্কারের পদকটি গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু পুরস্কারের অর্থ তিনি দান করে দেন। ১৯৩৯ সালে অস্কার জয়। ২০১৬ সালে বব ডিলান সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার আগে পর্যন্ত শ’ একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন, যিনি একাধারে নোবেল ও অস্কার পেয়েছেন। এসব জর্জ বার্নার্ড শ সম্পর্কে শুষ্ক কিছু তথ্য ও পরিসংখ্যানের সমাহার। আসল মানুষের গল্পটা আরও সুন্দর যিনি বারবার পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে হতাশ হয়ে ঠিক করলেন যাই করুন জীবনে কখনও লেখক হবেন না। মনে মনে ভাবতেন একদিন তাঁর মত মস্ত নাট্যকার হবেন। বাবার ব্যবসায় মন্দার ফলে জমির দালালীর অফিসে চাকরি নিলেন। অফিসের কাজ করেন,ফাঁকে লেখেন। পত্র পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন, তবে সেখানেও তাঁর লেখা কেউ ছাপে না। শেষ পর্যন্ত একদিন একটি চিঠি একটি পত্রিকায় ছাপা হল। সেটাই বার্নাড শ’য়ের জীবনের প্রথম মুদ্রিত লেখা তখন তিনি পনেরো বছরের। একদিন মন স্থির করলেন আর চাকরি-বাকরি নয় লিখবেন,সাহিত্যিক হবেন। মাঝে মাঝে কিছু অর্থ পেতেন যদিও সংসার চালাবার জন্য যথেষ্ট নয়। ছয় বছরে লিখলেন ছয়টি উপন্যাস, কিন্তু পরিতাপের বিষয় একটি উপন্যাসও প্রকাশ করার জন্য প্রকাশক পাওয়া গেল না। এইসময় বার্নাড শ নিয়মিত ব্রিটিশ মিউজিয়ামে গিয়ে পড়তেন। বিভিন্ন স্থানে বক্তব্য রাখতেন। এভাবেই পেলেন সাংবাদিকতার চাকরি। বইয়ের সমালোচনা থেকে চিত্র, সংগীতের সমালোচনা করতেন। তাঁর সমালোচনার ভাষা, বুদ্ধিদীপ্ত রচনায় মুগ্ধ হল ইংল্যান্ডের বিদগ্ধ সমাজ। যখন বার্নাডকে ইংল্যান্ডের মানুষ বেশ ভাল ভাবেই চিনতে পেরেছে তখন একদিন বন্ধু উইলিয়াম আর্চার বললেন ভাল নাটকের বড় অভাব। কিন্তু বাধ্য হয়ে নিম্নমানের সব নাটক মঞ্চস্থ করতে হচ্ছে। বন্ধুর কথায় নাটক লিখতে শুরু করেও লেখা শেষ করলেন না। মাঝে অনেক গুলো দিন চলে গিয়েছে অসমাপ্ত নাটক আবার লেখায় হাত দিলেন। নাটকের নাম ‘দি উইডোয়ার্স হাউসেস ‘।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

রামায়ণের মধ্যে দিয়ে রামচন্দ্র সে সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন সেটাই হচ্ছে ভারতীয় আদর্শ। যুদ্ধের দিন মাথা ঠাণ্ডা করে লড়াই করতে হবে। মাথা ঠাণ্ডা না করে লড়াই করলে যুদ্ধে জেতা একেবারে অসম্ভব। রাবণ রামের চেয়ে বড় যোদ্ধা ছিলেন। কিন্তু তিনি মাথা গরম করেছেন এবং অন্যায় করেছেন। অন্যায় করেছেন বলেই তাঁর স্ত্রী তাঁকে ভর্ৎসনা করেছেন। রাবণ শক্তি দম্ভ দেখাতে গিয়েছিলেন। শক্তি দম্ভ দেখালে হবে না। ধৈর্য ধরতে হবে। রাবণ সেই ধৈর্য দেখাতে পারেননি বলেই তিনি পরাজিত হলেন। মেঘনাদ বড় যোদ্ধা ছিলেন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব সব সময়ে নিজের মুখ দিয়ে মা ভবতারিণীর বাণী প্রচার করতেন। মুখ দিয়েই সবাইকে ধর্ম কথা শোনাতেন। তিনি কোনও দিন লিখে কারোর সঙ্গে কথা বলতেন না। নিজের মনের কথাকে ঠাকুর বলতেন অন্তর দিয়ে। ভক্তি দিয়ে। তাঁর কথাকে লিখে নিতেন মহেন্দ্র গুপ্ত। তিনি সব সময়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর কাজই ছিল ঠাকুর যা বলছেন তা লিখে নেওয়া। ঠাকুরের সেই কথাগুলো পরবর্তীকালে একসঙ্গে প্রকাশিত হল বই আকারে। সেই বইয়ের নামকরণ হল ‘রামকৃষ্ণকথামৃত’। এই বইটাকে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের জীবন দর্শন বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের দিব্য দর্শনের চিত্রও দেখতে পাওয়া যায়। জীবনের অতি সাধারন কথার মধ্যে দিয়ে ঠাকুর তত্ত্ব কথাকে ব্যাখ্যা করেছেন। ঠাকুরের দর্শন মেনে চললে জীবনে মোক্ষ লাভ হয়। মানব প্রেম হচ্ছে সবচেয়ে বড় কাজ। এর মতো মহান কাজ আর নেই। এটা যিনি করতে পারেন তিনি শ্রেষ্ঠ। তিনিই পরম পুরুষ। তিনি মহামানব।

কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রতিভাবান ডাক্তার হলেন সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তী

রবীনন্দ্রকুমার শীল

সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তী ঃ ১৮৪৪-৪৫ সাল কলকাতা মেডিকেল কলেজের ইতিহাসে গৌরবময় বছর। ভারতের চিকিৎসা জগতে এই প্রথম চারজন ছাত্র উচ্চ শিক্ষার্থে বিলাত যাত্রা করলেন। মেডিকেল কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ডাক্তার ব্রামলির (১৮০৩-১৮৩৭)

আমলে পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছিল কোন কোন ছাত্রকে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলাতে পাঠানো হবে। তবে সেটা নানা কারণে পিছিয়ে গিয়েছিল। ১৮৪২ সালে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর এমন একটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন সেখানে ঠিক হয়েছিল যে রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে বিদেশে পড়াশুনার জন্য পাঠানো হবে। কিন্তু তাঁর বাড়ির লোকেরা অমত হওয়ার কারণে তা ফলপ্রসূ হয়নি। মনে রাখতে হবে রাজেন্দ্রলাল মিত্র তখন মেডিকেল কলেজের ছাত্র। মেডিকেল পড়া শেষ না করেই তিনি প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার ওপরে জোর দিয়ে বিশারদ হয়ে গেলেন এবং এশিয়াটিক সোসাইটির প্রথম ভারতীয় সভাপতি হলেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর কিন্তু ভুলে যাননি তাঁর প্রস্তাবের কথা। তিনি আবার স্মরণ করিয়ে দিলেন মেডিকেল কলেজকে। ১৮৪৪ সালের শেষে দিকে তিনি ঘোষণা করলেন মেডিকেল কলেজের দুইজন ছাত্রকে ইংল্যাণ্ডে পড়াশুনা জন্য ব্যয়ভার বহন করবেন। সচিব মোয়াট খুশি হলেন। কিন্তু অধিকাংশ ছাত্র কালাপানি পার হওয়ার ভয়ে সমাজচ্যুত হতে হবে সেই কারণে আপত্তি উঠতে শুরু করে দিয়েছিল। শেষে যখন ভোলানাথ বসুকে রাজি করানো গেল তিনি তাঁর সঙ্গে আরও তিনজনকে নিয়ে যেতে হবে বলে শর্ত চাপিয়ে দিলেন। এমন সুযোগ যাতে হাতছাড়া না হয় তার জন্য তিনি তিনজনকে খুঁজে বের করলেন। তারা ছিলেন মেধাবী, অকুতোভয় এবং সাহসী। এরা হলেন গোপালচন্দ্র শীল, সূর্যকুমার চক্রবর্তী, দ্বারকানাথ বসু। এদের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুরের অর্থে নির্বাচিত ছাত্র হলেন ভোলানাথ বসু এবং গোপালচন্দ্র শীল। সরকার একজনের ভার বহন করলো তার নাম হচ্ছে সূর্য কুমার চক্রবর্তী এবং চতুর্থ জন দ্বারকানাথ বসুর জন্য অর্থ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন মুর্শিদাবাদের নবাব সৈয়দ মনসূর উল্লা খান বাহাদুর। হিসেব করে দেখা গেল থাকা খাওয়া যাওয়া এবং আসার জন্য ব্যয় হচ্ছে সেই সময়ে সাত হাজার টাকা। সেই সময়ে ডাক্তার গুডিভও দেশে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তাঁর সঙ্গে পাঠানো হল চারজন ছাত্রকে। ছাত্ররা খুবই খুশি হলেন কারণ ডাক্তার গুডিভ ছিলেন মেডিকেল কলেজের জনপ্রিয় শিক্ষক। ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল পিতা পুত্রের মতো। কলকাতার খিদিরপুর ডক থেকে গুডিভ সহ চারজন ছাত্র ‘বেন্টিঙ্ক’ নামক স্টিমারে চেপে বসলেন। সেই দিনটা ছিল ১৮৪৫ সালের ৪ মার্চ। এর আগে বিলাতে গিয়েছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং রাজা রামমোহন রায়। ওই একই স্টিমারে বিলাত যাওয়ার সহযাত্রী ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ভাগ্নে নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর আর ভারতে ফিরতে পারেনি। তিনি লণ্ডনেই মারা গিয়েছিলেন ১৮৪৬ সালে ১ আগস্ট।

মেডিকেল কলেজের ছাত্র ভোলানাথ বসু লর্ড অকল্যাণ্ড প্রতিষ্ঠিত ব্যারাকপুর স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র। কলকাতা মেডিকেল কলেজে পাঁচ বছর পড়েছেন এবং তিনি উদ্ভিদ বিদ্যার শ্রেষ্ঠ ছাত্র ছিলেন। মেডিকেল কলেজে আর এক ছাত্র গোপালচন্দ্র শীল অ্যানাটমিতে রুস্তমজি কাওয়াওসি মেডেল পেয়েছেন। দ্বারকানাথ বসু বাঙালি খ্রিস্টান। মেডিকেল কলেজে প্যাথলজি মিউজিয়ামে সহকারী হিসাবে কাজ করেছেন। ইনি জেনারেল এ্যাসেম্বলিজ-র প্রাক্তন ছাত্র। সূর্য কুমার চক্রবর্তী এই চারজন ছাত্রদের মধ্যে ছোট ছিলেন। খুবই মেধাবী। কুমিল্লায় থাকতেন। ডাক্তার গুডিভের সঙ্গে এই চারজন ভারতীয় ছাত্ররা বিলাতে থাকতেন। তাঁরা প্রত্যেকে লণ্ডন ইউনির্ভাসিটি স্কুলে ছাত্র হলেন। মনে রাখতে হবে তখন কলকাতা মেডিকেল কলেজ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল। লণ্ডনে উচ্চ শিক্ষায় মেধা প্রদর্শন করে মেডেল নিয়ে এসেছিলেন। ভোলানাথ বসু, গোপালচন্দ্র শীল এবং দ্বারকানাথ বসু ১৮৪৭ সালে নভেম্বর মাসে এমবি ডিগ্রি লাভ করেন। ভোনাথ বসু ছিলেন পরে সেখান থেকে এমডি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি প্রথম ভারতীয় যিনি এমডি লাভ করেছিলেন। এই তিনজনই ভারতে ফিরে এসেছিলেন। ১৮৪৭ সালে ফিরে এলেন দ্বারকনাথ বসু। ১৮৪৮ সালে ফিরে এলেন ভোলনাথ বসু এবং গোপালচন্দ্র শীল। এদের সঙ্গে এলেন শিক্ষক গুডিভ। বিলাতে রয়ে গেলেন সূর্যকান্ত চক্রবর্তী। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে দ্বারকনাথ বসুই হলেন প্রথম ভারতীয় যিনি বিলাত থেকে এমআরসিএস করে প্রথম দেশে ফিরে আসেন। বিলাতে সূর্যকুমার চক্রবর্তী তাঁর শিক্ষক গ্রান্টের সঙ্গে ইউরোপের বহু স্থান ঘুরে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। বিলাতের ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৪৭ সালে গুডিভের রিপোর্ট থেকে জানতে পারা যায় যে সূর্য কুমার শরীরস্থানবিদ্যা, শরীরতত্ত্ববিদ্যা, ভেষজবিদ্যা এবং রাসায়ন বিদ্যায় সাফল্য লাভ করেছিলেন। সূর্যকুমার লণ্ডন থেকে এমআরসিএস করলেন ১৮৪৮ সালে এবং ১৮৪৯ সালে এমবি এবং এমডি করলেন। তিনিই ভারতের দ্বিতীয় এমডি। মনে রাখা খুবই প্রয়োজন তখনও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়নি। ১৮৫০ সালে ভারতে ফিরে এলেন সূর্যকুমার চক্রবর্তী। এসেই যোগ দিলেন সহকারী চিকিৎক হিসাবে কলকাতা মেডিকেল কলেজে। ১৮৫৫ সালে যখন আইএমএস (ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিস) পরীক্ষার জন্য ভারতীয় ছাত্রদের জন্য দরজা প্রথম খুলে দেওয়া হল তখন তিনি আবার বিলাতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। পরীক্ষায় বসলেন এবং দ্বিতীয় হলেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় আইএমএস। কলকাতা মেডিকেল কলেজের শিক্ষর গুডিভ তাঁকে নিজের পুত্রের মতো স্নেহ করতেন। এমন সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল যে মনে হতো এরা পিতা পুত্র। ডাক্তার গুডিভ সূর্যকুমারের ওপরে অতিরিক্ত খেয়াল রাখতেন। তার ফলে ১৮৪৯ সালে ইংল্যাণ্ডে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর নিজের নাম পরিবর্তন করে রাখলেন সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তী। রক্ষণশীল হিন্দু মহলে নিন্দা ঝড় বইতে শুরু করে দিল। রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, মধুসূদন গুপ্ত, রাধানাথ সিকদার, সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তী প্রমুখ উচ্চবর্ণের হিন্দুরা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করলে তাদের দেখা দেখি তখন বহু হিন্দুরা খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করতে থাকবে। হিন্দুরা বলতে শুরু করে ভারতের আর হিন্দু বলে কিছুই থাকবে না। রক্ষণশীল হিন্দু গোষ্ঠীর নেতা রাজা নবকৃষ্ণদেব কলকাতা মেডিকেল কলেজের শবব্যবচ্ছে ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি সতীদাহ প্রথা রদ করার বিপক্ষে ছিলেন। কলকাতায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা হওয়ার ফলে হিন্দু ধর্মের কুসংস্কারগুলি ধীরে ধীরে লুপ্ত হতে শুরু করে। কালাপানি পার হয়ে ডাক্তার ছাত্ররা নির্ভয়ে বিলাতে উপস্থিত হয়ে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান অর্জন করতে থাকলেন। ফলে তখন কলকাতায় রক্ষণশীল সমাজের মধ্যে একটি তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হল। মধূসূদন গুপ্তের প্রথম শবব্যবচ্ছেদ, বেথুন সাহেবের মহিলা স্কুল স্থাপন এবং শবব্যবচ্ছেদকে সমর্থন বিদ্যাসাগরের মেডিকেল কলেজের পরীক্ষক পদ গ্রহণ রক্ষণশীল সমাজে তীব্র আলোড়ন তৈরি হতে শুরু করেছিল। সরকার রক্ষণশীলপন্থীদের একেবারে আমল দিল না। সরকারি সহযোগিতা নিয়ে একের পর এক আধুনিক শিক্ষা নীতি গ্রহণ করা শুরু হল। তার ফলে হিন্দু অবিচারের শাস্ত্র ক্রমশ কোনঠাসা হয়ে পড়তে শুরু করে। ডাক্তার সূর্যকুমার গুডিভ চক্রবর্তী খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করলে ডাক্তার গুডিভ লিখেছেন, “ হি ওয়াজে এ ভেরি হাইক্যাস্ট ব্রাহ্মিন, বাট এ্যাট হিজ ওন রিকোয়েস্ট ওয়াজ ব্যাপটাইড অ্যাজ এ খ্রিস্টিয়ান ইন লণ্ডন অ্যাণ্ড ইনসিস্টেড অন টেকিং মাই নেম ইন অ্যাডিশন টু হিজ ওন।” আধুনিক ভারতের মেডিসিন পথিক হিসাবে সূর্যকুমারকে গ্রহণ করে নেওয়া হয়। ‘দ্য মেডিকেল টাইমস অ্যাণ্ড গেজেট’-তাঁকে নিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হয়।

প্রশাসনিক উদাসীনতার সমস্যার মূল শিকড় কোথায়?

বিশেষ প্রতিবেদক

প্রশাসনিক উদাসীনতা সমস্যার মূল শিকড় কোথায়? একটি রাষ্ট্র বা সমাজের স্বাস্থ্য কতটা সুস্থ ও স্থিতিশীল, তা নির্ভর করে তার প্রশাসনিক কাঠামোর উপর। প্রশাসন কোনো কাগুজে শব্দমাত্র নয়, এটি হলো সেই বাস্তব ব্যবস্থাপনা যেটি নাগরিক জীবনের প্রতিটি স্তরে সরাসরি প্রভাব ফেলে। তাই প্রশাসনের কাজ শুধু আইন বাস্তবায়ন বা নীতিনির্ধারণ নয়, বরং জনমানুষের সমস্যার সঙ্গে আন্তরিকভাবে যুক্ত থেকে তা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আজ ভারতের বহু অংশে এমন এক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, যেখানে প্রশাসনের নিস্পৃহতা, গাফিলতি কিংবা উদাসীন মানসিকতা প্রকৃত সমস্যাগুলোর জন্ম দিচ্ছে, এবং তার ফলে সাধারণ মানুষ প্রতিনিয়ত দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন।

যেকোনো দুর্যোগ, হোক তা প্রাকৃতিক কিংবা মানবসৃষ্ট; তার আগে এবং পরে প্রশাসনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুর্ভাগ্যজনকভাবে দেখা যাচ্ছে, প্রশাসন প্রায়শই ‘ঘটনার পরে ব্যবস্থা’ গ্রহণ করছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন বন্যা, ভূমিধস বা ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষেত্রে আগে থেকে সতর্কতা নেওয়ার বদলে প্রশাসনের চোখ খুলছে শুধুমাত্র ক্ষয়ক্ষতির পরেই। অথচ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই যুগে আগাম সতর্কতা দেওয়া, পূর্বপ্রস্তুতি নেওয়া এবং ঝুঁকি কমানোর জন্য নীতিমালা তৈরির সুযোগ যথেষ্ট রয়েছে। কিন্তু সেই সদিচ্ছার অভাব প্রশাসনের মধ্যে প্রকট। তারা চিরাচরিত কায়দায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছেদ ধাঁচের বিবৃতি দিয়ে দায় সেরে নিচ্ছে। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সাধারণ নাগরিক, যারা বারবার আশা করেও কোনো সাড়া পাচ্ছে না।

শুধু দুর্যোগ-পরিস্থিতি নয়, শহর-গ্রাম সব জায়গাতেই নাগরিক সমস্যাগুলো বেড়ে চলেছে প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তার কারণে। জলনিকাশি, সড়ক সংস্কার, স্বাস্থ্যপরিষেবা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো, আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি; এই সব ক্ষেত্রেই সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাব এবং দীর্ঘসূত্রিতার জন্য নাগরিক জীবনে জটিলতা বাড়ছে। অভিযোগ জানালেও তার প্রতিকার পাওয়া যাচ্ছে না। ফাইল পড়ে থাকছে মাসের পর মাস, ফোন ধরছেন না সংশ্লিষ্ট আধিকারিক, মিটিং মিটিং করে সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। এ যেন এক ধরণের ব্যুরোক্র্যাটিক ক্লান্তি, যেখানে মানুষের কষ্ট প্রশাসনের কাছে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

এই উদাসীন মানসিকতার পেছনে একাধিক কারণ থাকতে পারে। প্রথমত, প্রশাসনিক সংস্কৃতির মধ্যেই এক ধরনের ‘নিরাপত্তার’ বোধ কাজ করে, যেখানে মনে করা হয়; দায়িত্ব পালন না করলেও চাকরি চলে যাবে না, কিংবা বড় কোনও প্রতিক্রিয়া হবে না। ফলে যেসব অফিসার বা কর্মীরা আন্তরিকভাবে কাজ করেন, তারাও অনেক সময় উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক হস্ত ক্ষেপের ফলে অনেক ক্ষেত্রেই প্রশাসন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না। শাসক দলের নির্দেশ ছাড়া বড় কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় না, যার ফলে প্রকৃত সমস্যাগুলো পাশ কাটিয়ে যায়। তৃতীয়ত, কর্মীদের মধ্যে প্রশিক্ষণ, সদিচ্ছা ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবও এই উদাসীনতার অন্যতম কারণ।

প্রশাসনের এই মনোভাবের কারণে সমাজে একধরনের বিচ্ছিন্নতা তৈরি হচ্ছে। নাগরিক ও সরকারের মধ্যে আস্থা কমে যাচ্ছে। মানুষ বিশ্বাস করতে পারছে না যে প্রশাসন তাদের পাশে আছে বা তাদের সমস্যার সমাধানে আগ্রহী। এই আস্থাহীনতা গণতন্ত্রের ভিত্তিকে দুর্বল করে। একসময় এই পরিস্থিতি এতটাই প্রকট হয়ে ওঠে যে নাগরিকেরা নিজেদের সমস্যার সমাধানে প্রশাসনের সাহায্য না চেয়ে বেছে নেন বিকল্প পথ; যেমন প্রতিবাদ, আন্দোলন, আদালতের দ্বারস্থ হওয়া বা কখনও কখনও হিংসার আশ্রয় নেওয়া। অথচ এই ক্ষোভের জন্ম হচ্ছে মূলত প্রশাসনের অবহেলা ও দায়িত্বহীনতা থেকে।

প্রশাসনের দায়িত্ব শুধু নিয়ম কার্যকর করা নয়, বরং এক জনবান্ধব পরিবেশ তৈরি করা যেখানে নাগরিকদের অভিযোগ শোনা হবে, সমাধানের চেষ্টা হবে, এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকবে। একটি কার্যকরী প্রশাসনের মূল বৈশিষ্ট্য হলো; তারা মানুষের কাছে পৌঁছতে পারে, তাঁদের সমস্যাকে গুরুত্ব দেয় এবং তার সমাধানে আন্তরিক থাকে। এই ব্যবস্থায় কোনো অফিসার নিজেকে ‘বস’ না ভেবে ‘পরিষেবক’ ভাবেন, এবং সেটাই প্রকৃত প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গি।

আজ যখন ডিজিটাল ইন্ডিয়ার কথা বলা হচ্ছে, স্মার্ট শহর গড়ার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে, তখনও যদি একটি রাস্তার গর্ত মাসের পর মাস ঠিক না হয়, একটি গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা না থাকে, একটি হাসপাতালের অ্যাম্বুল্যান্স না পৌঁছায়; তাহলে সেই উন্নয়ন কেবল কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ। উন্নয়ন তখনই বাস্তবায়িত হয়, যখন তা প্রতিটি নাগরিকের জীবনে স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। প্রশাসনের উদাসীনতা সেই উন্নয়নের গতিকে ব্যাহত করছে।

জীবনকে সুন্দর এবং মহান করতে গেলে বই হচ্ছে একমাত্র অবলম্বন বলেন রাষ্ট্রপতি কালাম

বিশেষ প্রতিবেদক

এ পি জে আবদুল কালাম সম্বন্ধে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। এমন অভিনব, মর্মস্পর্শী ও মজার বক্তৃতা জীবনে শুনিনি। কাগজে অবশ্য তার স্থান হয়নি। খুনোখুনি, ধর্ষণ, দলীয় দ্বেষাদ্বেষি বা লম্বা লম্বা আত্মপ্রচার ছাপতেই তাদের সব পাতা খরচ হয়ে যায়।

জীবনে আমি অনেক বক্তৃতা শুনেছি, বেশ কিছু শুনতে বাধ্যও হয়েছি। কিন্তু এমন অভিনব, মর্মস্পর্শীও মজার বক্তৃতা জীবনে শুনিনি। শোনার পর থেকেই সে অভিজ্ঞতা অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার জন্য ছটফট করছি। বক্তা একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী। ভারতের যে কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানীকে নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি, ইনি তাঁদের মধ্যে এক জন। এবং একই সঙ্গে একজন কবি, কবিতার বই আছে। এবং এ দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ পি জে আবদুল কালাম।

দিল্লির সাহিত্য অকাদেমির সম্বৎসর বক্তৃতায় তিনিই একমাত্র বক্তা। মঞ্চের ওপর সেই পরিচিত মূর্তি। সাত জন্মে মাথার চুল আঁচড়ান না মনে হয়, পোশাকের পারিপাট্য নেই, কখনও টাই পরেন না। এমনই ভাবভঙ্গি যে, অ্যাবসেন্ট মাইণ্ডেড প্রফেসরের কথা মনে পড়ে। বক্তৃতা দেওয়ার আহ্বান জানাবার আগেই তিনি উঠে আসছেন পোডিয়ামের কাছে। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে এক জন যখন তাঁর পরিচয় জানাতে গিয়ে নানাবিধ গুণাবলির উল্লেখ করছেন, তখন মাঝে মাঝে হাততালি দিয়ে উঠছেন দর্শকরা, তিনিও এক বার হাততালি দিয়ে ফেলে বিহ্বল ভাবে তাকাচ্ছেন এ দিক ও দিক!

বক্তৃতার বিষয় হচ্ছে, জ্ঞানের বিশ্বে ভ্রমণ। বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও সাহিত্য ও দর্শনের কী কী বই তাঁকে প্রভাবিত করেছে সারা জীবন, সেই কথা বলতে লাগলেন। তাঁর মতে, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেডিক্যাল কলেজেও ভাল ভাল সাহিত্যের বই রাখা উচিত। ছাত্রজীবনের একটা অভিজ্ঞতার কথাও বললেন। যখন তিনি চেন্নাইতে ম্যাড্রাস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি-র দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র, থাকেন হস্টেলে, তখন এক গ্রীষ্মে তাঁদের দেশের বাড়ি রামেশ্বরমে তুমুল ঝড়-বৃষ্টিতে অনেক বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে যায়। তাঁর বাবা-মা আছেন সেখানে, তাঁদের কোনও বিপদ হয়েছে কি না সেই উদ্বেগে কালাম তখনই সেখানে যেতে চাইলেন। কিন্তু মাসের শেষ, হাতে একেবারে পয়সা নেই। গাড়িভাড়াই বা জোটাবেন কোথা থেকে? সোজা চলে এলেন মুর মার্কেটে। সেখানে একটা দোকানে নতুন ও পুরনো বই কেনাবেচা হয়। সে দোকানে এসে তিনি একখানা বই বিক্রি করার চেষ্টা করলেন, বইখানির নাম ‘দা থিয়োরি অব ইলাসটিসিটি’। সে বছরই এয়ারোডাইনামিক্স-এর পরীক্ষায় তিনি রেকর্ড নম্বর পেয়েছিলেন বলে এমআই টি-র অধ্যক্ষ তাঁকে বইটি উপহার দিয়েছেন। দামি বই। সেই পঞ্চাশের দশকেই চারশো টাকা। কালামের রামেশ্বরম যেতে ষাট টাকা লাগবে, তা পেলেই তিনি বইটি বিক্রি করে দিতে রাজি। দোকানের মালিক মাথায় টিকি ওয়ালা এক প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ। তিনি বইটা নেড়ে চেড়ে দেখে বললেন, এ রকম পুরস্কার পাওয়া এত মূল্যবান বই তুমি বিক্রি করছ কেন? এ বই আমি কিনতে পারব না। তার পর কালামের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি আবার বললেন, তোমার যখন এতই টাকার দরকার, আমি তোমাকে ষাট টাকা দিচ্ছি। পরে কোনও এক সময় টাকাটা জোগাড় করে আমাকে দিয়ে বইটা ফেরত নিয়ে যেও! কালাম বললেন, তিনি সারা জীবনেও সেই ব্যক্তিটির মুখ ভুলতে পারেন না।

অন্য রকম। একটি অনুষ্ঠানে ছোটদের সঙ্গে আভুল পাকির জয়নুলাবদিন আবদুল কালাম।

বইয়ের কথা বলতে বলতে হঠাৎ তিনি বলতে শুরু করলেন একটা অর্জুন গাছের কথা। তাঁর দিল্লির বাড়ির বাগানে দণ্ডায়মান এই গাছটির বয়েস একশো বছরেরও বেশি, কালামের বাবাও একশো তিনবছর বেঁচেছিলেন। শত শত ডালপালা ছড়ানো সেই বিশাল অর্জুন গাছটির সঙ্গে মাঝে মাঝেই তাঁর নানান কথাবার্তা হয় বন্ধুর মতন। গাছ তাঁর অনেক প্রশ্নের উত্তর দেন।

এ সব তো আছেই, তাঁর বক্তৃতার আসল মজা অন্য।তাঁর বক্তব্য শুনতে শুনতে শ্রোতারা এক-এক জায়গায় যেই হাততালি দিচ্ছে, অমনি তিনি বলছেন, কী, এটা ভাল লেগেছে? তা হলে আমি যা বলছি, আমার সঙ্গে সঙ্গে গলা মিলিয়ে সবাই শপথ নাও। বলো, ‘আজ থেকে আমি’...। শ্রোতারা সমস্বরে বলল, আজ থেকে আমি...। ‘এই শপথ করছি যে’, শ্রোতারাও, এই শপথ করছি যে...। ঠিক বাচ্চাদের নামতা পড়াবার মতন।

শেষ শপথটির কথা না বললেই নয়। সেটা এ রকম ১) আজ থেকে আমার বাড়িতে অন্তত ২০টি বই নিয়ে একটা লাইব্রেরি চালু করব, যার মধ্যে দশটি বই থাকবে বাচ্চাদের জন্য। ২) আমার মেয়ে আর ছেলে বাড়ির সেই লাইব্রেরির বইয়ের সংখ্যা বাড়িয়ে ফেলবে অন্তত ২০০টি। ৩) আমার নাতি-নাতনিরা সেই বইয়ের সংখ্যা বাড়িয়ে ফেলবে অন্তত দু’হাজারে। ৪) আমাদের বাড়ির লাইব্রেরিটিই হবে আমাদের পরিবারের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পত্তি। ৫) আমরা পরিবারের সবাই মিলে সেই লাইব্রেরিতে প্রতিদিন অন্তত এক ঘণ্টা সময় কাটাব!

কালাম আরও জানালেন যে, তামিলনাড়ুর এক বইমেলায় তিনি প্রায় দু’লক্ষ মানুষের এক সমাবেশে শ্রোতাদের এই শপথ পাঠ করিয়ে ছিলেন। তারপর অনেকেই তক্ষুনি একসঙ্গে কুড়িখানা বই কেনার জন্য ছুটে যায়।

পাঠকদের কলমে সংগ্রামী নীরা আর্য

বিশেষ প্রতিবেদক

নীরা আর্য যাঁকে ভারতবাসী প্রায় ভুলেই গেছে! ভারতের স্বাধীনতার গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী অনেক বিস্মৃত বীর ও বীরদের দ্বারা

পরিপূর্ণ যারা ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে সর্বস্ব উৎসর্গ করেছিলেন, কিন্তু স্বাধীনতার পরে তাদের দেশে অজ্ঞাত জীবনযাপন করতে হয়েছিল। ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনীর (আজাদ হিন্দ ফৌজ) রানী ঝাঁসি রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন নীরা আর্য ছিলেন এমনই একজন মহান দেশপ্রেমিক, সাহসী, স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং বীরত্বগাথা। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জীবন বাঁচাতে তিনি তার স্বামীকে হত্যা করেছিলেন যিনি তাকে গুলি করেছিলেন। তার অকল্পনীয় এবং অনন্য সাহসের পরিপ্রেক্ষিতে, সুভাষ চন্দ্র বসু নীরা আর্যকে ‘নীরা-নাগিনী’ বলে সম্বোধন করেছিলেন। তাই, তিনি নীরা নাগিনী নামেও পরিচিত। ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনীর আত্ম সমর্পণের পর, যখন দিল্লির লাল কেল্লায় বিচার অনুষ্ঠিত হয়, তখন সমস্ত বন্দী মুক্তি পায়। কিন্তু তার ব্রিটিশ-অনুগত পুলিশ অফিসার স্বামীর হত্যার জন্য তাকে শাস্তি দেওয়া হয় এবং কালা পানি কারাদণ্ড দেওয়া হয়, যেখানে তাকে কঠোর নির্যাতন সহ্য করতে হয়। তাকে দেশের প্রথম মহিলা গুপ্তচর হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর, নীরা আর্য হায়দ্রাবাদে রাস্তার ধারে ফুল বিক্রি করে একটি বেনামী, দুর্বিষহ এবং অসহায় জীবন যাপন করতেন, কিন্তু কোনও ধরণের সরকারি সহায়তা বা পেনশন গ্রহণ করতেন না। হায়দ্রাবাদের মহিলারা তাকে ‘পেদাম্মা’ বলে ডাকতেন। তার জীবনের উপর একটি মহাকাব্যও আছে যার নাম ‘নীরা নাগিনী’। তার ছোট ভাই বসন্ত কুমারও ভারতীয় জাতীয় সেনা বাহিনীর একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, যিনি স্বাধীনতার পরে একজন তপস্বীর জীবনযাপন করেছিলেন। অনেক লোকশিল্পী নীরা আর্য এবং তার ভাই বসন্ত কুমারের জীবন নিয়ে কাব্যগ্রন্থ এবং স্তোত্র লিখেছেন। তিনি তার আত্মজীবনী আকারে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে তার ভূমিকা সম্পর্কেও লিখেছেন। তার আত্মজীবনীতে কালাপানিতে বন্দী থাকাকালীন ব্রিটিশদের দ্বারা তার প্রতি করা অমানবিক আচরণের ঘটনাও উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি হিন্দি-উর্দু লেখক মধু ধামার সাথে তার জীবন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের অনেক ঘটনা ভাগ করে নিয়েছেন। তিনি নীরা আর্যের বর্ণিত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে একটি উপন্যাসও লিখেছেন, যেখানে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে তার অবদান তুলে ধরা হয়েছে।

রাজাপুর ভাতশালার বাবা পঞ্চাননের মন্দিরে জলাঞ্জলি দিলেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ

দুরন্ত বার্তা,পূর্বস্থলী, ২৮ জুলাই ঃ পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের জাহান্নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ঐতিহ্যবাহী রাজাপুর ভাতশালা গ্রামে অবস্থিত প্রাচীন ও পূজিত বাবা পঞ্চাননের শিবমন্দিরে শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয় সোমবারে বিশেষ পূজার আয়োজন করা হয়। হিন্দু ধর্মমতে শ্রাবণ মাস শিবপূজার জন্য অত্যন্ত পুণ্যময়, আর সেই উপলক্ষ্যে এদিন বহু ভক্ত

উপস্থিত হন শিবদর্শনে ও জলাঞ্জলি দিতে। এই শুভদিনে ভক্তদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে শিবের চরণে জলাঞ্জলি দিলেন রাজ্যের প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী, স্বপন দেবনাথ। তিনি পূর্ণ ভক্তিভরে শিবলিঙ্গে জল নিবেদন করেন এবং রাজ্যবাসীর শান্তি, সমৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্যর জন্য প্রার্থনা জানান। উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, শিবঠাকুর আমাদের রক্ষা করুন, সকলের জীবনে সুখ ও শান্তি বয়ে আনুন। এই পুণ্যলগ্নে আরও উপস্থিত ছিলেন জাহান্নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, মৃণাল কান্তি দেবনাথ, যিনি মন্দির পরিচালন কমিটি এবং গ্রামবাসীদের আন্তরিক প্রচেষ্টাকে কুর্নিশ জানান। পুরো অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত আধ্যাত্মিক পরিবেশে, ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য বজায় রেখে পালিত হয়। সকাল থেকে ভক্তদের লাইন পড়ে যায়, সকলেই এক মনে প্রার্থনা করেন এবং এই পবিত্র দিনে নিজেদের স্নিগ্ধ আত্মার মাধ্যমে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করেন।

কালো নুনিয়া ধানের চাষ শুরু হয়েছে হ্যামিল্টনগঞ্জেও, খুশি কৃষকরা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৮ জুলাই ঃ এবার আর শুধু জালাপাখাওয়া নয়, কালো নুনিয়া ধানের চাষ শুরু হয়েছে হ্যামিল্টনগঞ্জেও। খুশি এলাকার কৃষকরা। তবে ধানের বীজ রোপনের সময় বৃষ্টি হয়নি, ফলে ক্ষতির আশঙ্কায় কৃষকেরা। এতদিনের তীব্র রোদের তাপে আলিপুরদুয়ার জুড়ে কালো নুনিয়া ধানের চাষে ব্যাপক ক্ষতি হয়। বৃষ্টির অভাবে জমিতেই শুকিয়ে যায় ধানের চারা। মাথায় হাত পড়ে কৃষকদের। তবে বৃষ্টি শুরু হতেই মুখে হাসি কৃষকদের। গত কয়েক বছরে বেড়েছে 'জি আই' ট্যাগ পাওয়া এই কালো নুনিয়া ধানের চাষ। অন্যান্য ধানের তুলনায় বিঘা প্রতি উৎপাদন কম হলেও, আয় অনেকটাই বেশি। ফলে অন্যান্য ধানের তুলনায় জেলাজুড়ে বাড়ছে কালো নুনিয়া ধানের চাষ। কৃষকদের এই চাষে উৎসাহিত করতে কৃষি দফতরের তরফে কৃষিপ্রবন এলাকায় দেওয়া হয়েছে এই ধানের চারাও। তবে লাগাতার তীব্র রোদে চির ধরতে শুরু করে চাষের জমিতে, শুকিয়ে যায় জমিতে থাকা কালো নুনিয়া ধানের চারা। শীঘ্র বৃষ্টি না হলে এই ধান চাষে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা করেছিলেন কৃষকেরা। কৃষকদের কথায়, স্বাদ ও গন্ধে অতুলনীয় এই কালো নুনিয়া ধানের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। যেখানে অন্যান্য ধানের উৎপাদন এক বিঘায় ১০ থেকে ১২ মন, সেখানে এক বিঘায় কালো নুনিয়ার উৎপাদন ৬ মন। অন্যান্য ধান যেখানে এক মন বিক্রি হয় ৬০০ টাকা দরে, সেখানে কালো নুনিয়ার এক মনের দাম ২০০০ টাকা। ফলে অনেকটাই লাভজনক। এক কৃষক জানান, যে সময় বৃষ্টি হওয়ার প্রয়োজন ছিল, সে সময় বৃষ্টি হল না। ফলে ধান চাষে সমস্যা দেখা দিয়েছে।

থার্মোকল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় উদ্যোগ, রেগুলেটেড মার্কেটেই শুরু হবে প্রথম প্রকল্প

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৮ জুলাই ঃ কলকাতার পরে এবার থার্মোকল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পথে এগোতে চলেছে শিলিগুড়ি পৌরনিগম। শহরের রেগুলেটেড মার্কেটে প্রথম পর্যায়ে এই বিশেষ প্রকল্প চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সোমবার শিলিগুড়ি পৌরনিগমের সভাকক্ষে এই বিষয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, এমএমআইসি-রা,

রেগুলেটেড মার্কেটের ব্যবসায়ী প্রতিনিধি ও অন্যান্য বাজারের ব্যবসায়ীরা। বৈঠকে থার্মোকল ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনে সচেতনতা ও রূপায়ণের উপায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। জানা গেছে, শিলিগুড়ি পৌরনিগমের একটি প্রতিনিধি দল ইতিমধ্যেই কলকাতা গিয়ে সেখানকার থার্মোকল ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি ঘুরে দেখে এসেছে। ওই অভিজ্ঞতা বৈঠকে প্রজেক্টরের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। প্রকল্পটি ১৫তম অর্থ কমিশনের অনুদানে বাস্তবায়ন করা হবে। মেয়র গৌতম দেব আরও জানান, রাজ্যের কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্নার সঙ্গেও এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। খুব শীঘ্রই রেগুলেটেড মার্কেটকে আধুনিকীকরণ করা হবে- তৈরি হবে উন্নত নিকাশি ব্যবস্থা, সৌন্দর্যায়নের পাশাপাশি গুরুত্ব পাবে থার্মোকল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা। পৌরনিগমের এই পদক্ষেপে শহরের পরিবেশবান্ধব বাজার ব্যবস্থাপনার দিকে আরও এক ধাপ এগোবে বলে আশাবাদী পুরসভার আধিকারিকরা।

বর্ষীয়ান দুই নেতা আশিস ও অনুব্রতর হাতেই কোর কমিটির রাশ

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২৮ জুলাই ঃ দুই বর্ষীয়ান নেতাই কোর কমিটি পরিচালনা করবেন। সোমবার বিকেলে রাঙাবিতান গেষ্ট হাউসে কোর কমিটির বৈঠকে এমনই নির্দেশ দিয়েছেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন কোর কমিটির ৯ জন সদস্যই উপস্থিত ছিলেন মমতার ডাকা সভায়। প্রায় আধঘন্টা ধরে বৈঠক চলে। কিন্তু বৈঠক শেষে কোন সদস্যই সংবাদমাধ্যমের কাছে মুখ খুলতে চাননি। সূত্রের খবর, মমতা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, সামনে নির্বাচন সবাই মিলে দল সংগঠন বাড়াতে হবে। সংবাদমাধমের কাছে মুখ খোলা যাবে না। কোর কমিটির মধ্যে অনুব্রত মণ্ডল এবং আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় দুজনেই বর্ষীয়ান নেতা। ফলে দুজন মিলেই কোর কমিটি পরিচালনা করবে। রবিবার রাতে মুখ্যমন্ত্রী বোলপুরে ঢুকতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রিয় চপ মুড়ি নিয়ে দেখা করে আসেন অনুব্রত মণ্ডল ওরফে কেষ্ট। এরপর থেকেই অনুব্রতর গুরুত্ব বাড়তে থাকে। তার বড় প্রমান প্রশাসনিক বৈঠকে মঞ্চে উপস্থিতির তালিকায় এক নম্বরে নাম ছিল অনুব্রত মণ্ডলের। এমনকি মিছিলে কেষ্টকে দেখা না গেলেও জনসভার মঞ্চ থেকে কেষ্টর উপস্থিতির কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাহলে আগামী দিনে বীরভূম জেলায় কেষ্ট কি স্বমহিমায় ফিরছেন? সেটা সময়ের অপেক্ষা। তবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবজোয়ার থেকে রীতিমতো গুরুত্ব পেয়ে উঠে এসেছেন কাজল শেখ। তাই তার গুরুত্ব অটুট থাকবে বলেই মনে করছে তথ্যবিজ্ঞ মহল।

বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার ১

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৮ জুলাই ঃ রবিবার রাতে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্রসহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল ডোমকল থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে ডোমকল পুলিশের একটি বিশেষ তদন্তকারী দল ডোমকল থানার অন্তর্গত ঝাউবেড়িয়া মুহরমতলা মাঠে নাকা তল্লাশি চালায়। সেখান থেকেই গ্রেপ্তার করা হয় আশরাফুল মন্ডল ওরফে ইসলাম নামে এক ব্যক্তিকে। ধৃত ব্যক্তির বাড়ি ডোমকল থানার অন্তর্গত জুগিন্দা মালোপাড়া অঞ্চলে। ধৃত ব্যক্তির কাছ থেকে একটি উন্নত মানের ৭ এমএম পিস্তল, ৪ রাউন্ড ৭ এমএম পিস্তলের গুলি এবং ৯৮ রাউন্ড ১২ বোমের তাজা গুলি উদ্ধার করেছে পুলিশ। এই আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি সে কোথা থেকে পেল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ানোর জন্য আগে থেকেই আগ্নেয়াস্ত্র মজুত করছে দুষ্কৃতীরা। ধৃতর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। সোমবার তাকে পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে আদালতে পেশ করা হয়েছে। ডোমকল পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের জন্য ডোমকল থানা এলাকায় এই রকমের অভিযান আরও চলবে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপে সিনিয়র সুপারভাইজারদের জন্য ৭১ তম ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম সমাপ্ত

মালিগাঁও, ২৮ জুলাই ঃ ২৫ জুলাই ২০২৫ তারিখে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সিনিয়র সুপারভাইজারদের জন্য ৭১ তম ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এমডিপি) সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। এই কর্মসূচিটি একটি প্রধান পদক্ষেপ যার লক্ষ্য নেতৃত্বের দক্ষতা তৈরি করা, ব্যবস্থাপনাগত কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা এবং সিয়ির সুপারভাইজার কর্মীদের মধ্যে সাংগঠনিক মূল্যবোধ মজবুত করা। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রী এস.পি. বেক, এসডিজিএম এবং সিভিওউত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এবং সকল অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে এই প্রোগ্রামের সমাপ্তির সার্টিফিকেট বিতরণ করেন। উক্ত ভাষণে, তিনি তৃণমূল স্তরে সুরক্ষা, শৃঙ্খলা এবং উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়কদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উপর জোর দেন এবং ভারতীয় রেলওয়ের বৃহত্তর লক্ষ্যের সাথে ব্যক্তিগত লক্ষ্যগুলিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার গুরুত্ব তুলে ধরেন। সপ্তাহব্যাপী এই কর্মসূচিতে একটি পরিকাঠামোগত পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্ত ছিল যেখানে বক্তৃতা, গ্রুপ আলোচনা এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে ইন্টারেক্টিভ সেশন অন্তর্ভুক্ত ছিল। আলোচনার মূল বিষয়গুলির মধ্যে পেশাদার এবং ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে সতর্কতার ভূমিকা, রেল পেশাদারদের জন্য কার্যকর সময় ব্যবস্থাপনা, দলগত প্রেরণা এবং

আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের কৌশল এবং ভারতীয় রেলওয়ের মধ্যে সতর্কতা ব্যবস্থার গভীর ধারণা। তত্ত্বাবধায়কদের তাদের ভূমিকা আরও কার্যকর এবং দায়িত্বশীলভাবে পালনে সহায়তা করার জন্য ব্যবহারিক অন্তর্দৃষ্টি এবং সরঞ্জাম প্রদানের জন্য সেশনগুলি ডিজাইন করা হয়েছিল। এই কর্মসূচি অংশগ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতা এবং সর্বোত্তম অনুশীলন ভাগ করে নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করে, সহযোগিতা এবং ক্রমাগত শেখার সংস্কৃতি গড়ে তোলে। এই কর্মসূচিটি বর্তমান পদক্ষেপের একটি ধারাবাহিক অংশ যার লক্ষ্য অভ্যন্তরীণ প্রতিভা এবং প্রতিষ্ঠানের ভেতর থেকে ভবিষ্যতের নেতৃত্বের একটি শক্তিশালী পাইপলাইন তৈরি করা। এই প্রোগ্রামটি আয়োজনের মাধ্যমে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের লক্ষ্য হলো সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টাকে বিকেন্দ্রীকরণ করা এবং তার নেটওয়ার্কে এই ধরনের সুযোগগুলিতে অ্যাক্সেস নিশ্চিত করা। অংশগ্রহণকারীরা বিষয়বস্তুর মান এবং সেশনের ইন্টারেক্টিভ প্রকৃতির জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এবং তাদের দৈনন্দিন দায়িত্বের সাথে শেখার অভিজ্ঞতার প্রাসঙ্গিকতা উল্লেখ করেছেন। প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরে উৎকর্ষ, উদ্ভাবন এবং নেতৃত্ব বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত বিরতিতে অনুরূপ উন্নয়ন কর্মসূচি পরিচালনের জন্য উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সর্বদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বিধাননগর স্টেশনের ডিকোঞ্জেশনের জন্য শিয়ালদহ বিভাগ দুটি বিশেষ ট্রেন চালু করবে

কলকাতা, ২৮ জুলাই ঃ উন্নত ভিড় ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার প্রয়াসে, শিয়ালদহ বিভাগ বিধাননগরকে একটি বিক্রেতা-মুক্ত স্টেশনে পরিণত করার জন্য কোন কসরত ছাড়ছে না। বিধাননগর তার কৌশলগত অবস্থান এবং সল্টলেক, শিয়ালদহ, কাঁকুড়গাছি, সেক্টর ভি ইত্যাদির সাথে ঘনিষ্ঠতার কারণে বিস্তৃত সংযোগের কারণে বিভাগের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন। এছাড়াও, এটি উত্তর ও দক্ষিণ বিভাগের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগকারী হিসেবেও কাজ করে। শ্রী রাজীব সাক্সেনা / ডিআরএম- এর গতিশীল নেতৃত্বে, শিয়ালদহ বিভাগ সম্প্রতি যাত্রীদের ভিড় কমাতে এবং যাত্রীদের নিরাপত্তা উন্নত করার জন্য বেশ কয়েকটি উদ্যোগ নিয়েছে। সাম্প্রতিক অতীতে, দমদম ক্যান্টনমেন্ট- বনগাঁ, শিয়ালদহ-ডায়মন্ড হারবার, বারাসত-বসিরহাট সহ বিভিন্ন বিভাগে ১০ টিরও বেশি নতুন ইএমইউ পরিষেবা চালু করা হয়েছে। মেট্রোর আসন্ন হলুদ ও কমলা অংশের সাথে, দমদম ক্যান্টনমেন্ট নতুন ট্রানজিট হাব হিসেবে আবির্ভূত হতে চলেছে, যা বিধাননগর থেকে উপনগরী যাত্রীদের বোঝা সরিয়ে নিতে পারে। বিধাননগরকে আরও যানজট কমাতে, শিয়ালদহ বিভাগ বিধাননগর থেকে একটি নতুন ইএমইউ পরিষেবা চালু করার পরিকল্পনা করছে। বিধাননগরের বিশাল সন্ধ্যার ভিড় কমাতে, একটি বিধাননগর-কল্যাণী ইএমইউ স্পেশাল চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যা বিধাননগর থেকে সন্ধ্যা ৭.২৫ মিনিটে ছেড়ে কল্যাণীতে ২০.৩৬ মিনিটে পৌঁছাবে। আরেকটি কল্যাণী-শিয়ালদহ ইএমইউ স্পেশাল কল্যাণী থেকে ২০.৫২ মিনিটে ছেড়ে শিয়ালদহতে ২২.১৯ মিনিটে পৌঁছাবে। নিরাপদ ট্রেন পরিচালনার জন্য স্টেশনটি কোনও বিক্রেতা ছাড়াই আরও উপযুক্ত হয়ে উঠলে নতুন ইএমইউ লোকাল দুটি চালু হবে। ব্যস্ত সময়ে কোনও পদদলিত হওয়ার মতো পরিস্থিতি এড়াতে যাত্রীদের জন্য আরও বেশি পায়ে হেঁটে যাওয়ার জায়গা প্রদানের জন্য শিয়ালদহ বিভাগ এটিকে একটি বিক্রেতা-মুক্ত স্টেশন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। উপরে উল্লিখিত দুটি নতুন ইএমইউ লোকাল ট্রেনের প্রবর্তন লক্ষ লক্ষ সম্মানিত দৈনিক যাত্রীদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ এবং উন্নত ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদানে নিশ্চিতভাবে সহায়ক হবে।

২৬-এর আগে শক্তি বাড়ল শাসকদলে, তৃণমূল কংগ্রেসে ফিরলেন ৩০টি পরিবার

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ২৮ জুলাই ঃ মাল ব্লকের রাঙামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের গুড়াজং ঝোরার বালি লাইনে ফের তৃণমূল কংগ্রেসে ফিরলেন ৩০টি পরিবার। রাস্তাঘাটের উন্নয়ন নিয়ে ক্ষোভ থেকে কয়েক মাস আগেই তাঁরা তৃণমূল ছেড়ে অন্য দলে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সেই 'অভিমান' ভাঙল, বলে জানালেন তাঁরা। তাই আজ আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূলে যোগ দিলেন রাঙামাটি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অশোক চিক বড়াইকের হাত ধরে। বালি লাইনে আয়োজিত এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন মন্ত্রী বুলুচিক বড়াইক-এর ছেলে তথা রাঙামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অশোক চিক বড়াইক। তিনি বলেন, 'এই পরিবারগুলি আগে থেকেই তৃণমূলের সঙ্গে ছিল। কিছু ভুল বোঝাবুঝি ও অভিমান থেকে তারা অন্য দলে চলে গিয়েছিল। আজ তারা নিজেরা বুঝতে পেরেছেন যে তৃণমূলই মানুষের পাশে দাঁড়ায়। তাই তাঁরা আবার ফিরে এসেছেন। আমরা তাদের স্বাগত জানাই।' স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গুড়াজং ঝোরার বালি লাইনের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল রাস্তার উন্নয়ন। কিন্তু সেই দাবি পূরণ না হওয়ায় এলাকায় ক্ষোভ তৈরি হয়। এই ক্ষোভ থেকেই প্রায় ৩২টি পরিবার, অর্থাৎ প্রায় ১০০-রও বেশি ভোটার তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে অন্য দলে যোগ দেন। তবে কয়েক মাসের মধ্যেই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। অনেকেই দেখেন, উন্নয়ন প্রকল্পে তৃণমূল ফের সক্রিয় হয়েছে। পাশাপাশি স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গে ফের যোগাযোগ স্থাপন করেন কিছু পুরনো কর্মী-সমর্থক। শেষে, নিজে থেকেই তাঁরা ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন। বালি লাইনের বাসিন্দারা বলেন, 'আমরা তৃণমূলের পুরনো সমর্থক। ক্ষোভে দল ছেড়েছিলাম। কিন্তু আজ বুঝতে পারছি, সেটা ভুল ছিল। অন্য দলে গিয়ে কোনো কাজ হয়নি । তাই আবার ফিরে এলাম।' স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব মনে করছেন, এই প্রত্যাবর্তন একটি বড় বার্তা। তা প্রমাণ করে, সাধারণ মানুষ এখনও উন্নয়ন এবং স্থিতিশীল নেতৃত্বের জন্য তৃণমূল কংগ্রেসকেই ভরসা করেন। অনুষ্ঠানে দলীয় স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা।

পাথরের প্লেট খোদাই করে দুই ইঞ্চির দুর্গা প্রতিমা বানিয়ে তাক লাগাচ্ছেন ৭৭ -র সমরেন্দু মিশ্র

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৮ জুলাই ঃ ভোর চারটে বাজলেই বিভিন্ন সরঞ্জাম আর চায়ের ফ্লাক্স নিয়ে বসে পড়েন ৭৭ বছরের বৃদ্ধ। সারাদিন এই কাজ নিয়েই পড়ে থাকেন তিনি। বয়সকে হার মানিয়ে যেভাবে তিনি কাজ করে

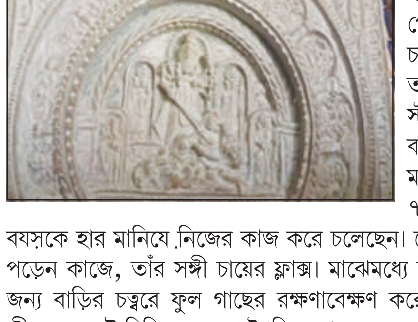

চলেছেন, তাতে অবাক হবেন! ফেলে দেওয়া প্লেট, শ্লেট দিয়ে বানিয়ে চলেছেন একের পর এক তাক লাগানো পুতুল বা স্ট্যাচু! বাঁকুড়ার বড়জোড়া ব্লকের মালিযাড়া গ্রামের বাসিন্দা ৭৭ বছরের সমরেন্দু মিশ্র। বয়সকে হার মানিয়ে নিজের কাজ করে চলেছেন। ভোর চারটে থেকে বসে পড়েন কাজে, তাঁর সঙ্গী চায়ের ফ্লাক্স। মাঝেমধ্যে শরীরকে রেস্ট দেওয়ার জন্য বাড়ির চত্বরে ফুল গাছের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। সমরেন্দু মিশ্র স্কুল জীবন থেকেই বিভিন্ন রকমের শৈল্পিক কাজ করে চলেছেন। হঠাৎ করে তাঁর মনে হয়, খড় দিয়ে কিছু বানাবেন। প্রথমে ছোট ছবি, তারপর ছোট ছোট পুতুল বা স্ট্যাচু বানালেন। এখন তিনি খড় দিয়ে বিভিন্ন রকমের ছবি ও মূর্তি বানাচ্ছেন। বিশেষ করে নজর কাড়ছে টেরাকোটার আদলের ঘোড়া। এছাড়াও তিনি স্লেট খোদাই করে বিভিন্ন রকমের মূর্তি বানাচ্ছেন। পাথরের প্লেট খোদাই করে দুই ইঞ্চির দুর্গা প্রতিমা বানিয়ে ফেলেছেন ৭৭ বছরের সমরেন্দু মিশ্র। তিনি বিনামূল্যে বহু আগ্রহীদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। তাঁর বাড়িতে বহু ছেলেমেয়েরা আসেন আর্টের কাজ শিখতে।

সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার স্কুলে মিড ডে মিলে ডিম ও বিরিয়ানি

দুরন্ত বার্তা, কুলতলি, ২৮ জুলাই ঃ মিড ডে মিলে প্রতিদিনের একই ধরনের খাওয়ার স্বাদ পালটালো সুন্দরবনের একটি স্কুল। মিড-ডে মিলের খাবারের মান নিয়ে একাধিক জায়গায় বারবার উঠেছে নানা অভিযোগ। আর সেই জায়গায় অন্য ছবি দেখা গেল সুন্দরবনের কুলতলির জামতলা ভগবান চন্দ্র হাই স্কুলে। মিড-ডে মিলে পড়ুয়াদের রাজকীয় খাবার খাইয়ে নজির গড়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। রাজ্যে একের পর এক বিভিন্ন স্কুলে মিড-ডে মিলের বেহাল দশার ছবি প্রকাশ্যে এসেছে। কোথাও আবার দেখা গিয়েছে নিজেদের গাঁটের কড়ি খরচ করে খুদেদের পেটভরে খাওয়াচ্ছেন শিক্ষক শিক্ষাকর্মীরা। এবার সুন্দরবনের প্রত্যন্ত কুলতলি এলাকায় সপ্তাহে একদিন মিড ডে মিলে মিলছে রাজকীয় খাবার। খাদ্যতালিকা মেনে পড়ুয়াদের পাতে পড়ছে বিরিয়ানি, ডিম। শুধু তাই নয়, তার সঙ্গে মিলছে মাংসও। গত কয়েক মাস ধরে এমন বাহারি পদই পাচ্ছে জামতলা ভগবান চন্দ্র হাইস্কুলের পড়ুয়ারা। আর এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকরা সুন্দরবনের এই প্রত্যন্ত গ্রামের স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে নিজের উদ্যোগেই মিড-ডে মিলের খাদ্য তালিকায় বদল এনেছেন। এই সমস্ত এলাকার পড়ুয়ারা বেশির ভাগই দরিদ্র পরিবারের। তাই মিড-ডে মিলের খাবারে তারা যাতে মন ভরে ও পেট ভরে খেতে পারে সেই জন্য এই ধরনের ব্যবস্থা। তাতেই সফল হয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। নানা আধিকারিক ও স্থানীয়রা স্কুলের এই মেনু দেখে প্রশংসা করেন। এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শান্তনু ঘোষাল বলেন, স্কুলের

পড়ুয়ার সংখ্যা বেশি হলে ও সততার সঙ্গে কাজ করলেই পড়ুয়াদের একটু ভাল খাওয়ানো যায়। একবারে সারা মাসের বাজার করা হয়। কয়েক দিনের মেনুতে ভাতের সঙ্গে শুধু আলু, সবজি, সোয়াবিন, কুমড়ো রাখা হয়েছে। ফলে সেই দিনগুলোর খরচ অন্যদিনের তুলনায় অনেকটাই কম। ফলে ওই দিনের খাবারে বেঁচে যায় কিছুটা টাকা। আর সেই টাকা দিয়েই এই ধরনের ব্যবস্থা করা। এই ব্যাপারে কুলতলির বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডল বলেন, খুব ভালো উদ্যোগ নিয়েছেন ভগবান চন্দ্র হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। অন্য স্কুল ও এই ভাবে এগিয়ে আসলে পড়ুয়ার সংখ্যা বাড়বে। আর স্কুলের মিড ডে মিলের এই ধরনের ব্যবস্থায় খুশি ছাত্র ছাত্রীরাও।

বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস পালন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৮ জুলাই ঃ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সোমবার জলপাইগুড়িতে পালিত হল বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস। জলপাইগুড়ি জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে এই উপলক্ষে শহরে একটি সচেতনতামূলক র‍্যালি ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়। ২৮ জুলাই প্রতি বছর সারা বিশ্বব্যাপী পালিত হয় হেপাটাইটিস দিবস। হেপাটাইটিস এ, বি, সি, ডি ও ই সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি করা রোগনির্ণয, প্রতিরোধ ও প্রতিকার সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করতেই এই উদ্যোগ ।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আমি Md Nasiruddin S/o Md Nasimuddin ঠিকানা 13/H/11, Mayur Bhanj Road, Kolkata-700023 নতুন EC পাইবার জন্যে W.B.L.C.S.C এ আবেদন কারিয়াছি। যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের ভিতর চেয়ারম্যান W.B.L.C.S.C 1 Beliaghata Road, Kolkata-14 যোগাযোগ করুন।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ২৩.০৭.২০২৫, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **ক্র. নং ১, টেন্ডার নংঃ টিএন-৯৬-২৫-২৬, কাজের নাম ঃ** ব্রিজ নং ১৩সিসিআর (গঙ্গা নদী)-এর পায়ার-এর জলের তলায় ফাটলের আনুপূর্বিক সংস্কার। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮৫,৮১,৯৮৪.২২ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ১,৭১,৬০০ টাকা। **ক্র. নং ২, টেন্ডার নংঃ টিএন-৯৭-২৫-২৬, কাজের নাম ঃ** সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/(১)/শিয়ালদহর আওতাধীনে সকল আনুষঙ্গিক কাজ সমেত জল রাখার পাত্র সমেত জল সরবরাহ করার জন্য চিৎপুরে ২.৫ এমজিডি জল পরিশোধন প্ল্যান্ট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (৩ বছর)। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৭৯,৭৮,৯৪৫ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,৩৯,৯০০ টাকা। **ক্র. নং ৩, টেন্ডার নংঃ টিএন-৯৮-২৫-২৬, কাজের নাম ঃ** সোদপুরে ঃ সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/১/শিয়ালদহর আওতাধীনে অন্যান্য সকল আনুষঙ্গিক কাজ সমেত যাত্রী কেন্দ্রিক সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮১,৩৮,৬৫৬.৩৫ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ১,৬২,৮০০ টাকা। **ক্র. নং ৪, টেন্ডার নংঃ টিএন-৯৯-২৫-২৬, কাজের নাম ঃ** (i) কাঁচরাপাড়া ঃ এমডিএসটিআই/আরপিএফ/কেপিএ-র পূর্ব দিকে ৮ ফুট পর্যন্ত সীমানা প্রাচীর দেওয়া ও কাঁটাতার লাগানোর প্রস্তাব। (ii) ব্যারাকপুর-এ আরপিএফ অফিস (৪০ আসনের)-এর ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৮৪,০১,২৮৫.৬৭ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,৪২,০০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৮.০৮.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টেয়। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ক্র. নং ১-এর জন্য ০৬ (ছয়) মাস, ক্র. নং ২-এর জন্য ৩৬ (ছত্রিশ) মাস, ক্র. নং ৩-এর জন্য ০৯ (নয়) মাস, ক্র. নং ৪-এর জন্য ১০ (দশ) মাস। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১৮.০৮.২০২৫ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট। টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে টেন্ডার দাখিল করতে হবে। হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব সরাসরি বাতিল করা হবে।

SDAH-136/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

খন্ডঘোষের উখারিদ পঞ্চায়েতে সু-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্বোধন

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৮ জুলাই ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ ব্লকের উখরিদ গ্রাম পঞ্চায়েতের চাগ্রামে বহু প্রতীক্ষিত সু-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল সোমবার। নবনির্মিত এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের শুভ সূচনা করেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অপার্থিব ইসলাম। এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দফতরের কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ রায়। উপস্থিত ছিলেন উখরিদ পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধান, ব্লক প্রশাসনের প্রতিনিধি, ও এলাকার বিশিষ্টজনেরা। নতুন এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু হওয়ায় চাগ্রাম সহ আশেপাশের বহু গ্রামের সাধারণ মানুষ সরাসরি উপকৃত হবেন। দূরবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে না গিয়ে এখন তারা নিকটেই প্রাথমিক চিকিৎসা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিষেবা, টিকাকরণ সহ নানান সরকারি স্বাস্থ্য সুবিধা পাবেন। জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অপার্থিব ইসলাম বলেন, স্বাস্থ্যই মানুষের প্রকৃত সম্পদ। গ্রাম বাংলার প্রতিটি মানুষ যাতে সুলভ ও সহজভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবা পান, সেটাই আমাদের লক্ষ্য। চাগ্রামের এই কেন্দ্র সেই লক্ষ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। স্থানীয় বাসিন্দারাও এই কেন্দ্রের উদ্বোধনে খুশি। তাদের মতে, বহুদিন ধরেই এই অঞ্চলে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রয়োজন ছিল। এখন আর প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য খণ্ডঘোষ বা বর্ধমানে ছুটতে হবে না, ফলে সময় ও খরচ দুই-ই বাঁচবে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, খুব শীঘ্রই এই সু-স্বাস্থ্য কেন্দ্র পুরোদমে চালু হবে এবং এলাকাবাসীদের জন্য প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা পরিষেবা দেবেন।

NOTICE

MN/2025/0702/8042,deed no.I-0701002198/2025.Seller 1) Smt. Gouri Banik W/o Sri Pran Kanta Banik. Baman Para, Jal., 2) Smt. Madhuchhanda Chawdhuri, W/o Sri Pulak Chowdhuri, Newtown Para, Jal., 3) Smt, Keya Sarkar, W/o Sri Tapas Sarkar, Baman para, Jal, 4) Smt. Sharmisttha Sarkar, W/o Sri Krishnakanta Sarkar, Baman para. Jal., 5) Sri Palash Roy S/o. Lt. Debendra Nath Roy, Congress Para. Jal. 6) Sri Kamal Sutradhar S/o Lt. Fulchand Sutradhar, Gomasta para, Jal., 7) Sri Ashok Chakraborti S/o Lt. Kshitish Chakraborti, Panpara, Jal., 8) Smt. Ruma Roy chowdhury W/o. Sri, Debu Roy Chowdhury, Newton Para, Jal. As constituted Power of attorney. 1) Sri Prankanta Banik S/o Lt. Narayan Ch. Banik, Bamon Para, Jal., 2) Sri Pulak chowdhury S/o Lt. Suresh Ch. Chowdhury, Newtown Para, Jal.Power no. 155,page no 1354 to 1380,volume no 0701-2015,book no 04.Mouza;-Kharia, Sheet no. 61, J.L. NO:- 07, L.R. Khatian No.188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 187, L. R Plot No. 71.Buyer -Jayashree Sarkar, c/o-Bikash Sarkar & Bikram Sanyal Chayan, 100,Meghlal Roy Road, Haiderpara, ps. Bhakti Nagar, Siliguri, Dist-Jalpaiguri...

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The E. E. (C)/Br.-VI invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:

1) NIT No.: KMC/VI/060/014/2025-2026/R

Name of the work: **Repairing and maintenance work of existing I. P. passage, concrete & paver block footpath at 46 Gorachand Road, 41C, Jannagar Road and its adjacent area in Ward No.-60.** Estimated cost (incl GST & CESS): ₹ **2,99,974.00.** Earnest Money: ₹ **6,100.00** Time of Completion: **45 Days.**

2) NIT No.: KMC/VI/060/015/2025-2026/R

Name of the work: **Repairing and maintenance work of existing toilet and bathroom at 7 Crematorium Street, 10 Gorachand Lane, 41C, Jannagar Road and its adjacent area in Ward No.-60.** Estimated cost (incl GST & CESS): ₹ **2,99,818.00.** Earnest Money: ₹ **6,100.00** Time of Completion: **45 Days.**

3) NIT No.: KMC/VI/053/009/2025-2026/R

Name of the work: **Repairing of KMC Labour Quarter at 102 Hara Kumar Tagore Square in Ward No.-53.** Estimated cost (incl GST & CESS): ₹ **1,39,530.00.** Earnest Money: ₹ **3,000.00** Time of Completion: **40 Days.**

4) NIT No.: KMC/VI/052/012/2025-2026/R

Name of the work: **Improvement of road as well as footpath by providing new kerb & relaying channel stone from 34 to 121 Collin Street in Ward No.-52.** Estimated cost (incl GST & CESS): ₹ **4,98,605.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00** Time of Completion: **60 Days.**

5) NIT No.: KMC/VI/052/013/2025-2026/R

Name of the work: **Improvement of road by providing new kerb & relaying channel stone from 24 Uma Das Lane to 20 S. N. Banerjee Road in Ward No.-52.** Estimated cost (incl GST & CESS): ₹ **4,98,402.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Time of Completion: **60 Days.**

6) NIT No.: KMC/VI/055/016/2025-2026/D

Name of the work: **Resoration of I.P. passage & paver block in foot path disturbed by CESC Ltd. & other damaged portion near P-60 C.I.T. Road SCH LII, 13C Bechulal Road, P-22 Sundari Mohan Av. etc. in Ward No.-55.** Estimated cost (incl GST & CESS): ₹ **4,98,079.00.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Time of Completion: **45 Days.**

7) NIT No.: KMC/VI/055/018/2025-2026/D

Name of the work: **Restoration of asphaltum road disturbed due to cutting by CESC Ltd. & other P. U. Agencies at 20 Canal St., 59/A/H/3 Sambhu Babu Lane, 7/B Dihi Entally Road etc. in Ward No.-55.** Estimated cost (incl GST & CESS): ₹ **2,72,102.00.** Earnest Money: ₹ **600.00.** Time of Completion: **150 Days.** Last date and time of submission of Bid : **11.08.2025 - 3 p.m. (for Sl. No. 1 to 7)**. Tender open date : **13.08.2025 - 3 p.m. (for Sl. No. 1 to 7).** The bid forms and other details are available on and from **30.07.2025 - 6 p.m. (for Sl. No. 1 to 7).** The website **https://etender.wb.nic.in. (for Sl. No. 1 to 7).**

The Executive Engineer (Civil), Br.-X, KMC invites online percentage rate e-tender under in two bid system for the following work:

NIT No.: EEC/BX/081/035/2025-2026

Name of the work: **Maintenance of asphaltum road near P 808, P 801, 790, BL-P Krishna Chandra Dey Sarani, New Alipore etc. in Ward No.-81, Br.-X.** Estimated Value (incl GST & CESS) : ₹ **2,77,400.90.** Earnest Money: ₹ **5,600.00.** Time of Completion: **120 Days.** Last date and time of submission of Bid : **06.08.2025 - 12 noon.** Date and Time of opening of Bid : **08.08.2025 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **29.07.2025 - 5 p.m.** from the website **https://etender.nic.in.**

The Executive Engineer (Civil), Br.-XI, KMC invites percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XI/104/025/2025-26/R

Name of the work: **Installation of internal partition walls inside Bldg. Deptt & other ancillary works inside CME (Civil) Deptt. office under Br.-XI.** Estimated Value (incl GST & CESS) : ₹ **2,98,417.66.** Earnest Money: ₹ **6,000.00** Time of Completion: **45 Days.** Last date and time of submission of Bid : **08.08.2025 - 12 noon.** Date and Time of opening of Bid : **11.08.2025 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **30.07.2025 - 5 p.m.** from the website **https://etender.nic.in.**

The Executive Engineer (Civil), Br.-XIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

1) NIT No.: KMC/XIII/115/27/25-26 (1st Call)

Name of the work: **Maintenance of road surface at different places of Panchanantala Road & Bye Lanes, Jadunath Ukil Road, Bye Lane of K. G. Road and surrounding area in Ward No. 115.** Work Value : ₹ **3,89,437.16.** Earnest Money: ₹ **8,000.00**. Time of Completion: **60 Days.**

2) NIT No.: KMC/XIII/122/41/25-26 (1st Call)

Name of the work: **Maintenance of C. C. pavement at Banamali Banerjee Road Bye Lane due to laying of under ground sewer near Pr. No.-13/15, 35/1/A, and 420B in Ward No. 122, Br,-XIII.** Work Value : ₹ **2,75,506.20.** Earnest Money: ₹ **5,600.00.** Time of Completion: **30 Days.** Last date and time of submission of Bid : **05.08.2025 up to 11 a.m. (for Sl. No. 1) and 08.08.2025 up to 11 a.m. (for Sl. No. 2).** Tender will be opened on : **07.08.2025 - 11 a.m. (for Sl. No. 1) and 11.08.2025 - 11 a.m. (for Sl. No. 2).** The bid forms and other details are available on and from **29.07.2025 - 5 p.m. (for Sl. No. 1 & 2).** The website **https://etender.wb.nic.in. (for Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Civil)/BR.-XIV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:-

NIT No.: KMC/XIV/131/17/25-26/BS (1st Call)

Name of the work: **Construction of Sanitary Latrines at Slum Areas of M.I.D. Road and Parnasree Pally in Ward No. 131.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **1,99,799.05.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last date and time of submission of Bid: **11.08.2025 (up to 5 p.m.).** Tender will be opened on: **13.08.2025 (5 p.m.).** The bid forms and other details are available on and from **01.08.2025 (from 5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in.**

The Executive Engineer (Civil), Br-XV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/138/026/2025-2026/R

Name of the work: **Repairing of surface drain & replacement of broken R.C.C. Slab & Gullypit Cover etc with allied works at Jugi Para, Mithatalab Lane, Bara Bagan, P.P. Road etc. in Ward No. 138, BR-XV.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,89,404.25.** Earnest Money: ₹ **5,800.00. Period of Completion: 120 Days.**

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/133/048/2025-2026/R

Name of the work: **Restoration of paver block passage and C.C. Passage with allied works at Paharpur Road and other location near Pr. No. N149, J135, J136 etc. in Ward No. 133, BR-XV (disturbed by Water Supply Deptt.).** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,20,998.79.** Earnest Money: ₹ **4,500.00.** Period of Completion: **90 Days.** Last date and time of submission of bid: **12.08.2025 - 11 a.m. (for Sl. No.1 & 2).** Date & time of opening of tender: **14.08.2025 - 11 a.m. (for Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **01.08.2025 - 5 p.m. (for Sl. No. 1 & 2).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Civil)/BR.-XVI, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:-

NIT No.: KMC/E.E.(C)/BR-XVI/123/012/25-26

Name of the work: **Maintenance of road by laying hot-mix at Ishan Ghosh Road near Pre. No. 99A in Ward No. 123.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **4,49,558.45.** Earnest Money: ₹ **9,000.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last date and time of submission of Bid: **08.08.2025 - 12 noon.** The tender will be opened on: **11.08.2025 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **31.07.2025 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in.**

754/25-26

বিজ্ঞান ও পরিবেশ

মানব মস্তিষ্ক থেকে আলোক বিচ্ছুরণের প্রভাব আচরণে! বড়সড় দাবি বিজ্ঞানীদের

মনুষ্য চরিত্র রহস্যের ভাণ্ডার, তা সকরেই জানা। মানব মস্তিষ্কেও যে কত কী গোপন আছে, তার ঠিক নেই। এনিয়ে সাম্প্রতিকতম গবেষণার ফলাফলে চমকপ্রদ এক আবিষ্কারের দাবি করলেন বিজ্ঞানীরা। তাঁদের দাবি, মানব মস্তিষ্কের মধ্যে দিয়ে খুব সামান্য হলেও আলো নির্গমন হয়। যার প্রভাব পড়তে পারে তাঁর সাময়িক আচরণে। মানসিক প্রতিক্রিয়ায় তাৎক্ষণিক বদল আসতে পারে। বলা হচ্ছে, এই প্রথম এধরনের অতি দুর্বল ফোটন কণার নির্গমন নিয়ে যথাযথ প্রমাণ পাওয়া গেল। তিন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের সম্মিলিত গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে এক পত্রিকায়।গবেষণাপত্রে বলছে 'ফটোএনসেফালোগ্রাফি' পদ্ধতিতে যে মানব মস্তিষ্কের নানা কোষের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করা সম্ভব, তাতে বেশ কিছুটা সহায়ক হল সাম্প্রতিক আবিষ্কার। সাধারণত এধরনের আলোক বিচ্ছুরণ দেখা যায় আগুনপোকার মতো কিছু পতঙ্গের

ক্ষেত্রে। সেসব অবশ্য নির্দিষ্ট রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রতিফলন। কিন্তু মানবখুলি থেকেও এমন ঘটনা বিরলতম। যদিও সেই আলোকশক্তি অতি দুর্বল কিছু ফোটন কণা, বিজ্ঞানের ভাষায় ' ফোটন'-এর সমন্বয় বলে জানাচ্ছেন তাঁরা। দৃশ্যমান আলোর চেয়ে ঢের ঢের কম তরঙ্গসম্পন্ন ওই আলো।অ্যালগোমা, টাফ্টস এবং উইলফ্রিড লরিয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা এনিয়ে গবেষণা করেছেন। নিবিড় অন্ধকারে অন্তত ২০ জন পূর্ণবয়স্ক মানুষের উপর পরীক্ষা করা হয়েছে। লাইট সেন্সিটিভ কয়েকটি সেন্সর দিয়ে খুলির বহিরঙ্গ পরীক্ষা এবং আভ্যন্তরীণ তরঙ্গপ্রবাহের গতিপ্রকৃতি দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, ওই অবস্থায় মানুষের চোখ খোলা এবং বন্ধের সময়ে মানসিক অবস্থারও বদল হয়। এর পিছনে মস্তিষ্কের সক্রিয়তা দায়ী। তার নেপথ্যে আবার রয়েছে আলোর বিচ্ছুরণের ' খেলা'। কীভাবে তা কাজ করে? মৃদু আলো ফেললে তা নির্দিষ্ট কম্পনে তরঙ্গায়িত হয়। তাতে বিশেষ করে প্রভাবিত হয় দৃশ্য-শ্রাব্যের অনুভূতি উদ্দীপক কোষগুলি। এই গবেষণার ফলাফল মানুষের মস্তিষ্কের স্নায়বিক সমস্যা নির্ধারণ, সমাধানে কাজে লাগানো যেতে পারে বলে জানাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। তবে তার আগে আরও বৃহ নমুনা নিয়ে কাজ করতে হবে এবং বড় ক্ষেত্রে এই গবেষণার ফল কতটা কার্যকরী হবে, সেটা দেখার।

মহাকাশ থেকে ফিরে শুভাংশু ক্যামেরায় ধরলেন উজ্জ্বলতম নীহারিকার ছবি!

ইতিহাস গড়ে মহাশূন্যে ভ্রমণই জাগিয়েছে উৎসাহ। অনন্ত আকাশে যে হাজারও আকর্ষণ! আর তারই প্রেমে পড়েছেন ভারতীয় বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন তথা নভশ্চর শুভাংশু শুক্লা। আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন থেকে আপাতত তিনি ' অর্থাৎ ফের পৃথিবীর জলহাওয়ায় শরীরকে অভ্যস্ত করার প্রক্রিয়ায় রয়েছেন। এরই মাঝে তাঁর নতুন আগ্রহ জেগেছে অ্যাস্ট্রোফটোগ্রাফিতে। অর্থাৎ মহাশূন্যের নানা আকর্ষণীয় ছবি তোলা। এভাবেই একদিন নিজের বেঙ্গালুরুর বাড়ির খোলা বারান্দা থেকে শক্তিশালী ক্যামেরায় ধরেছেন উজ্জ্বলতম নীহারিকা, কালপুরুষদের ছবি। নিজের এক্স হ্যান্ডলে তা শেয়ার করেছেন শুভাংশু।

নাসা, অ্যাক্সিয়ম স্পেস এবং ইসরোর যৌথ উদ্যোগে সম্প্রতি পরীক্ষামূলকভাবে আন্তর্জাতিক স্পেস স্টেশন ঘুরে এসেছে চার নভশ্চরের দল। অ্যাক্সিয়ম-৪ মিশনে মহাকাশযানের পাইলটের ভূমিকায় ছিলেন ভারতের শুভাংশু। গত ১৬ জুলাই সেখান থেকে স্বদেশে ফিরেছেন তাঁরা সকলে। ফিরে আপাতত কিছুদিন কোয়ারে ন্টাইন পিরিয়ড কাটাচ্ছেন। মহাশূন্যে এতদিন ভেসে থাকার পর সটান পৃথিবীর মাটিতে পা রাখার মধ্যে

যে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার তফা রয়েছে, তার জন্য শরীরকে মানানসই করতে এই কোয়ারে ন্টাইন। এই সময়ে খানিকটা বিশ্রামে রয়েছেন শুভাংশু। তার ফাঁকে ফাঁকে ক্যামেরায় চোখ রাখছেন মহাকাশে। আসলে স্পেস স্টেশনের কুপোলা থেকে যেভাবে গোটা ব্রহ্মাণ্ড প্রত্যক্ষ করেছেন, সেই জাদুদৃষ্টি তো অবিস্মরণীয়। মহাশূন্যের সেই রোমাঞ্চময় অবয়বেই আকৃষ্ট তিনি। আর তাই শক্তিশালী ক্যামেরায় ধরে রাখছেন সেসব আকর্ষণীয় ছবি।নিজের বাড়ি থেকেই ওরিয়ন নেবুলা অর্থাৎ পৃথিবীর আকাশে খোলা চোখে দেখতে পাওয়া সুদূরের নীহারিকার ছবি তুলেছেন শুভাংশু। তুলেছেন কালপুরুষের ছবি। কালো অন্ধকারে ঢেকে থাকা গগনে নীহারিকার ঘন সংঘবদ্ধ লাল-নীল ছটা যে কত রূপসী, মহাকাশপ্রেমীরাই তা উপলব্ধি করতে পারবেন। শুভাংশু সেসব নিজের সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করে জানাচ্ছেন, মহাকাশ ভ্রমণের পর এখন তিনি জ্যোতির্চিত্রশিল্পে বেশ টান অনুভব করছেন। সেই টানেই এতরকম ছবি তোলা। আরও ছবি তুলবেন এবং প্রকাশ্যে আনবেন সকলের দেখার জন্য, সেই কথাও দিয়েছেন ভারতীয় মহাকাশচারী।

পলিথিন দূষণ রুখতে বিজ্ঞানীদের হাতে নয়া হাতিয়ার

আধুনিক পৃথিবী এমন এক জায়গায় পৌঁছেছে, যেখান থেকে প্লাস্টিকহীন পৃথিবীতে ফিরে যাওয়া কার্যত অসম্ভব। আমাদের প্রতিদিনের জীবনে প্লাস্টিকের ব্যবহার

ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে। কিন্তু ব্যবহারের পর এই প্লাস্টিকগুলো কোথায় যায়? পৃথিবীজুড়ে যে বিপুল পরিমাণ বর্জ্য জমে রয়েছে তার মধ্যে প্লাস্টিক বর্জ্যের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। শুধু মাটির উপরে বা ভিতরে নয়, সমুদ্রের নিচেও রয়েছে প্লাস্টিকের সাম্রাজ্য। বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য নষ্ট করে এই মাইক্রো প্লাস্টিক এবারে ঢুকতে শুরু করেছে পুকুর বা নদীর মাছের শরীরে, চাষের জমির ফলনে, গরুর দুধে, এমনকী মানবশরীরেও। এর থেকে বাঁচার কোনও উপায় কি রয়েছে?

সম্প্রতি জার্মান গবেষকরা স্বস্তির কথা শোনাচ্ছেন। একটি গবেষণায় তাঁরা জার্মানির লেক স্টেচলিনে প্লাস্টিক ধ্বংসকারী কিছু ছত্রাকের হদিশ পেয়েছেন। মিঠে জলের আবাসস্থলে পাওয়া এই ছত্রাকগুলির মধ্যে রয়েছে সিন্থেটিক প্লাস্টিক ভেঙে ফেলার অদ্ভুত এক ক্ষমতা।

লিবনিজ ইনস্টিটিউট অফ ফ্রেশওয়াটার ইকোলজির গবেষকরা জানাচ্ছেন, এই ছত্রাকগুলি সিন্থেটিক পলিমারের উপরে নিজেদের বংশবৃদ্ধি ঘটাতে সক্ষম। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, জলজ পরিবেশে সম্ভবত প্লাস্টিকের অতিরিক্ত বর্জ্যে নিজেদের অভিযোজন ঘটাতেই ছত্রাকগুলির মধ্যে এই ধরনের বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছে।

গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ১৮টি ছত্রাকের স্ট্রেনের মধ্যে পৃথক চার প্রজাতির ছত্রাক পলিউরেথেনের প্রতিও বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট। সাধারণ প্লাস্টিক, জুতো, রাবার প্রভৃতিতে এই ধরনের ছত্রাক বেড়ে উঠতে পারে। কিন্তু পলিথিনের মোড়ক বা ব্যাগ, গাড়ির টায়ার প্রভৃতি শক্ত প্লাস্টিকগুলোকে সহজে ভাঙতে পারে না।

তবে, শুধুমাত্র ছত্রাক কখনওই বিশ্বব্যাপী প্লাস্টিক দূষণ ঠেকাতে পারবে না। পৃথিবীতে বার্ষিক প্লাস্টিক উপাদন ৪০ কোটি টন। এর মধ্যে মাত্র ৯ পুনর্ব্যবহারযোগ্য। তাই, শুধুমাত্র ছত্রাক দিয়ে বিশ্বব্যাপী প্লাস্টিক দূষণের বিরুদ্ধে লড়াই করা কখনওই সম্ভব নয়। বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যে প্রায় ৪০০টিরও বেশি এরকম ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া চিহ্নিত করেছেন। এগুলি সরাসরি প্লাস্টিক খেয়ে ফেলতে সক্ষম। পরিবেশ রক্ষায় এই ছত্রাকগুলিকে যদি কোনও ভাবে কাজে লাগানো যায়, সেক্ষেত্রে আশার আলোর দেখা মিলতে পারে বলে মনে করছেন গবেষকরা। অন্যদিকে দূষণ ঠেকাতে নয়া রূপ পাচ্ছে প্লাস্টিক বোতল। আকার বদলে এখন সেসব পরিবেশবান্ধব ইট! একবার ব্যবহার করা যায়, এমন প্লাস্টিক বোতলে একবারই ব্যবহারযোগ্য পলিথিন, বালি, মাটি ঢুকিয়ে আটকে দিতে হবে ঢাকনা। তাহলেই ওই শক্ত বোতল ইটের বিকল্প হিসাবে পরিবেশবান্ধব ইট হিসেবে কাজ করবে। এই ব্যবস্থাপনাতেই পুরুলিয়া জেলা পরিষদ প্লাস্টিক দূষণ ঠেকাতে ওই ইকো ব্রিকস বা পরিবেশবান্ধব ইট ব্যবহার করে গাছের বেড়া তৈরি করছে। তৈরি করছে আসবাবপত্র, বসার জায়গা, ফেন্সিং, এমনকি সীমানা প্রাচীর।এই কাজে একদিকে যেমন প্লাস্টিকের দ্বারা দূষণ ঠেকানো সম্ভব, তেমনই ইটের বিপুল খরচও বাঁচবে। জঙ্গলমহলে বিভিন্ন পঞ্চায়েত সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পে এইভাবেই ওই প্লাস্টিক বোতল পরিবেশবান্ধব ইট হয়ে অফিস ক্যাম্পাস, পার্ক, বাজার, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, স্কুল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গাছের বেড়া, বসার জায়গা এমনকি সীমানা প্রাচীর তৈরি করা হচ্ছে।

লাদাখে দলাই লামার সঙ্গে সাক্ষাতে মোহিত সানি দেওল

২৮ জুলাই ঃ শুটিংয়ের ব্যস্ততা নেই। দিব্যি চলছিল বাবা-ছেলের লাদাখ সফর। তার মাঝে যেন পরমপ্রাপ্তি সানি দেওলের। বৌদ্ধ ধর্মগুরু দলাই লামার শরণে বলি অভিনেতা। ইনস্টাগ্রামে ছবি শেয়ার করে আবেগে ভাসলেন তিনি। সানি দেওলের শেয়ার করা ছবিতে দেখা গিয়েছে অভিনেতার হাত ধরে নিজের মাথায় ছুঁইয়ে রেখেছেন দলাই লামা। সঙ্গে ইনস্টাগ্রাম পোস্টে লেখেন, সম্মান, শ্রদ্ধার এক মুহূর্ত। আমার লাদাখ সফরের মাঝে দলাই লামার পবিত্রতার সঙ্গে সাক্ষাৎ। তাঁর উপস্থিতি, জ্ঞান এবং আশীর্বাদে আমার হৃদয় শান্তিতে ভরে গেল। কোনওদিন সত্যি ভুলতে পারব না। উল্লেখ্য, ১৯৫৯ সালের রাতে ২৩ বছরের এক যুবাপুরুষ পাহাড়ের দুর্গমতাকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে গিয়েছিলেন

ভারতের উদ্দেশে। তাঁর নাম তেনজিন গিয়াতসো। কিন্তু সকলের কাছে সেই নাম নয়, তাঁর পরিচিতি দলাই লামা হিসেবে। চতুর্দশ দলাই লামা। সেই যে ভারতে এলেন তিনি এরপর থেকে এদেশই তাঁকে নিজের করে নিয়েছে। তাঁকে নিয়ে ভারতের সঙ্গে চিনের কূটনৈতিক টানাপো।নে চলেছে। দুই দেশের এই টানাপোড়েনের মাত্রা যে এতটুকু কমেনি তা বারবার প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। দলাই লামাকে ' মনে করে বেজিং। বর্ষীয়ান ধর্মগুরু নিজের দেশ নয়, বারবার ভারতের প্রতিই কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু দলাই লামার পাশে রয়েছে ভারত। গত কয়েক দশকের মতোই। ফলে কূটনৈতিক চাপ তৈরি করলেও তাদের যে হারতেই হবে তাও ভালোই বুঝছে বেজিং। দলাই লামা ও ভারত আজ এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনের নাম। চিনা রক্তচক্ষুরও সাধ্য নেই সেখানে কোনও প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

হাপুরে থামবে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস

হাপুর, ২৮ জুলাই ঃ বিজেপি সাংসদ অরুণ গোভিল এবং উত্তর প্রদেশের মন্ত্রী কপিল দেব আগরওয়াল রবিবার সকালে হাপুর স্টেশন থেকে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রার সূচনা করেছেন, এবার থেকে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনটি হাপুর জংশন স্টেশনে থামবে। বিজেপি সাংসদ অরুণ গোভিল এদিন বলেছেন, সবকিছু ঠিকঠাক চলছে, প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের অধীনে যেভাবে উন্নয়ন হচ্ছে। সরকার সাধ্যমতো সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করছে। উত্তর প্রদেশের মন্ত্রী কপিল দেব আগরওয়াল বলেছেন, জনতার দাবিতে, হাপুর জংশনে বন্দে ভারত স্টপেজ তৈরি করা হয়েছে এবং আমি এর জন্য সকলের পক্ষ থেকে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। এটি হাপুর, বুলন্দশহর, গাজিয়াবাদ এবং মেরঠের জন্য একটি বিশাল উপহার।

ইজরায়েলি সেনায় এখন ইসলাম ও আরবি শিক্ষা বাধ্যতামূলক

২৮ জুলাই ঃ চারপাশ ঘিরে রয়েছে মুসলিম সম্প্রদায়। তাই শত্রুকে গুঁড়িয়ে মধ্যপ্রাচ্যের বুকে 'রাজ করতে গেলে ইসলাম জানাটা একান্ত প্রয়োজন। শত্রুর শক্তি, দুর্বলতা ও প্রতিটি পদক্ষেপ মেপে নিতে এবার অভিনব পদক্ষেপ ইজরায়েলের। ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্স-এর তরফে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে গোয়েন্দা বিভাগের সমস্ত আধিকারিক ও কর্মীদের আরবি ভাষা ও ইসলাম নিয়ে বিশদে পড়াশুনো করতে হবে। সেই লক্ষ্যে গোয়েন্দা বিভাগের জন্য বিশেষ ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।গত কয়েক বছর ধরে কার্যত গোটা মধ্যপ্রাচ্যকে একা হাতে দমন করছে ইজরায়েল। একাধিক ফ্রন্টে চলছে লড়াই। প্রধান শত্রু ইরানের পাশাপাশি ইজরায়েলকে লড়তে হচ্ছে হামাস, হাউথি, হেজবোল্লার মতো শত্রুর সঙ্গে। প্রতিটি শত্রুই বাঁধা রয়েছে এক সুতোয়। তা হল ইসলাম ধর্ম ও আরবি ভাষা। সে কথা মাথায় রেখেই ইসলাম ধর্মকে ভালো করে জানার প্রয়োজনবোধ করছে ইজরায়েল। একইভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে আরবি জানা। এই পরিস্থিতিতে AMAN (ইজরায়েল সেনার গুপ্তচর বিভাগের হিব্রু নাম) প্রধান মেজর জেনারেল শ্লোমি বাইন্ডার বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে, আগামী বছর থেকে দপ্তরের সমস্ত কর্মী ও আধিকারিককে ইসলাম শিক্ষা নিতে হবে। একইসঙ্গে ৫০ শতাংশ কর্মীকে আরবি ভাষা শিখতে হবে।

সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, ধর্ম ও ভাষা শিক্ষার পাশাপাশি হাউথি

ন্যাক মূল্যায়নে এ প্লাস গ্রেট পেল বিবেকানন্দ কলেজ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জুলাই ঃ ঠাকরপুকুরে বিবেকানন্দ কলেজ তার মুকুটে নতুন এক উজ্জ্বল পালক যুক্ত হল এ প্লাস গ্রেট । ন্যাক কতৃক এ প্লাস গ্রেট ৩.২৮ প্রশংসনীয় সি.জি.পি.এ. সহ অর্জন করেছে উল্লেখযোগ্য ভাবে। এবছর কলেজে প্লাটিনাম জুবিলী অর্জন করছে যা শিক্ষাগত উকর্ষতা এবং সামগ্রিক শিক্ষার প্রতি ৭৫ বছরের অবিচল অঙ্গীকারের প্রতীক।৬.১৭ একরের সবুজ ক্যাম্পাসের সাথে কলেজ একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা গত আশ্রয় প্রদান করে। বিশেষত পার্শ্ববর্তী গ্রামীণ অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের ক্ষমতায়ন করে তার সমকক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক ছাত্রী নিয়ে গর্ব করে। কলেজে বিজ্ঞান, মানবিক এবং বাণিজ্য শাখা সহ ২৩ টি স্নাতক এবং চার টি স্নাতকোত্তর পোগ্রাম সহ তার বৈচিত্র্যময় শিক্ষাগত প্রস্তাবনার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে তুলেছে। এই প্লাটিনাম জয়ন্তী উদযাপনের বছরে এই স্বীকৃতি অর্জন কলেজের অগ্রগতির এক উজ্জ্বল প্রমাণ যা কেবল শিক্ষা প্রদান নয় বরং আরো ন্যায় পরায়ণ ও সুসংহত সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে আমাদের কলেজকে আরো অনুপ্রাণিত করবে।

বিচারপতির ঘরে ঢুকে গুলিবৃষ্টি! ইরানের আদালতে জঙ্গি হামলায় নিহত ৮

২৮ জুলাই ঃ দক্ষিণ-পূর্ব ইরানের আদালতে ভয়ংকর জঙ্গি হামলা। বিচারপতির ঘরে ঢুকে গুলিবৃষ্টি! এই ঘটনায় নিহত হয়েছেন অন্তত ৮ জন। এদের মধ্যে ৩ জন হামলাকারী জঙ্গি বলে জানা গিয়েছে। আহত হয়েছেন আরও ১৩ জন। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেছে স্থানীয় প্রশাসন। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলি জানাচ্ছে, সিসতান বালুচিস্তান প্রদেশের রাজধানী জাহেদানে এই জঙ্গি হামলা হয়েছে। হামলা চালিয়েছে সুন্নি জঙ্গিগোষ্ঠী জইশ আল-আদল। ইতিমধ্যে হামলা চালানোর কথা স্বীকার করেছে ওই গোষ্ঠী। একটি সূত্রের খবর, মানববোমা হামলা হয়েছে জাহেদানের ওই আদালতে। পাশাপাশি গুলির শব্দও পেয়েছেন

পোস্ট চিত্র সাংবাদিকের

গাজা, ২৮ জুলাই ঃ দুর্ভিক্ষের মুখে দাঁড়িয়ে গাজা। দু'মুঠো খাবার জোগাড় করা দায়। নিজের ও পরিবারের অন্ন সংস্থানে নিজের ক্যামেরার সরঞ্জাম ও প্রেস লেখা বর্ম (জ্যাকেট) বিক্রি করতে চেয়ে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করলেন সেখানকার এক চিত্র সাংবাদিক। মহম্মদ আবো ওউন নামে ওই সংবাদকর্মী সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, আমার কাজের সরঞ্জাম ও প্রেস শিল্ডটি বিক্রি করে নিজের ও পরিবারের জন্য খাবার কিনতে চাই। উল্লেখ্য, গাজায় অপুষ্টিজনিত কারণে মৃত্যুর হার বাড়ার কথা আগেই জানিয়েছিল রাষ্ট্রপুঞ্জ। '

Name Change

I, Salima Bibi W/o- Md Khalilur Rahman Shaikh, residing at vill- Kuldia, P.O-Kuldia, P.S- Magrahat, Dist- South 24 Parganas, have changed my name and shall henceforth be known as Salima Shaikh as sworn before the Notary Public at Diamond Harbour , South 24 Pargaans Vide Affidavit No - 26 Dated 28-07-2025 . Salima Bibi and Salima Shaikh both are same and one identical person.

Name Change

I, Najem Sekh (Old Name) S/O–Israil Sekh resident of Ramna Etbar Nagar, Domkal, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742303 do hereby decrale that I have changed my name from Najem Sekh to Najem Ali Sekh and hencefort I shall be known as Najem Ali Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 28/07/2025.My name Najem Ali Sekh & Najem Sekh both are same and one identical person.

Name Change

I, Prabhat Mondal (Old Name) S/O–Golam Seikh resident of Vill- Kaludiar , Po-Bhagirathpur , Ps-Hariharpara , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742406 do hereby decrale that I have changed my name from Prabhat Mondal to Prabhat Seikh and hencefort I shall be known as Prabhat Seikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 28/07/2025.My name Prabhat Seikh & Prabhat Mondal both are same and one identical person.

Name Change

I Md Sahabuddin Mondal (Old Name) S/O– Aolad Mandal resident of Vill - Bikrampur, Po-Bikrampur , Ps- Nakashipara, Dist-Nadia West Bengal, Pin-741126 do hereby decrale that I have changed my name from Md Sahabuddin Mondal to Sahabuddin Mondal and henceforth I shall be known as Sahabuddin Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 25/07/2025 . My name Sahabuddin Mondal & Md Sahabuddin Mondal both are same and one identical person.

Name Change

I, Akkas Seak (Old Name) S/O–Chhamer Sekh resident of Vill- Daksin Chaipara, Po-Khairamari, Ps- Jalangi, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742303 do hereby decrale that I have changed my namefrom Akkas Seak to Akkas Sekh and hencefort I shall be known as Akkas Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Magistrate Affidavit Berhamporecourt on 09/07/2025.My name Akkas Sekh & Akkas Seak both are same and one identical person.

Name Change

I, Golam Hossain Mondal (Old Name) S/O–Niyamat Seikh resident of Vill-Kaludiar , Po-Bhagirathpur , Ps-Hariharpara , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742406 do hereby decrale that I have changed my name from Golam Hossain Mondal to Golam Seikh and hencefort I shall be known as Golam Seikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 28/07/2025.My name Golam Seikh & Golam Hossain Mondal both are same and one identical person.

Name Change

I, Mauluda Begam (Old Name) W/O–Najem Ali Sekh resident of Ramna Etbar Nagar, Domkal, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742303 do hereby decrale that I have changed my name from Mauluda Begam to Mouluda Begam and hencefort I shall be known as Mouluda Begam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 28/07/2025.My name Mouluda Begam & Mauluda Begam both are same and one identical person.

Name Change

I, Masum Shakh (Old name) S/o- Md AjijulSk, Resident at, Vill- Damdama, Po-Goghata, Ps- Nowda, Dist-Murshidabad, 742121, I have changed my name to Masum Sk (New name) I shall be known as Masum Sk vide affidavit before the Notry at Berhampore on 24/07/2025 Masum Shakh and Masum Sk same and one identical person

Name Change

I, Jiarul Rahaman Tarafder (Old name) S/o- Ismail Tarafdar, Resident at, Vill-Kulgachi, Po-Daluabari, Ps-Dhantala, Dist-Nadia, 741504, I have changed my name to Jiyarul Rahaman Tarafdar (New name) I shall be known as Jiyarul Rahaman Tarafdar vide affidavit before the Notry at Berhampore on 25/07/2025 Jiarul Rahaman Tarafder and Jiyarul Rahaman Tarafdar same and one identical person

Name Change

I, Chayen Banu Tarafder (Old name) W/o-Ismail Tarafdar, Resident at, Vill-Kulgachi, Po-Daluabari, Ps-Dhantala, Dist-Nadia, 741504, I have changed my name to Chayen Banu Tarafdar (New name) I shall be known as Chayen Banu Tarafdar vide affidavit before the Notry at Berhampore on 25/07/2025 Chayen Banu Tarafder and Chayen Banu Tarafdar same and one identical person

Name Change

I, Abdul Hamid Seikh (Old name) S/o-Yachhaddin Sk, Resident at, Vill-Swarupnagar, Po-Begunbari, Ps-Beldanga, Dist-Murshidabad, 742133, I have changed my name to Abdul Hamid (New name) I shall be known as Abdul Hamid vide affidavit before the Notry at Berhampore on 25/07/2025 Abdul Hamid Seikh and Abdul Hamid same and one identical person

Name Change

I, Ismail Tarafder (Old name) S/o-Oyajed Tarafdar, Resident at, Vill-Kulgachi, Po-Daluabari, Ps-Dhantala, Dist-Nadia, 741504, I have changed my name to Ismail Tarafdar (New name) I shall be known as Ismail Tarafdar vide affidavit before the Notry at Berhampore on 25/07/2025 Ismail Tarafder and Ismail Tarafdar same and one identical person

Name Change

I, AHSAN MONDAL (Old Name) S/O SAMSER MONDAL Residing at Kalinagar Purbapara, P.O.-Rupdaha, District - Nadia, Pin - 741140 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as ASANALI MONDAL (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India vide affidavit dated 28-07-2025. AHSAN MONDAL (Old Name) and ASANALI MONDAL (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, MANUYARA BIBI (Old Name) S/O JAMSED ALI MONDAL Residing at Madartala Southpara, Madartala Purbansha, District - Basirhat, Pin - 743445 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as MONOWARA BEGAM (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India vide affidavit dated 28-07-2025. MANUYARA BIBI (Old Name) and MONOWARA BEGAM (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, RAM KUMAR PASWAN S/O Late Rameshwar Paswan resident 87/C, Cossipore Road, P.O. & P.S.-Cossipore, Kolkata-700002 WB India do hereby solemnly affirm & declaring my daughter's actual name ANUSHKA PASWAN instead of JIYA PASWAN which is recorded in her School book records, Balika Siksha Sadan, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore on 10/07/2023. JIYA PASWAN and ANUSHKA PASWAN both are same and one identical person.

Name Change

I Ghulam Mohammad S/O Mukhtar Ahmed residence of 3,S.M Road bye lane 2,Champdani,P.O Baidyabati ,P.S. Bhadreswar of dist Hooghly WB, do hereby solemnly affirm that Mukhtar Ahmed and Mukhtar Ahmad are same and one identical person

Name Change

I, Shreya Gupta (Old Name) D/o Mahendra Agarwal Residing at BL-1, 12-FR, FL-12C, 93 Moulana Abul Kalam Azad Sarani, Vtc+P.o - Kankurgachi, District - Kolkata, Pin - 700054 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Shreya Agarwal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 13/2025 Dated 28-07-2025. Shreya Gupta (Old Name) and Shreya Agarwal (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Asif Sabir Khan (Old Name) S/o Sabir Khan Residing at 13/295, DD Block, DD-196, Street No-295, Action Area-1, Newtown, Vtc+P.o - New Town, District - North 24 Parganas, Pin - 700156 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Asif Khan (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 15/2025 Dated 28-07-2025. Asif Sabir Khan (Old Name) and Asif Khan (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Moniruddin Mondal alias Maniruddin Mondal (Old Name) S/o Alamgir Mondal Residing at Vill - Srinathput, P.o - Ramnagar, P.s - Swarupnagar, District- North 24 Parganas, Pin- 743273 West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Maniraddin Mondal (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Basirhat, vide affidavit no 12865 Dated 24-07-2025. I declare that Moniruddin Mondal, Maniruddin Mondal (Old Name) and Maniraddin Mondal (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Binoy Das S/o Chandramohan Das Residing at Vill - Radhanagar, P.o - Radhanagar, P.s - Namkhana, District - South 24 Parganas, Pin - 743357 West Bengal India shall henceforth be known as Binay Das. I declare that Binoy Das and Binay Das is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 28-07-2025.

Name Change

I, Joychana Das W/o Binay Das Residing at Vill - Radhanagar, P.o - Radhanagar, P.s - Namkhana, District - South 24 Parganas, Pin - 743357 West Bengal India shall henceforth be known as Jyotsna Das. I declare that Joychana Das and Jyotsna Das is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 28-07-2025.

Name Change

I, Sefali Das W/o Late Prasant Kumar Das Residing at Prayas Cooperative society, P11, G-3/13, B.P Township, P.o - Panchsayar, P.s - Patuli, District - South 24 Parganas, Pin - 700094 West Bengal India shall henceforth be known as Sefali Ghosh Das. I declare that Sefali Das and Sefali Ghosh Das is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 28-07-2025.

Name Change

I, Arshad Hassain S/o Fida Hossain Residing at 99/H/20/1, Cossipore Road, P.s - Cossipore Road, District - Kolkata, Pin - 700002 West Bengal India shall henceforth be known as Arshad Hossain. I declare that Arshad Hassain and Arshad Hossain is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 28-07-2025.

Name Change

I, Fida Hassain S/o Maqbul Hossain Residing at 99/H/20/1, Cossipore Road, P.s - Cossipore Road, District - Kolkata, Pin - 700002 West Bengal India shall henceforth be known as Fida Hossain. I declare that Fida Hassain and Fida Hossain is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 28-07-2025.

Name Change

I, Afsana Begum D/o Md. Zahir Residing at 99/H/20/1, Cossipore Road, P.s - Cossipore Road, District - Kolkata, Pin - 700002 West Bengal India shall henceforth be known as Afsana Khatoon. I declare that Afsana Begum and Afsana Khatoon is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 28-07-2025.

Name Change

I, Asraful Molla S/o Late Sahalam Molla Residing at Vill - Kastekumari, P.o - Paschim Chamni, P.s - Bishnupur, District - South 24 Parganas, Pin- 743503, West Bengal India that my deceased father who previously known as Sahalom Molla, Sahaalam Molla (Old Name) shall henceforth be known as Sahalam Molla (New Name) as declared before the Notary Public, Kolkata, vide affidavit dated 28-07-2025. I declare that my deceased father Sahalom Molla, Sahaalam Molla (Old Name) and Sahalam Molla (New Name) is same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Uday Kumar Shome alias Uday Som (পুরাতন নাম) পিতা Guru Das Shome ঠিকানা 24/25, A K Mukherjee Road, Baranagar (M), Noapara, District - North 24 Parganas, Pin - 700090, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 28-07-2025 এর Affidavit no 14/2025 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Uday Shome (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Uday Shome (নতুন নাম) ও Uday Kumar Shome, Uday Som (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

গরু পাচারে মদত দিচ্ছে বিএসএফ, বিস্ফোরক অভিযোগ রাজ্যের মন্ত্রীর! পাচার রুখতে গিয়ে আহত একাধিক গ্রামবাসী

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৮ জুলাই ঃ বিএসএফের বিরুদ্ধে গরু পাচারে সাহায্য করার বিস্ফোরক অভিযোগ আনলেন রাজ্যের বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী তথা রঘুনাথগঞ্জের বিধায়ক আখরুজ্জামান। রবিবার রাতে

মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত মিঠিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ষষ্ঠীতলা গ্রাম দিয়ে যখন একদল পাচারকারী গরু নিয়ে যাচ্ছিলেন সেই সময় গ্রামবাসীরা তাদের বাধা দেন। এরপরই বিএসএফের কিছু জওয়ান গ্রামে এসে গরু যাওয়ার জন্য পাচারকারীদের 'রাস্তা' পরিষ্কার করে দিতে গ্রামবাসীদের ব্যাপক মারধর করে বলে অভিযোগ উঠেছে। এরপরই বিক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রামবাসীরা। গুরুতর আহত অবস্থায় কিছু গ্রামবাসীকে নিকটবর্তী জঙ্গিপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে চিকিৎসার জন্য। তাদের দেখতে রাতেই হাসপাতালে যান রাজ্যের বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী। এই ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার সকালে স্থানীয় বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী সহ রাজ্যের শাসক দল তৃণমূলের বহু নেতা বহুবার অভিযোগ করেছেন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় বিএসএফের মদতেই গরু পাচার হয়। রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী আখরুজ্জামান জানান, 'গরু পাচারে বাধা দেওয়ার জন্য রবিবার রাতে মিঠিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ষষ্ঠীতলা গ্রামের সাধারণ মানুষের উপর বিএসএফ জওয়ানরা ব্যাপক লাঠিচার্জ করেছে। এমনকি ৬০ বছরের বৃদ্ধ- বৃদ্ধারাও বিএসএফ জওয়ানদের অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পায়নি।' রঘুনাথগঞ্জের তৃণমূল বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী বলেন, 'গ্রামবাসীরা আমাকে জানিয়েছে সন্ধে নামার পর থেকেই ষষ্ঠীতলা গ্রামের রাস্তা দিয়ে পাচারকারীরা যখন গরু নিয়ে যায় তখন বিএসএফ জওয়ানরা দাঁড়িয়ে থাকেন তাদের 'রাস্তা' তৈরি করে দেওয়ার জন্য। এমনকি সেই সময় বিদ্যুতের ট্রান্সফর্মারের হাতল নামিয়ে দিয়ে গোটা এলাকাকে অন্ধকার করে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। গ্রামবাসীরা এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করাতেই তাদের উপর এলোপাথাড়ি লাঠিচার্জ করেছে বিএসএফ জওয়ানরা। তাদের অত্যাচারে গুরুতর আহত হয়ে বেশ কিছু গ্রামবাসী জঙ্গিপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।' যদিও বিএসএফের দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের জনসংযোগ আধিকারিক এন কে পান্ডে জানিয়েছেন, 'সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ জওয়ানরা গরু পাচার বন্ধ করার জন্য নিরন্তর কাজ করে চলেছে।' তবে মিঠিপুরের ঘটনাটি সম্পর্কে তিনি অবগত নন বলে জানিয়েছেন। রাজ্যের বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'সাধারণ গ্রামবাসীদের উপর বিএসএফের এই অন্যায় অত্যাচার আমরা কখনওই মানবো না। বিএসএফের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের লিখিতভাবে বিষয়টি জানাবো এবং মুখ্যমন্ত্রীকেও এইবিষয়ে অবগত করবো।' বিএসএফের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তোলা আখরুজ্জামান আরও বলেন, 'বিএসএফের মদতে বাংলাদেশিরা ভারতে ঢুকে গরু পাচার করছে। অথচ ভারতীয় গ্রামবাসীরা এই বিষয়ে প্রতিবাদ করলেই তাদের জুটছে অকথ্য অত্যাচার। একদিকে কেন্দ্রীয় সরকার গরু পাচারের বিরুদ্ধে সরব হচ্ছে আবার কেন্দ্রীয় বাহিনীর মদতেই রমরমিয়ে চলছে গরু পাচার ব্যবসা। গরু পাচারের বিষয়টি সম্পূর্ণই কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু আমার এলাকার মানুষজনের উপর যদি কোনওধরনের অত্যাচার হয় আর ভবিষ্যতে হয়, তাহলে আমরা চুপ করে বসে থাকব না।' রাম সিংহ নামে ওই গ্রামের এক যুবক বলেন, 'প্রায় রোজই সন্ধে পর ৩-৪ ঘন্টা করে গ্রামে বিদ্যুৎ থাকে না। পাচারকারীরা বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে অবাধে গরু পাচার করে। আর বিএসএফ টাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের জন্য 'রাস্তা' তৈরি করে দেয়।' বুবাই সিংহ নামে আর এক গ্রামবাসী জানিয়েছেন, 'গত দু-তিনদিন ধরে বিএসএফ জওয়ানরা আমাদের উপর অত্যাচার করছেন। ঘরে ঢুকে এলোপাথাড়ি মারধর করছে। কারণ তারা গরু পাচারকারীদের সাহায্য করতে চাইছে। আমরা এর প্রতিবাদ করাতেই আমাদের উপর চলছে অকথ্য অত্যাচার।'

গ্রামেই লোকালয়ের মধ্যে দেখা মিলল পাইথনের, আতঙ্কিত এলাকাবাসী

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ২৮ জুলাই ঃ গ্রামেই লোকালয়ের মধ্যে দেখা মিলল পাইথনের। রবিবার রাতে। বিশালাকার সাপটিকে এলাকায় ঘুরে বেড়াতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকাবাসী। খবর দেওয়া হয় বন দফতরে। এর কদিন আগেই আর এক জেলায় গাছের উপর কিং কোবরার দেখা মিলেছিল। মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা ২ নম্বর ব্লকের ঢোডাবিলা গ্রামে লোকালয়ের মধ্যে পাইথনের দেখা মেলে। রবিবার রাতে এই ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বিশালাকার সাপটিকে এলাকায় ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। আর তাতে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকার মানুষজন। খবর দেওয়া হয় বন দফতরে এবং চন্দ্রকোনা থানায়। বন দফতরের রেসকিউ টিমের সদস্যরা সঙ্গে সঙ্গে এলাকায় পৌঁছান এবং তাঁরা সাপটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। ওই গ্রামের পাশেই রয়েছে ধামকুড়িয়ার জঙ্গল। সম্ভবত সেই জঙ্গল থেকেই খাবারের খোঁজে গ্রামে চলে আসে বিশালাকার পাইথনটি। গ্রামে বিশালাকার পাইথনের দেখা মেলায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পাইথনটিকে উদ্ধারের পরে পাইথন নিয়ে গ্রামবাসীদের বিস্তারিত ব্যাখ্যা বুঝিয়ে সেই সাপটির বিষয়ে তাঁদের সচেতন করেন বন দফতরের রেসকিউ টিমের সদস্যরা। কিছুদিন আগে মালবাজার মহকুমার নাগরাকাটা ব্লকের ভুটান সীমান্ত-লাগোয়া চ্যাংমারি চা-বাগানের আপার ডিভিশনের নেপালি লাইনে বিশাল এক কিং কোবরা দেখা গিয়েছিল। চাঞ্চল্য ছড়ায়। চা-বাগানের শ্রমিকেরা প্রথমে আমগাছের মগডালে বিশাল সাপটিকে পেঁচিয়ে থাকতে দেখে আতঙ্কে চিৎকার শুরু করে দেন। তাঁরা তৎক্ষণাত খবর দেন বন দফতরের ডায়না রেঞ্জে। চা-বাগান থেকে খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছান বন দফতরের কর্মীরা। কিন্তু আমগাছের প্রায় ২০ ফুট উপরে থাকা সাপটিকে উদ্ধার করতে নেমে তাঁরাও প্রথমটা থমকে যান। পরে বন দফতরের তরফে সাহায্যের জন্য যোগাযোগ করা হয় সুলকাপাড়ার দুই অভিজ্ঞ সর্পপ্রেমী- সমাবেশ বিশ্বাস ও ফরিদুল হকের সঙ্গে। এই দুই সাপ উদ্ধারকারী তরুণ এসে পৌঁছলেই শুরু হয় সর্প-উদ্ধার অভিযান। গাছের উঁচু মগডালে পাকিয়ে থাকা কিং কোবরাটিকে নামাতে সময় লেগে যায় বেশ কিছুক্ষণ। কিন্তু নিপুণ দক্ষতায় আর ধৈর্যের সঙ্গে কাজ চালিয়ে অবশেষে তাঁরা উদ্ধার করেন প্রায় ১৩ ফুট লম্বা এই সাপটিকে। উদ্ধার হওয়া সাপটিকে পর্যবেক্ষণ করার পর বন দফতরের কর্মী ও সাপপ্রেমীরা সিদ্ধান্ত নেন, এটিকে পুনরায় জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে। সেইমতোই 'শুক্রবার রাতেই গভীর জঙ্গলে সাপটিকে ছেড়ে দেওয়াও হয়। উদ্ধারকারী সমাবেশ বিশ্বাস জানান, 'আমরা যখন পৌঁছই, তখন সাপটি খুব রেগে ছিল। ও ওর মাথা এদিক-ওদিক ঝোঁকাচ্ছিল। গাছের ডালে প্যাঁচানো থাকায় সাপটিকে নামানো একটু ঝুঁকির ছিল। কিন্তু সাবধানে ধৈর্য ধরে শেষমেশ নামিয়ে ফেলি আমরা।' সঙ্গী ফরিদুল হক বলেন, 'লোকজন যাতে ক্ষতি না করে এবং সাপটা যাতে আঘাত না পায়, সেসব মাথায় রেখেই কাজ করি আমরা।' বন দফতরের তরফ থেকেও তাঁদের ধন্যবাদ জানানো হয়। এদিকে বন দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, বর্ষার মরশুমে পাহাড় ও জঙ্গল থেকে সাপ লোকালয়ে চলে আসে খাদ্যের সন্ধানে বা আশ্রয়ের খোঁজে। তাই সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

একশৃঙ্গ গন্ডারের সুরক্ষা প্রদান সহ বন্যপ্রাণী রক্ষার্থে জলদাপাড়া বন বিভাগের বিশেষ উদ্যোগ

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৮ জুলাই ঃ একশৃঙ্গ গন্ডারের সুরক্ষা

প্রদান সহ বন্যপ্রাণী রক্ষার্থে জলদাপাড়া বন বিভাগের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে বিশেষ কিছু উদ্যোগ। ঝুঁকিপূর্ণ বর্ষার মরশুমে বন্যপ্রাণী এবং বনজ সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ বর্ষাকালীন সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। চোরাশিকার, অবৈধ অনুপ্রবেশ এবং বন্যা সম্পর্কিত ক্রমবর্ধমান ঝুঁকির পরিপ্রেক্ষিতে বিভাগ জুড়ে কিছু কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। এটি দেশের অন্যতম প্রধান এক শৃঙ্গ গন্ডারের আবাসস্থল। জলদাপাড়া পার্কের ভেতর সংবেদনশীল অঞ্চলগুলিতে একাধিক মোবাইল সুরক্ষা দল গঠন করা হয়েছে এবং মোতায়েন করা হয়েছে বন কর্মীদের। এই বিষয়টি জানিয়েছেন ডি এফ ও প্রবীন কাসোয়ান। এই দলগুলি সর্বক্ষণ নজরদারি চালাচ্ছে জঙ্গলের ভেতর। বনকর্মী এবং গোয়েন্দা নেটওয়ার্কগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছে নজরদারি। চোরাশিকার বিরোধী টাওয়ারগুলি থেকেও নজরদারি চালানো হচ্ছে। নদীতে চলছে নৌকা দিয়ে টহল। বর্ষা শুরু হতেই নদীর জলস্তর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হলং তোর্ষা এবং বুড়ি তোর্ষার মত নদীভিত্তিক অঞ্চলে নৌকা দিয়ে টহল গুরুত্বপূর্ণ করা হয়েছে। এছাড়াও হাতির পিঠে চলছে টহল। এই হাতির পিঠে টহল গন্ডারের সীমানায় অব্যাহত থাকবে বলে জানা গেছে বন বিভাগের তরফে। চোরাশিকার রোধ করার জন্য বদ্ধপরিকর বন বিভাগ। এই বিষয়ে আলিপুরদুয়ার জলদাপাড়া পার্কের ডি এফ ও প্রবীণ কাশওয়ান ফোনে জানিয়েছেন, এবারে ড্রোন ক্যামেরা দিয়ে নজরদারি চলছে। জঙ্গলের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছে ড্রোন ক্যামেরা। বর্ষার সময় চোরা শিকারের ঘটনা বেশি করে ঘটে। তা রোধ করা আমাদের অন্যতম দায়িত্ব। এছাড়াও জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় যেসব বাসিন্দাদের বসবাস রয়েছে তাদের সচেতন করা হচ্ছে।

নিজের জীবন বিপন্ন করে যান্ত্রিক ত্রুটি সারালেন সহকারী চালক

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৮ জুলাই ঃ জীবন হাতে করে ট্রেন সারালেন চালক! সাহসিকতার নজির তিস্তা সেতুতে। রুদ্ধশ্বাস এক মুহূর্ত! চলন্ত ট্রেন আচমকাই থেমে গেল তিস্তা সেতুর উপর। হাজারো যাত্রীর প্রাণ তখন ঝুলছে এক সুতোর উপর। ঠিক সেই সময় নিজের জীবন বিপন্ন করে যান্ত্রিক ত্রুটি সারালেন সহকারী চালক কুমার সৌরভ। সম্প্রতি এমনই দুঃসাহসিক ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে। যেখানে দেখা যাচ্ছে রেলের এক চালক ট্রেনের তলায় ঢুকে সারাচ্ছেন যান্ত্রিক ত্রুটি। ট্রেনটি রয়েছে একটি সেতুর উপর। ঠিক কী হয়েছিল এদিন? ১৫৭০৪ ডাউন নিউ বঙ্গাইগাঁও-এনজেপি বিজি প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি হঠাৎ থেমে যায় জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনের কাছে তিস্তা নদীর সেতুতে। যান্ত্রিক ত্রুটিতে দাঁড়িয়ে পড়ে ট্রেনটি। আর তখনই ভয়-শঙ্কা উপেক্ষা করে সহকারী চালক হামাগুড়ি দিয়ে ট্রেনের তলা দিয়ে গিয়ে সমস্যার উৎস খুঁজে বার করেন এবং তা মেরামত করেন। প্রায় ৪৫ মিনিট পর স্বাভাবিক হয় ট্রেন চলাচল। রেল সূত্রে জানা গেছে, ওইদিন জল্পেশ শ্রাবণী মেলা চলছিল। বহু ভক্ত সেই ট্রেনেই পুজো দিতে যাচ্ছিলেন। অভিযোগ, কোনও যাত্রী হয়তো নদীতে স্নানের উদ্দেশ্যে জোর করে ট্রেন থামিয়ে দেন। আর সেই সুযোগেই রেললাইনের পাশ

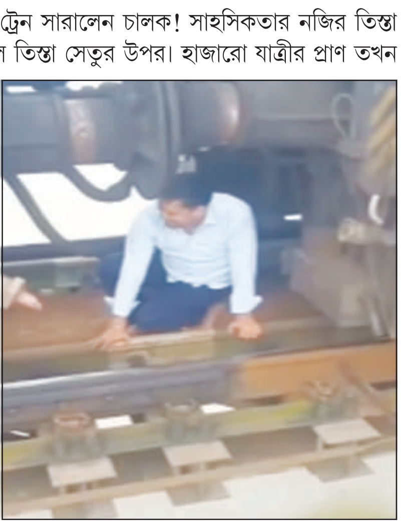

দিয়ে বিপজ্জনকভাবে যাত্রীদের হাঁটাচলা শুরু হয়। মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে যায় সেই ছবি-ভিডিও। এই ঘটনা যেমন সহকারী চালকের সাহসিকতার নিদর্শন, তেমনই যাত্রী নিরাপত্তা নিয়েও বড় প্রশ্ন তোলে। সেতুর উপর এই ধরনের যাতায়াত কতটা ঝুঁকিপূর্ণ তা ফের একবার সামনে আনল এই ঘটনা। রেলের দাবি, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হবে। তবে কুমার সৌরভের মতো চালকদের উপস্থিত বুদ্ধির জেরে এদিন বড়সড় দুর্ঘটনা আটকানো সম্ভব হল!

জ্যোৎস্না রাতে চলবে বিশেষ টয়ট্রেন

দুরন্ত বার্তা, দার্জিলিং, ২৮ জুলাই ঃ দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে এবার ইতিহাসকে আধুনিকতার মোড়কে ফিরিয়ে আনতে চলেছে। শিলিগুড়ির কাছের শুকনা স্টেশন থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত জ্যোৎস্না রাতে চলবে এক বিশেষ টয়ট্রেন, নামকরণ হয়েছে 'দ্য কুইন এসকেপ'। ভারতীয় রেলের অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকা এই পরিকল্পনায় উচ্ছ্বাস ছড়িয়েছে পর্যটন মহলে। এই 'নাইট জার্নি'র পিছনে রয়েছে এক চমকপ্রদ ঐতিহাসিক ঘটনা। একসময় কোচবিহারের রাজকুমারী ও জয়পুরের মহারানী গায়ত্রী দেবী দার্জিলিংয়ের এক প্রীতি আমন্ত্রণে রাতের অন্ধকারে টয়ট্রেনে চড়ে পৌঁছেছিলেন হিমালয়ের কোলে। সেই রাজকীয় সফর থেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে এই নতুন ট্রেনটির নামকরণ 'Queen's Escapade' বা 'দ্য কুইন এসকেপ'। ইতিমধ্যেই এই পরিকল্পনায় আগ্রহ দেখিয়েছে রেল বোর্ড। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের ডিরেক্টর রিশভ চৌধুরী জানিয়েছেন, সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে এই বিশেষ ট্রেন চলবে পুজোর পর কিংবা নতুন বছরের আগে। পর্যটকদের জন্য খুলে যাবে এক নতুন অভিজ্ঞতার দিগন্ত। শুধু রাতের যাত্রা নয়, পাশাপাশি চার্টার্ড সার্ভিস চালুরও ভাবনা চলছে। অর্থাৎ পর্যটক বা ভ্রমণপ্রেমীরা নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে বুক করতে পারবেন এই রাজকীয় ট্রেন। ইউনেস্কো ঘোষিত হেরিটেজ দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে বরাবরই পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। দিনে ট্রেন চলার পাশাপাশি রাতের এই সফর একদিকে যেমন ইতিহাসকে স্পর্শ করবে, তেমনই দেবে এক চিরস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। দেখার বিষয়, রাজকীয় ঐতিহ্যের ছায়া বয়ে আনা এই উদ্যোগ কবে বাস্তবে রূপ নেয়। তবে রেল কর্তারা আশাবাদী, এই শীতকালেই দার্জিলিংয়ের রাত আলোকিত করবে 'দ্য কুইন এসকেপ'।

মূল অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৮ জুলাই ঃ গত ১৯ জুলাই সন্ধ্যাবেলা বীরভূম জেলার মল্লারপুর থানার অন্তর্গত বিশিয়া গ্রামে ঘটে যায় এক চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ড। তৃণমূল নেতা বাইতুল্লা শেখকে পরপর তিনটি বোমা মেরে নৃশংসভাবে হত্যা করে দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনায় এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক ও রাজনৈতিক উত্তেজনা। এই খুনের ঘটনার তদন্তে নেমে মল্লারপুর থানার পুলিশ অবশেষে মূল অভিযুক্ত সাগর শেখকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বাইতুল্লা শেখকে হত্যার পর সাগর শেখ বিহারের যোগবানী এলাকায় আত্মগোপন করে এবং সেখান থেকে নেপালে পালিয়ে যাওয়ার ছক কষে। তবে পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নেপাল সীমান্তের কাছে ওত পেতে থাকে এবং ঠিক সময়ে তৎপর হয়ে নেপালে প্রবেশের আগেই সাগর শেখকে গ্রেপ্তার করে মল্লারপুর থানার পুলিশ। গ্রেপ্তারের পর অভিযুক্ত সাগর শেখ কলকাতা নিউজের ক্যামেরার সামনে স্বীকার করে যে সে-ই বাইতুল্লা শেখকে নিজ হাতে বোমা মেরে খুন করেছে।

সিএলডব্লিউতে ওপেন দাবা টুর্নামেন্ট সহ আমন্ত্রণমূলক চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজন

চিত্তরঞ্জন, ২৮ জুলাই ঃ চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন (সিএলডব্লিউএসএ) ২৭ জুলাই ২০২৫ তারিখে ডিভি গার্লস স্কুল প্রাঙ্গণে ওপেন দাবা টুর্নামেন্ট সহ আমন্ত্রণমূলক চ্যাম্পিয়নশিপ সফলভাবে আয়োজন করেছে। সিএলডব্লিউ কর্মী, তাদের উপর নির্ভরশীল এবং বিভিন্ন স্কুলের শিশুরা দাবা প্রতিযোগিতায় উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করেছিল। শ্রী বিজয় কুমার, জেনারেল ম্যানেজার কাম পৃষ্ঠপোষক সিএলডব্লিউএস স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ী অংশগ্রহণকারীদের পুরস্কার প্রদান করেন। এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে, সিএলডব্লিউএসএ- এর সম্মানিত সচিব তথা ট্র্যাকশন মোটরের প্রধান উপাদান ব্যবস্থাপক শ্রী রবীন্দ্র প্রসাদ এবং বিভাগীয় প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন।

জমি বিবাদের জেরে কাকার মাথা ফাটালো ভাইপো, পাল্টা মারে জখম

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৮ জুলাই ঃ পারিবারিক জমি বিবাদের জেরে রক্তাক্ত হলো পরিবারের সদস্যরা। জানা যায় পারিবারিক জমি নিয়ে বিবাদের জেরে নিজের কাকাকেই লোহার রড দিয়ে মারধরের অভিযোগ উঠল ভাইপোর বিরুদ্ধে। ঘটনায় দুই মহিলা সহ উভয়পক্ষের আহত চার। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাতে নদীয়ার চাপড়ার বড় আন্দুলিয়ায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় ওই এলাকার বাসিন্দা খেসমত মণ্ডলের সাথে তার ভাইপো সাহিদ মণ্ডলের জমি নিয়ে বিরোধ চলছিল দীর্ঘদিন ধরে। রবিবার রাতে চরম আকার ধারন করে সেই বিবাদ। অভিযোগ সেই সময় সাহিদ মণ্ডল তার কাকাকে লোহার রড দিয়ে মাথায় আঘাত করে। এর ফলে মাথা ফেটে গুরুতর আহত হন তিনি। তার পুত্রবধূ চায়না খাতুন তাকে বাঁচাতে গেলে তাঁকেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ । পাশাপাশি পাল্টা মারে ভাইপো সাহিদ মণ্ডল ও তার স্ত্রী বিন আলী মণ্ডলও গুরুতর জখম হয় বলেও সূত্রের খবর। স্থানীয়রাই আহতদের উদ্ধার করে চাপড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কা জনক হওয়ায় চিকিৎসক তাঁদের শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করে।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল স্বপন কুমার হাতী, পিতা- অষ্ট চরণ হাতী সাং ও পোঃ- উত্তর ঝাঁপরদহ থানা- ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া, বাবুলাল ঘোষ, প্রদীপ কুমার ঘোষ, কেকা ঘোষ ও আরো অন্যান্য নিযুক্ত আমমোক্তার রতন দাস মহাশয়ের নিকট হইতে এ্যাডিঃ ডিঃ সাবঃ রেজিঃ ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ২০৩ / ২০১৭, ২২২৩/২০২০, ৪৮৮০/২০২২, ২০২/২০১৭ ও ৬৫/২০১৮ আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা থানা ডোমজুড়, মৌজা- উত্তর ঝাঁপড়দহ, হাল এল. আর. খতিয়ান ১৭১২,২৫৬৭,২৮৬২,২৮৮৫,৩০৫৬ নম্বর হাল দাগ ২১৬১, ২১৬২, ২১৬৩,২১৬৪ নং দাগে ০৬.৬০ শতক জমি এ্যাডিঃ ডিঃ সাব- রেজিস্ট্রি ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১৮১৭/২০২৩ নং দলিল মূলে ক্রয় করিয়া নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১(এক) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L.&.L.R.O. DOMJUR অফিস এর নিকট আপীল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হবে।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল হেমন্ত মেদ্দা, পায়েল মেদ্দা সাং. ও পোঃ- দফরপুর থানা- ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া, গৌতম গাঙ্গুলী ও কাকুলী গাঙ্গুলী নিযুক্ত আমমোক্তার অভিষেক দাস মহাশয়ের নিকট হইতে এ্যাডিঃ ডিঃ সাবঃ রেজিঃ ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৩৪৪ / ২০১৭ আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা থানা ডোমজুড়, মৌজা উত্তর ঝাঁপড়দহ, হাল এল. আর. খতিয়ান ১৫১৬ /১, ১৩৯৪/৩ নম্বর হাল দাগ ৪৮৭৪ নং দাগে ০২.৪৮ শতক জমি এ্যাডিঃ ডিঃ সাব- রেজিস্ট্রি ডোমজুড় অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ২২৭৫ / ২০২৩ নং দলিল মূলে ক্রয় করিয়া নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১(এক) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L.& .L.R.O. DOMJUR অফিস এর নিকট আপীল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হবে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি/ খড়গপুর- ৭২১৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দফায় উল্লিখিত তারিখে বিকেল ৩টের পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে যেগুলি বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে খোলা হবে। **ক্র. নং, টেন্ডার নোটিস নং এবং কাজের বিবরণ নিম্নরূপ ঃ ১. টিআরডি-কেজিপি-ডব্লু-২০২৫-২৬-১৪ তারিখ ২৫.০৭.২০২৫।** মিশন ৩০০০ এমটি" - দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে-খড়গপুর ডিভিসন - ১০০ কিমি প্রতি ঘণ্টা হারে ২৫ অ্যাক্সেল যুক্ত পণ্য বোঝাই মালগাড়ির চলাচলের জন্য নিম্নলিখিত ব্রিজগুলির শক্তিশালী/ পুনর্বাসন/পুনর্নির্মাণ/পুনরায় গার্ডারিং করার কাজ - ১. খড়গপুর-টাটানগর শাখায় ব্রিজ নং ৬৬ আপ স্প্যান (১ x ৩০.৫) এমজি ঘাটশিলা ও ধলভূমগড় স্টেশনের মধ্যে কিমি ২১১/ ১১-১৩-তে এবং ব্রিজ নং ৬৬ ডাউন স্প্যান. (১ x ৩০.৫) এমজি ধলভূমগড় ও ঘাটশিলা স্টেশনের মধ্যে কিমি ২১১/১৪-১২ এবং ২. খড়গপুর-টাটানগর শাখায় ব্রিজ নং ৬৯ ডাউন স্প্যান. (৪ x ১৮.৩) এমজি ঘাটশিলা-ধলভূমগড় স্টেশনের মধ্যে কিমি ২০৮/২০-১৬-র মধ্যে এবং ব্রিজ নং ৯৪ আপ স্প্যান (২ x ১৮.৩) এমজি স্টেশন ঝাড়খণ্ড-গিধনির মধ্যে কিমি ১৬৭/১১-১৩-তে, **টেন্ডার মূল্যঃ** ৫৩,৮৫,৫২১.৫০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ১,০৭,৭০০ টাকা। **২. টিআরডি- কেজিপি-ডব্লু-২০২৫-২৬-১৫ তারিখ ২৫.০৭.২০২৫।** ১. খড়গপুর ডিভিসনে ১১টি এল.সি. গেট-এ যান্ত্রিক লিফ্‌টিং বেরিয়ারকে বৈদ্যুতিক লিফ্‌টিং বেরিয়ারে পরিবর্তন এবং ২. কোলাঘাট ও চেঙ্গাইল ঃ পুরোনো ক্ষয়প্রাপ্ত প্যানেল/ইআই ইন্টারলকিং-এর নতুন ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং দ্বারা প্রতিস্থাপন। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৩০,৬২,৮১২.২৬ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ৬১,৩০০ টাকা। **৩. টিআরডি- কেজিপি-ডব্লু-২০২৫-২৬-১৬ তারিখ ২৫.০৭.২০২৫।** মিশন ৩০০০ এমটি" - দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে-খড়গপুর ডিভিসন - ১০০ কিমি প্রতি ঘণ্টা হারে ২৫ অ্যাক্সেল যুক্ত পণ্য বোঝাই মালগাড়ির চলাচলের জন্য ব্রিজ সমূহ শক্তিশালী/পুনর্বাসন/পুনর্নির্মাণ/ পুনরায় গার্ডারিং করার কাজ - খড়গপুর-টাটানগর শাখায় ব্রিজ নং ৫৬ আপ স্প্যান (১ x ৩০.৫) এমজি-ঘাটশিলা-গালুডি স্টেশনের মধ্যে কিমি ২২১/২১-২৩ এবং ব্রিজ নং ৫৬ ডাউন স্প্যান (১ x ৩০.৫) এমজি গালুডি-ঘাটশিলার মধ্যে কিমি ২২১/২৪-২২-তে। **টেন্ডার মূল্যঃ** ২৯,৭৬,৪৬৭.৮০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ৫৯,৫০০ টাকা। **৪. টিআরডি- কেজিপি-ডব্লু-২০২৫-২৬-০৪আরটি তারিখ ২৫.০৭.২০২৫।** ১. বেলদা ঃঅমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পর অধীনে ১২.০ মিটার চওড়া ফুট ওভার ব্রিজ (এফওবি)-এর ব্যবস্থা করার কাজ। ২. জলেশ্বর ঃ অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পর অধীনে ১২.০ মিটার চওড়া ফুট ওভার ব্রিজ (এফওবি)-এর ব্যবস্থা করার কাজ। ৩. ঘাটশিলা ঃঅমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পর অধীনে ১২.০ মিটার চওড়া ফুট ওভার ব্রিজ (এফওবি)-এর ব্যবস্থা করার কাজ। ৪. ঝাড়গ্রাম ঃ অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পর অধীনে ১২.০ মিটার চওড়া ফুট ওভার ব্রিজ (এফওবি)-এর ব্যবস্থা করার কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১,৪৪,৩৮,৫১১.৮০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,২২,২০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** প্রতিক্ষেত্রে শূন্য। **খোলার তারিখ ঃ** ক্র. নং ১ ও ২-এর জন্য ১৯.০৮.২০২৫ এবং ক্র. নং ৩ ও ৪-এর জন্য ২১.০৮.২০২৫। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ক্র. নং ১, ৩ ও ৪-এর জন্য ১২ মাস এবং ক্র. নং ২-এর জন্য ৯ মাস। **দাখিলের তারিখঃ** ক্র. নং ১ ও ২-এর জন্য ১৯.০৮.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে পর্যন্ত এবং ক্র. নং ৩ ও ৪-এর জন্য ২১.০৮.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের বিশদ, বিবরণ, নির্দিষ্টকরণ দেখতে এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই কাজগুলির ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হবে না। **বি.দ্রঃ** সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণ সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত www.ireps.gov.in দেখতে পারেন। (PR-444)

Office of the Pradhan
Ichag Gram Panchayat
Vill: Ichag, P.O.: Ichag P S
Jhalda I, Dist.: Purulia
NOTICE INVITING e-TENDER No.- WB.IGP.NITe-05/2025-26, Date: 25/07/2025
For and on behalf of the Ichag Gram Panchayat, Pradhan, invites tenders through e-Tendering for different works. Last date of submission of Bid(online) **06/08/2025 up to 11.00 AM.** Time & date for opening technical Bid/ Bids Online: **08/08/2025 at 12:00 Noon**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Ichag Gram Panchayat

Notice Inviting e-Tender
Applications are invited from Bonafide contractors/agencies vide NIT bearing memo no. are- **02/A-II GP/25-26 (Sl.No 01), Dt- 25/07/25** for RESTORATION OF DAMAGED ROAD under OSR FUND. Bid Submission last dt-12/08/25, up to 11.00 AM. The N.I.eT. Documents and others details is available in the website **wbtenders.gov.in.**
Sd/- Prodhan
Ashuti-II Gram Panchayat
T/Maheshtala Dev. Block
South 24 Parganas

OFFICE OF THE PRADHAN
JABARRAH-JHAPRA 1NO GRAM PANCHAYAT
Under Para Panchayat Samity
Vill + PO: Jhapra,Dist: Purulia
Memo No: 200/JJ-IGP/2025 Date. 24/07/2025
TENDER NOTICE
Sealed Tender for **NIT:07/2025-26 dated 24-07-2025** in prescribed Tender Form of Jabarrah-Jhapra 1 No Gram Panchayat is hereby invited from the bona fide and eligible contractors of different types of works in Gram Panchayat area, please contact if required with the Jabarrah-Jhapra 1 No Gram Panchayat within office hours as well as office day upto **07-08-2025 up to 1:30 pm.** The list of Schemes & other details will be available in the office notice board of the undersigned.
Pradhan
Jabarrah-Jhapra 1 no Gram Panchayat
Para Panchayat Samity
Vill + PO- Jhapra, Dist - Purulia

আরইউবি/এলএইচএসের সমীপবর্তী পথ এবং নর্দমা ব্যবস্থার উন্নতকরণ
ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ৬৯/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ২৪-০৭-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেণ্ডার সংখ্যা. ২৯-এপি-I-২০২৫। কাজের নামঃ** গোসাইগাঁওহাট-রাণীনগর জলপাইগুড়িঃ জ্যেষ্ঠ ডিইএন/I/ আলিপুরদুয়ার জংশন অধিক্ষেত্রের অধীনের আরইউবি/এলএইচএসের সমীপবর্তী পথ এবং নর্দমা ব্যবস্থার উন্নতকরণ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ২,২০,৪২,৪২০.৮৭/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,৬০,২০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ১৮-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা যাবেঃ** ১৮-০৮-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

গ্রেটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN: L17296WB2009PLC136911
নিবন্ধিত অফিসঃ ৯০, ফিয়ারস লেন, ৫ম তল, কোলকাতা-৭০০০১২
ফোনঃ ০৩৩ ২২৩৬ ০০৮৩, মোবাইলঃ৯৮৩০০২৫৭৬৫
ওয়েবসাইটঃ **www.gretexindustries.com**
ইমেল আইডিঃ **arvind@gretexgroup.com, info@gretexindustries.com**

ষোড়শ বার্ষিক সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, গ্রেটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ষোড়শ বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট, ২০২৫ তারিখ সকাল ১১.০০ টা (১ টা) ৯০, ফিয়ারস লেন, ৫ তলা, কোলকাতা-৭০০০১২-তে অনুষ্ঠিত হবে। বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনার জন্য।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানি / ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত সকল সদস্যকে ইমেল করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের ইমেল, অনুমোদিত পদ্ধতিতে, সেই সকল সদস্যদের নিবন্ধিত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছে যারা তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি এবং যারা বিশেষভাবে একটি ইমেলের পাশাপাশি একটি বাস্তব অনুলিপির জন্য অনুরোধ করেছেন। এজিএমের বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির লিমিটেডের ওয়েবসাইট https://oretexindustries.com/ NSE ওয়েবসাইট www.nseindia.com এবং কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট বিগ শেয়ার সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডের ওয়েবসাইট https://ivote.bioshareonline.com এও পাওয়া যাবে।

সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ এবং বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (তালিকাভুক্তির বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ (তালিকাভুক্তির নিয়মাবলী) এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন) এর ধারা ১০৮, যা কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসন) প্রবিধান, ২০১৪ এর ধারা ২০ এর সাথে পঠিত, এর বিধান অনুসারে, কোম্পানি তার সদস্যদের সভার নোটিশে উল্লিখিত ব্যবসায় ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। সদস্যরা সভার স্থান (রিমোট ই-ভোটিং) ব্যতীত অন্য কোনও স্থান থেকে ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে তাদের ভোট দিতে পারবেন। কোম্পানি তার সদস্যদের ই-ভোটিং সুবিধা প্রদানের জন্য বিগ শেয়ার সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে যোগাযোগ করেছে। রিমোট ই- ভোটিংয়ের জন্য ওয়েবসাইট হল https://ivote.bigshareonine.com। রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল **শনিবার, ১৬ আগস্ট, ২০২৫ সকাল ১০.০০ টায় শুরু হবে এবং ১৮ আগস্ট, ২০২৫ সোমবার বিকেল ৫.০০ টায় শেষ হবে**। এই সময়ের মধ্যে, কোম্পানির শেয়ারহোল্ডাররা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন। বিগ শেয়ার সার্ভিসেস লিমিটেড কর্তৃক রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি পরবর্তীতে ভোটদানের জন্য নিষ্ক্রিয় করা হবে। যে ব্যক্তির নাম সদস্যদের নিবন্ধনে অথবা ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষিত সুবিধাভোগী মালিকদের নিবন্ধনে লিপিবদ্ধ থাকবে, অর্থাৎ **১১ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে**, কেবলমাত্র তিনিই রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবেন। সভার আগে রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোটদানকারী সদস্যরাও সভায় যোগ দিতে পারবেন তবে পুনরায় ভোটদানের অধিকারী হবেন না।

নোটিশ পাঠানোর পর কোম্পানির সদস্য হন এবং কোম্পানির সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য রাখেন, অর্থাৎ সোমবার, ১১ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে এবং যার প্যান কোম্পানিতে নিবন্ধিত নয়, তিনি রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য সিকোয়েন্স নম্বরের বিস্তারিত তথ্য পেতে পারেন। gilaoretexcomoliancein ঠিকানায় কোম্পানির সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার মিস নীতি দুবের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে। ই-ভোটিংয়ের বিষয়ে কোনও প্রশ্ন বা সমস্যার ক্ষেত্রে, সদস্যরা 'ডাউনলোড' বিভাগের অধীনে https://:ivote.bigshareonine.com ঠিকানায় উপলব্ধ FrequentiyAsked Questions (FAQs) এবং ই-ভোটিং মডিউলটি দেখতে পারেন অথবা ivoteabioshareonine.com ঠিকানায় ইমেল করতে পারেন অথবা ১৮০০২২৫৪২২ / ০২২-৬২৬৩৮৩৩৮ নম্বরে কল করতে পারেন। আইনের ধারা ৯১ এবং তালিকাভুক্তি বিধিমালার ৪২ নং প্রবিধান অনুসারে এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সভার উদ্দেশ্যে সদস্যদের নিবন্ধন এবং কোম্পানির শেয়ার স্থানান্তর বই মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট, ২০২৫ থেকে মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট, ২০২৫ (উভয়দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে।

গ্রেটেক্স কর্পোরেট সার্ভিসেস লিমিটেডের জন্য
স্বা /-
মিসেস নীতি দুবে
কোম্পানী সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

তারিখ- জুলাই ২৮,২০২৫
স্থান- কলকাতা

MUTHOOT FINCORP LTD. | সোণা নিলাম সূচনা
Regd. Office: Muthoot Centre, TC No 27/3022, Punnen Road, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695001.
CIN : U65929KL1997PLC011518, Ph: +91 471 4911400, 2331427

এতদ্বারা সবাইকে সূচনা দেয়া হচ্ছে যে up to 30.09.2024 & MSGL, SPL 16, One Plus, Guide prepaid, Super value, ADGL and all other 6 months tenure gold loans upto 31.12.2024 and MSGB, SME Suvarna & EMI due upto 30.06.2025. Also those gold loans where interest is due and not paid up to 30.06.2025 are also included in this auction পর্যন্ত নিম্নোক্ত শাখাগুলিতে যেগুলি সোনা বন্ধক স্বরূপ জমা ছিল যাদের দায়মোচনের জন্যে পরিশোধ করার অন্তিম তারিখ পার হয়ে গেছে এবং বারংবার সূচিত করা স্বত্ত্বেও দায়মোচনের জন্যে পরিশোধ করা হয়নি ওই সোণাগুলি 25.08.2025 তারিখে সকাল 10 টা থেকে নিলাম করা হবে।

EAST MEDINIPORE DISTRICT-CHANDIPUR: 4211001612, 4211001614, 4211001616, 4211001618, 4211001638, 4211001708, 4211001728, 4211001729, 4211001802, 4211001826, 4211001828, 4211001874, 4211001880, 4211001910, 4211001956, 4211001957, 4211002050, 4211002052, 4211002054, 4211002079, 4211002193, 4211002200, 4211002222, 4211002300, 4211002318, 4211002325, 4211002355, 4211002368, 4211002372, 4211002380, 4211002407, 4211002437, 4211002489, 4211002494, 4211002524, 4211002543, 4211002559, 4211002560, 4211002590, 4211002614, 4211002616, 4211002621, 4211002623, 4211002633, 4211002641, 4211002646, 4211002648, 4211002657, 4211002665, 4211002668, 4211002670, 4211002679, 4211002691, 4211002703, 4211002706, 4211002717, 4211002722, 4211002734, 4211002761, 4211002765, 4211002766, 4211002780, 4211002781, 4211002795, 4211002818, 4211002820, 4211002830, 4211002837, 4211002840, 4211002841, 4211002844, 4211002845, 4211002847, 4211002852, 4211002854, 4211002866, 4211002869, 4211002885, 4211002891, 4211002917, 4211002921, 4211002922, 4211002926, 4211002938, 4211002945, 4211002948, 4211002952, 4211002976, 421100812, 421100832, 421100833, 421100858, 421100867, 421100870, 421100874, 421100877, 421100884, 421100885, 421100886, 421100887, 421100888, 421100890. **CONTAI:** 4115002229, 4115002234, 4115002239, 4115002298, 4115002308, 4115002322, 4115002339, 4115002463, 4115002475, 4115002476, 4115002486, 4115002508, 4115002516, 4115002524, 4115002526, 4115002587, 4115002598, 4115002626, 4115002641, 4115002644, 4115002660, 4115002664, 4115002668, 4115002685, 4115002701, 4115002707, 4115002711, 4115002716, 4115002725, 4115002737, 4115002742, 4115002744, 4115002752, 4115002783, 4115002788, 4115002790, 4115002791, 4115002798, 4115002812, 4115002820, 4115002831, 4115002835, 4115002842, 4115002846, 4115002857, 4115002875, 4115002899, 4115002904, 4115002909, 4115002912, 4115002913, 4115002920, 4115002926, 4115002933, 4115002935, 4115002941, 4115002952, 4115002953, 4115002954, 4115002960, 4115002970, 4115002971, 4115002977, 4115002985, 4115002995, 4115003008, 4115003020, 4115003021, 4115003025, 4115003026, 4115003037, 4115003047, 4115003064, 4115003079, 4115003080, 4115003081, 4115003084, 4115003085, 4115003106, 4115003115, 4115003119, 4115003145, 4115003148, 4115003151, 4115003156, 4115003193, 4115003199, 4115003221, 4115003237, 4115003253, 4115003283, 4115003307, 4115003334, 4115003350, 4115003409, 4115003438, 4115003475, 4115003499, 4115003608, 411501657, 411501719, 411501726, 411501843, 411501854, 411501866, 411502017, 411502092, 411502117, 411502118, 411502194, 411502199, 411502206, 411502211, 411502218, 411502287, 411502294, 411502348, 411502386, 411502392, 411502402, 411502413, 411502428, 411502434, 411502499, 411502528, 411502546, 411502550, 411502559, 411502562, 411502589, 411502596, 411502597, 411502610, 411502621, 411502626, 411502638, 411502642, 411502645, 411502648, 411502674, 411502714, 411502738, 411502742, 411502745, 411502748, 411502758. **EGRA:** 4163001849, 4163001851, 4163001859, 4163001870, 4163001942, 4163001968, 4163001972, 4163001978, 4163001991, 4163001993, 4163002000, 4163002007, 4163002071, 4163002081, 4163002093, 4163002106, 4163002122, 4163002132, 4163002140, 4163002160, 4163002172, 4163002192, 4163002202, 4163002218, 4163002238, 4163002254, 4163002272, 4163002295, 4163002301, 4163002304, 4163002306, 4163002313, 4163002331, 4163002332, 4163002339, 4163002365, 4163002418, 4163002420, 4163002423, 4163002446, 4163002452, 4163002467, 4163002472, 4163002474, 4163002479, 4163002489, 4163002499, 4163002513, 4163002523, 4163002533, 4163002538, 4163002546, 4163002552, 4163002565, 4163002567, 4163002573, 4163002580, 4163002582, 4163002585, 4163002591, 4163002595, 4163002597, 4163002598, 4163002619, 4163002627, 4163002630, 4163002636, 4163002641, 4163002644, 4163002651, 4163002665, 4163002666, 4163002676, 4163002680, 4163002682, 4163002683, 4163002691, 4163002700, 4163002707, 4163002721, 4163002724, 4163002745, 4163002747, 4163002767, 4163002768, 4163002803, 4163002809, 4163002830, 4163002831, 416301438, 416301448, 416301476, 416301535, 416301602, 416301692, 416301755, 416301776, 416301824, 416301872, 416301898, 416301962, 416301970, 416302037, 416302051, 416302056, 416302084, 416302118, 416302176, 416302180, 416302201, 416302217, 416302227, 416302302, 416302336, 416302349, 416302402, 416302403, 416302410, 416302435, 416302457, 416302517, 416302522, 416302529, 416302558, 416302613, 416302621, 416302637, 416302639, 416302681, 416302682, 416302686, 416302692, 416302694, 416302699, 416302702, F16238. **HALDIA:** 4102000016, 4102000019, 4102000043, 4102000051, 4102000086, 4102000095, 4102000110, 4102000112, 4102000122, 4102000133, 4102000146, 4102000151, 4102000155, 4102000161, 4102000285, 410201570, 410201578, 410201772, 410201828, 410201829, 410201830, 410201937, 410201966, 410201983, 410201992, 410202041, 410202092, 410202093, 410202119, 410202126, 410202164, 410202168, 410202257, 410202266, 410202283, 410202285, 410202290, 410202320, 410202322, 410202328, 410202354, 410202355, 410202361, 410202390, 410202391, 410202412, 410202413, 410202422, 410202424, 410202430, 410202431, 410202437, 410202446, 410202466, 410202469, 410202474, 410202486, 410202487, 410202496, 410202499, 410202501, 410202502, 410202503, 410202506, 410202523, 410202524, 410202528, 410202531, 410202545, 410202549, 410202554. **MECHEDA-WEST BENGAL:** 2890002726, 2890002740, 2890002761, 2890002782, 2890002792, 2890002816, 2890002837, 2890002858, 2890002860, 2890002861, 2890002878, 2890002888, 2890002897, 2890002898, 2890002899, 2890002913, 2890002914, 2890002915, 2890002919, 2890002928, 2890002932, 2890002934, 2890002935, 2890002938, 2890002943, 2890002944, 2890002957, 2890002959, 2890002962, 2890002964, 2890002975, 2890002982, 2890002991, 2890002996, 2890003009, 2890003024, 2890003025, 2890003029, 2890003032, 2890003039, 2890003050, 2890003051, 2890003068, 2890003076, 2890003078, 2890003080, 2890003084, 2890003094, 2890003101, 2890003115, 2890003123, 2890003133, 2890003139, 2890003169, 2890003171, 2890003180, 2890003191, 2890003235, 2890003241, 2890003260, 2890003288, 2890003324, 2890003325, 2890003336, 2890003341, 2890003343, 2890003352, 2890003365, 2890003367, 2890003386, 2890003633, 2890003671, 2890003715, 289002229, 289002295, 289002367, 289002475, 289002563, 289002577, 289002634, 289002639, 289002692, 289002701, 289002850, 289002918, 289002943, 289002980, 289003037, 289003063, 289003073, 289003092, 289003126, 289003159, 289003166, 289003168, 289003177, 289003250, 289003268, 289003296, 289003388, 289003410, 289003424, 289003448, 289003449, 289003471, 289003529, 289003536, 289003540, 289003541, 289003560, 289003600, 289003608, 289003625, 289003726, 289003768, 289003814, 289003833, 289003854, 289003857, 289003858, 289003877, 289003890, 289003899, 289003910, 289003932, 289003942, 289003946, 289003948, 289003971, 289003972, 289003982, 289003989, 289004018, 289004023, 289004031, 289004038, 289004039, 289004049, 289004056, 289004057, 289004071, 289004098, 289004104, 289004112, 289004149, 289004152, 289004157, 289004199, 289004213, 289004219, 289004230, 289004239, 289004275, 289004292, 289004297, 289004309, 289004312, 289004314, 289004316, 289004320, 289004334, 289004347, 289004355, 289004357, 289004377, 289004379, 289004389, 289004393, 289004424, 289004438, 289004442, 289004446, 289004448, 289004449, 289004488, 289004491, 289004524, 289004535, 289004538, 289004545, 289004555, 289004578, 289004591, 289004597, 289004599, 289004600, 289004610, 289004615, 289004617, 289004632, 289004638. **PANSKURA:** 3993001507, 3993001552, 3993001579, 3993001628, 3993001638, 3993001666, 3993001688, 3993001710, 3993001715, 3993001749, 3993001755, 3993001836, 3993001911, 3993001917, 3993001952, 3993001955, 3993001971, 3993001991, 3993002030, 3993002031, 3993002048, 3993002049, 3993002071, 3993002079, 3993002089, 3993002090, 3993002121, 3993002170, 3993002233, 3993002239, 3993002247, 3993002274, 3993002309, 3993002311, 3993002315, 3993002349, 3993002356, 3993002365, 3993002371, 3993002388, 3993002395, 3993002408, 3993002410, 3993002413, 3993002416, 3993002434, 3993002444, 3993002445, 3993002446, 3993002452, 3993002453, 3993002463, 3993002473, 3993002480, 3993002481, 3993002487, 3993002488, 3993002499, 3993002500, 3993002508, 3993002510, 3993002511, 3993002512, 3993002520, 3993002527, 3993002535, 3993002537, 3993002557, 3993002573, 3993002582, 3993002594, 3993002597, 3993002600, 3993002606, 3993002625, 3993002626, 3993002628, 3993002631, 3993002648, 3993002669, 3993002689, 3993002693, 3993002704, 3993002709, 3993002713, 3993002714, 3993002715, 3993002721, 3993002725, 3993002740, 3993002746, 3993002763, 3993002770, 3993002771, 3993002782, 3993002783, 3993002793, 3993002808, 3993002809, 3993002818, 3993002825, 3993002830, 3993002869, 3993002873, 3993002875, 3993002877, 3993002878, 3993002950, 399300974, 399301000, 399301002, 399301038, 399301055, 399301071, 399301073, 399301074. **RAMNAGAR(WB):** 416200014, 4162000161, 4162000494, 4162000512, 4162000524, 4162000595, 4162000605, 4162000625, 4162000632, 4162000659, 4162000665, 4162000668, 4162000680, 4162000681, 4162000713, 4162000730, 4162000731, 4162000736, 4162000756, 4162000762, 4162000770, 4162000773, 4162000777, 4162000778, 4162000788, 4162000790, 4162000791, 4162000792, 4162000801, 4162000802, 4162000804, 4162000816, 4162000817, 4162000821, 4162000825, 4162000826, 4162000827, 4162000850, 4162000854, 4162000856, 4162000858, 4162000861, 4162000862, 4162000867, 4162000868, 4162000870, 4162000883, 4162000900, 4162000901, 4162000902, 4162000918, 4162000919, 4162000926, 4162000927, 4162000929, 4162000930, 4162000931, 4162000933, 4162000947, 4162000964, 4162000965, 4162000977, 4162000978, 4162000986, 416200217. **TAMLUK:** 4013001821, 4013002010, 4013002015, 4013002181, 4013002187, 4013002191, 4013002194, 4013002195, 4013002205, 4013002240, 4013002248, 4013002256, 4013002311, 4013002314, 4013002315, 4013002316, 4013002356, 4013002367, 4013002386, 4013002387, 4013002389, 4013002404, 4013002413, 4013002421, 4013002447, 4013002448, 4013002464, 4013002471, 4013002476, 4013002503, 4013002522, 4013002541, 4013002543, 4013002544, 4013002545, 4013002564, 4013002581, 4013002618, 4013002623, 4013002640, 4013002662, 4013002663, 4013002666, 4013002667, 4013002679, 4013002688, 4013002690, 4013002696, 4013002698, 4013002699, 4013002706, 4013002712, 4013002754, 4013002756, 4013002770, 4013002776, 4013002903, 401301000, 401301029, 401301098, 401301178, 401301221, 401301257, 401301384, 401301445, 401301496. **PURBA MEDINIPUR DISTRICT-NANDIGRAM:** 4306001255, 4306001311, 4306001355, 4306001467, 4306001489, 4306001573, 4306001633, 4306001711, 4306001745, 4306001755, 4306001763, 4306001776, 4306001777, 4306001795, 4306001796, 4306001814, 4306001818, 4306001833, 4306001901, 4306001902, 4306001913, 4306001989, 4306002004, 4306002014, 4306002038, 4306002049, 4306002059, 4306002062, 4306002083, 4306002104, 4306002106, 4306002107, 4306002116, 4306002123, 4306002127, 4306002132, 4306002140, 4306002154, 4306002157, 4306002166, 4306002183, 4306002213, 4306002219, 4306002222, 4306002253, 4306002254, 4306002262, 4306002273, 4306002279, 4306002281, 4306002282, 4306002288, 4306002336, 430600498, 430600502, 430600559.

নিলাম যথাযথ শাখাগুলিতে সম্পন্ন করা হবে। অনুগ্রহ করে জ্ঞাত হোন যে যদি কোনো কারণে একই দিনে নিলাম সম্পূর্ণ না হলে 06.09.2025 at 10.00 am at **TAMLUK:** First Floor, Na , Plot 57, Haldia Mecheda Road, Nearmaniktala More, Tamluk, West Bengal , 721636. **NANDIGRAM:** First Floor, Plot No 243, Mouza-Godaibalbar, Vill, P.O, P.S-Nandigram, Near Bus Stand, Purba Medinipur, West Bengal -721631 এই ঠিকানায় এই নিলাম সম্পন্ন করা হবে। যেগুলি ব্যক্তি নিলাম ডাকবে সবাইকে ফটো পরিচয় পত্র, প্যান কার্ড দেখানোর জন্যে অনুরোধ করা হচ্ছে। যে ব্যক্তি নিলামে সফল হওয়া ব্যক্তি আর টি জি এস (RTGS) এর মাধ্যমে টাকা স্থানান্তরণ করতে হবে।
মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড

নিজের দর্শনের বাইরে গিয়ে পন্থ-স্তুতি গম্ভীরের

সতীর্থদের উদ্দেশে বার্তা ঋষভের

ম্যানচেস্টার, ২৮ জুলাইঃ ইংল্যান্ড-ভারত চলতি টেস্ট সিরিজের চতুর্থ ম্যাচের প্রথম ইনিংসে ব্যাট করার সময় পায়ে মারাত্মক চোট পেয়েছিলেন ঋষভ পন্থ। এর ফলে তাঁর ডান পায়ের মেটাটারসাল হাড় ভেঙে যায়। এরপরও অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তন ঘটিয়ে দলের বিপদ দেখে প্রথম ইনিংসে ফের ব্যাট করতে নামেন। যদিও তিনি চোট পাওয়ার পর উইকেটরক্ষকের ভূমিকা পালন করতে পারেননি। ঋষভের চোটের গুরুত্ব এতটাই যে, চিকিৎসকরা তাঁকে অন্তত ছয় সপ্তাহ বিশ্রাম নিতে বলেছেন। এর ফলে ওভালে অনুষ্ঠিত পঞ্চম টেস্ট খেলতে পারবেন না ঋষভ। তবে টিম ইন্ডিয়া শিবির ছাড়ার আগে পন্থ তাঁর সতীর্থদের উদ্দেশে এক আবেগঘন বার্তা পাঠিয়েছেন। বিসিসিআই ইনস্টাগ্রামে পন্থের সেই বার্তার ভিডিও পোস্ট করেছে। ভিডিওতে পন্থকে বলতে দেখা গিয়েছে, ''আমার দলকে আমি একটাই বার্তা দিতে যাচ্ছি, চলো, আমরাও জিততে পারি বন্ধুরা। দেশের জন্য এটা করে দেখাই। ব্যক্তিগত লক্ষ্য নিয়ে চিন্তা না করে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হব দলকে, জেতাতে হবে। আমিও সেটাই চেয়েছিলাম। অবশ্যই, সকলে যেভাবে আমাকে সমর্থন করেছে তা অসাধারণ। দল চাপের মধ্যে আছে। সবকিছুই আছে, কিন্তু যখন পুরো দেশ একই কারণে তোমাদের পিছনে দাঁড়ায়, তখন সেটাই কিছু একটা। সেই আবেগ ব্যাখ্যা করা কঠিন, আমার দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে আমি গর্বিত।''

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে শেষ টেস্ট ম্যাচ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে পন্থকে বাদ দেওয়া হয়েছে। নির্বাচকরা তাঁর পরিবর্তে এন জগদীশনকে বেছে নিয়েছেন। তবে ধ্রুব জুরেলই সম্ভবত ওভালে উইকেটরক্ষকের দায়িত্ব সামলাবেন। পন্থকে নিয়ে আবেগতাড়িত হয়ে পড়েছেন টিম ইন্ডিয়ার হেডস্যার গৌতম গম্ভীরও। গৌতিকে সাধারণত খুব একটা আবেগপ্রবণ হতে দেখা যায় না। ব্যক্তিকে প্রাধান্য না দিয়ে তিনি বরাবরই গুরুত্ব দেন দলগত পারফরম্যান্সের উপর। কিন্তু ঋষভকে নিয়ে এবার গম্ভীরকেও উল্টোপথে হাঁটতে দেখা গেল। রবিবার তিনি তাঁর নিজস্ব দর্শনের বিরুদ্ধে গিয়ে ড্রেসিং রুমে এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী বক্তব্য রেখেছেন। বক্তব্যে তিনি ঋষভ পন্থের সাহসী প্রচেষ্টাকে অভিবাদন জানান। পন্থ চোটের সঙ্গে লড়াই করে ম্যাঞ্চেস্টারে ভারতকে ড্র নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই ফলাফল কেবল চলতি সিরিজকেই বাঁচিয়ে রাখেনি, বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হতে যাওয়া ওভালে নির্ণায়ক ম্যাচটির গুরুত্বও বাড়িয়ে দিয়েছে। অফিশিয়াল 'ইন্ডিয়ান ক্রিকেট টিম' ইনস্টাগ্রাম পেজে শেয়ার করা একটি ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, ড্রেসিংরুমে গম্ভীর পন্থকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিচ্ছেন। ভিডিওটিতে দেখা যাচ্ছে, গম্ভীর বলছেন, ঋষভ কেবল ড্রেসিংরুমের প্রতিটি খেলোয়াড়কেই নয়, পরবর্তী প্রজন্মের তারকাদেরও অনুপ্রাণিত করেছেন। গম্ভীর বলেছেন, ''এই টেস্ট দলের ভিত্তি হবে ঋষভ। এই দলের জন্য ও যা করেছে, তা তুলনাহীন। আমি ব্যক্তিদের নিয়ে কথা বলতে ঘৃণা করি। আমি কখনও টিম গেমে ব্যক্তিদের নিয়ে কথা বলিনি। তুমি (ঋষভ পন্থ) কেবল এই ড্রেসিং রুমকেই নয়, পরবর্তী প্রজন্মকেও অনুপ্রাণিত করেছ। তুমি যা করেছ এবং নিজের জন্য এবং এই ড্রেসিং রুমের সকলের জন্য যে উত্তরাধিকার তৈরি করেছ তা তুমিই করেছ। খুব ভাল কাজ। দেশ সবসময় তোমার জন্য গর্বিত থাকবে।''

জাতীয় দলের হেড কোচ হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে খালিদ জামিল

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাইঃ ২ জুলাই আনুষ্ঠানিক ভাবে ভারতীয় দলের সঙ্গে মার্কুয়েজ বিচ্ছেদের ঘোষণা করেছিল ফেডারেশন। যদিও এরপর সুনীলদের হেড স্যারের খুঁজতে বিজ্ঞাপন দিতে হয়েছিল সর্ব ভারতীয় ফুটবল সংস্থাকে। সেখানে দেশীয়-বিদেশি কোচ মিলিয়ে ১৭০ জনের করা আবেদন পর্যালোচনা করার পর তিনজন প্রার্থীকে শর্টলিস্ট করে ফেডারেশনের টেকনিক্যাল কমিটি। সেই তালিকায় রয়েছেন খালিদ জামিল ছাড়াও প্রাক্তন ভারতীয় কোচ স্টিফেন কনস্টানটাইন এবং স্লোভাকিয়ার কোচ স্টেফান টারকোভিচ। কিন্তু এরইমধ্যে জোরালোভাবে ভারতীয় দলের নতুন কোচ হিসেবে খালিদ জামিলের নাম সামনে আসছে। যা নিয়ে নতুন করে শুরু হয়েছে

জল্পনা। প্রসঙ্গত, আবেদনকারীদের মধ্যে ছিলেন স্প্যানিশ কিংবদন্তি ফুটবলার থেকে ইংল্যান্ডের প্রাক্তন তারকা রবি ফাউলার এবং হ্যারি কিওয়েলের মতো আন্তর্জাতিক নাম। যদিও ফেডারেশন জাভির আবেদনকে স্বাগত জানিয়েছে, কিন্তু উচ্চ খরচের কারণে তার সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়নি কল্যাণ চৌবের নেতৃত্বাধীন কমিটি। খালিদ জামিলের কোচিং জীবন শুরু হয়েছিল ২০০৯ সালে মুম্বই এফসির কোচ হিসেবে। তবে প্রকৃত খ্যাতি অর্জন করেন আইজল এফসির কোচ হিসেবে, যেখানে সীমিত রিসোর্স নিয়েও তিনি দলকে আই-লিগ চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন। এটি ছিল ভারতীয় ফুটবল ইতিহাসে এক ঐতিহাসিক সাফল্য। আইজলকে দ্বিতীয় ডিভিশন থেকে আই-লিগে নিয়ে এসে প্রথম মরসুমেই চ্যাম্পিয়ন করার কৃতিত্ব ভারতীয় কোচ হিসেবে এক অনন্য নজির। পরে ইস্টবেঙ্গলের মতো ঐতিহ্যবাহী ক্লাবেও কাজ করেছেন তিনি। তবে ফের আলোচনায় আসেন যখন নর্থইস্ট ইউনাইটেডকে আইএসএল ২০২১-২২ মরসুমে সেমিফাইনালে পৌঁছে দেন। এরপর জামশেদপুর এফসির কোচ হিসেবে সফল সময় কাটান তিনি। বর্তমানে ফেডারেশন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। বহু বছর পর এক গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্ট আগে ভারতীয় কোচকে দায়িত্ব দেওয়ার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। আর এই সময়ে খালিদ জামিলের মতো অভিজ্ঞ ও প্রমাণিত কোচের উপর ভরসা রাখতে চাইছে ফেডারেশন বলেই সূত্রের খবর। ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবে জানিয়েছেন, আগামী ১০ দিনের মধ্যেই নতুন কোচের নাম ঘোষণা করা হবে। তিনি বলেন, ''আমরা খুব শীঘ্রই নির্বাহী কমিটির বৈঠক ডেকেছি। সেই বৈঠকের পরই নতুন কোচের নাম জানানো হবে। যদি সব কিছু ঠিকঠাক চলে, তাহলে ১০ দিনের মধ্যেই সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে।'' ডুরান্ড কাপ ২০২৫ অভিযান শুরুতেই ত্রিভুবন আর্মিকে হারিয়ে ৩-২ গোলে জেতে জামশেদপুর। এরপর সাক্ষাৎকারে খালিদ জামিলকে প্রশ্ন করা হয় ভারতীয় দলের কোচের পদে কতটা এগিয়ে রয়েছেন বলে মনে করছেন তিনি? প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেও তিনি হেসে বলেন, 'দেখা যাক'। তবে ভারতীয় ফুটবলের উন্নয়নে একজন দেশীয় কোচকে দায়িত্ব দেওয়া হলে, দেশীয় কোচদের জন্যও এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা হতে পারে। খালিদ জামিলের মতো কোচের অভিজ্ঞতা ও ভারতীয় ফুটবলের প্রতি তার নিবেদন ভারতীয় দলকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে এমনই মনে করছেন ফুটবল মহলের অনেকেই।

ভারতে কোচিং নিয়ে হতাশ মার্কুয়েজ! ফুটবলারদের মানসিকতা নিয়ে তুললেন প্রশ্ন

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাইঃ ভারতের জাতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন কোচ মানোলো মার্কুয়েজ সম্প্রতি তাঁর কোচিংয়ের সময়কালের অভিজ্ঞতা নিয়ে মুখ খুলেছেন। এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ''জাতীয় দলের হয়ে খেলার জন্য খেলোয়াড়দের আরও গর্ব নিয়ে মাঠে নামা উচিত।'' তাঁর কথায়, ''আন্তর্জাতিক মঞ্চে খেলোয়াড়দের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গিতে আরও নিষ্ঠা ও আত্মবিশ্বাস থাকা প্রয়োজন।'' মার্কুয়েজের সময়ে ভারতীয় দল মাত্র ৮ ম্যাচের মধ্যে একটিতেই জয় পেয়েছিল। এএফসি এশিয়ান কাপ ২০২৭ যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে বড়সড় ধাক্কা খেয়েছে দল। এই ব্যর্থতার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মার্কুয়েজ বলেন, ''খেলোয়াড়দের আরও গর্ব নিয়ে মাঠে নামা উচিত, জাতীয় দলের জার্সি পরা গর্বের বিষয়। তবে এটিই একমাত্র কারণ নয় ব্যর্থতার।'' স্প্যানিশ কোচের মতে, তাঁর কোচিংয়ের সময় সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল একটি নির্দিষ্ট মূল দল তৈরি না হওয়া। তিনি জানান, ''আমি প্রথম সাংবাদিক বৈঠকেই বলেছিলাম যে আমি একটি নির্দিষ্ট মূল দল নিয়ে কাজ করতে চাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব হয়নি।'' তিনি আরও বলেন, ''যদি আপনি পাঁচটি ফিফা উইন্ডোতে ৪৯ জন খেলোয়াড়কে ডাকেন, তাহলে বুঝতে হবে আপনি এখনও সঠিক দল খুঁজে পাননি। এটা আমার ভুলও হতে '' এই স্বীকারোক্তি থেকেই স্পষ্ট, কোচ হিসেবে নিজের কিছু সিদ্ধান্তে তিনি নিজেও সন্তুষ্ট নন। মার্কুয়েজের কোচিংয়ের সময় এক বড় আলোচনার বিষয় ছিল সুনীল ছেত্রীর আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর ভেঙে ফের জাতীয় দলে ফেরা। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুললেও মার্কেজ এখনো মনে করেন, তা ভুল ছিল না। তিনি বলেন, ''হ্যাঁ, এটি ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু আমাদের গোল করার সমস্যা ছিল। সুনীল তখন আইএসএলে ভালো পারফর্ম করছিল। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তার একটি বড় সুযোগ ছিল, যদি সে গোল করত, তাহলে পুরো চিত্রটাই বদলে যেত। এখন সবাই বলছে এটা ভুল ছিল, আমি সেটাও মেনে নিচ্ছি। কিন্তু আমি মনে করি এটা ভুল ছিল না। সে একজন টপ প্রফেশনাল এবং আমি খুশি ছিলাম তাকে দলে পেয়ে।'' ভারতীয় ফুটবল এখন নতুন দিগন্তের দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু মানোলো মার্কুয়েজের বক্তব্য ফুটবলের অভ্যন্তরীণ বাস্তবতা এবং মানসিক দিককে সামনে নিয়ে এসেছে। একমাত্র আত্মবিশ্বাস, আত্মনিয়োগ এবং জাতীয় গর্বই পারে ভারতের ফুটবলকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

কোনেরু হাম্পিকে হারিয়ে মহিলা দাবা বিশ্বকাপ জিতলেন দিব্যা দেশমুখ

জর্জিয়া, ২৮ জুলাইঃ মহিলা দাবা বিশ্বকাপের ফাইনালের পরপর দুটো গেম অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। আজ, তৃতীয় দিন একটা না একটা ফলাফল বেরতই। বোর্ডের দু'প্রান্তে ভারতের দুই দাবাড়ু। একদিকে অষ্টাদশী দিব্যা দেশমুখ। অন্যদিকে অভিজ্ঞ কোনেরু হাম্পি। টানটান টাইব্রেকারে শেষ হাসি হাসলেন নাগপুরের কন্যা দিব্যা। জিতলেন ফিডে মহিলা দাবা বিশ্বকাপ। আজ জর্জিয়ায় আয়োজিত লড়াইয়ের শেষ কিস্তি ছিল যেন নিখুঁত থ্রিলারের চিত্রনাট্য! দুটো ক্লাসিক্যাল গেম ড্র হওয়ার পর ম্যাচ

গড়ায় র‍্যাপিড টাইব্রেকারে। প্রথম গেমও দুই ভারতীয় দাবাড়ুকে আলাদা করতে পারেনি। অচলাবস্থার সেই প্রহরেই বাজিমাত দিব্যার। দ্বিতীয় র‍্যাপিড গেমে হাম্পির একটিমাত্র ভুল চাল কাজে লাগিয়ে ম্যাচ ঘুরিয়ে দেন তরুণ গ্র্যান্ডমাস্টার। দ্বিতীয় টাইব্রেক গেম হাম্পি সাদা ঘুঁটি হাতে ক্যাটালান ভ্যারিয়েশন দিয়ে শুরু করেন। খেলার শুরুতে কিছুটা আধিপত্য থাকলেও ধৈর্য আর সময়জ্ঞান দেখিয়ে ধীরে ধীরে নিজের দিকের পাল্লা ভারী করেন দিব্যা। একপর্যায়ে ঘড়িতে হাম্পির চেয়ে ৮ মিনিট এগিয়েও ছিলেন তিনি। চাপে পড়ে হাম্পি একটি 'ডেড ড্র' অবস্থায় ভুল চাল দেন। তাতেই বাজিমাত করেন দিব্যা। এরপরের চালেই ম্যাচ কার্যত শেষ! সময় ফুরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে হাম্পির দ্বিতীয় ভুল। আর সেই সুবাদে অবিশ্বাস্য জয় ছিনিয়ে নেন দিব্যা দেশমুখ।

ম্যানচেস্টারে তিন সেঞ্চুরিতে নয়া ইতিহাস লিখল গিলের ভারত

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ভারত-ইংল্যান্ড পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজের চতুর্থ ম্যাচ ড্র হলেও ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে সূচনা হল এক নতুন অধ্যায়ের। তৃতীয় ইনিংসে ভারতীয় দলের তিন ব্যাটার শুভমন গিল, রবীন্দ্র জাদেজা এবং

ওয়াশিংটন সুন্দর দুর্দান্ত সেঞ্চুরি করে রচনা করলেন এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। এই প্রথমবার কোনও টেস্ট ম্যাচের তৃতীয় ইনিংসে ভারতীয় দলের তিন ব্যাটার শতরান করলেন। ম্যানচেস্টারে অনুষ্ঠিত চতুর্থ টেস্টে টস জিতে প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় ইংল্যান্ড। ভারত ব্যাট করতে নেমে প্রথম ইনিংসে ৩৫৮ রান করে। তবে জবাবে ইংল্যান্ড দুর্দান্ত ব্যাটিং করে। জ্যাক ক্রলি, জো রুট (১৫০) এবং বেন স্টোকসের দাপটে ইংল্যান্ড তোলে ৬৬৯ রান। প্রথম ইনিংসের ভিত্তিতে ৩১১ রানের বিরাট লিড এনে দেয় ব্রিটিশ দলকে। তৃতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ভারতীয় দল শুরুতেই ধাক্কা খায়। দুই ওপেনার সাই সুদর্শন এবং যশস্বী জয়সওয়াল শূন্য রানে প্যাভিলিয়নে ফিরে যান। দলের স্কোর তখনও শূন্য। ম্যাচ প্রায় হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। এই চাপে ভেঙে না পড়ে অধিনায়ক শুভমন গিল ও অভিজ্ঞ কেএল রাহুল গড়ে তোলেন ১৮৮ রানের দুর্দান্ত জুটি। কেএল রাহুল ৯০ রান করে আউট হলেও, গিল করেন এক অনবদ্য সেঞ্চুরি (১০৩)। গিল-রাহুল জুটি ভাঙার পর পরিস্থিতি আবার টলোমলো হয়ে ওঠে। কিন্তু এরপর ব্যাট হাতে ভারতের 'মিস্টার ডিপেন্ডেবল' রবীন্দ্র জাদেজা এবং অলরাউন্ডার ওয়াশিংটন সুন্দর কার্যত ব্রিটিশ বোলারদের সামনে অটল প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে যান। জাদেজা নিজের চিরচেনা ধৈর্য ও টেম্পারামেন্টে অপরাজিত ১০৭ রান করেন। অন্যদিকে ওয়াশিংটন সুন্দর প্রথমে ধীর গতিতে শুরু করে পরে আক্রমণাত্মক মেজাজে পৌঁছে যান সেঞ্চুরিতে। তিনি অপরাজিত ১০১ রানে ইনিংস শেষ করেন। এই দুই ব্যাটারের লড়াইয়ের জেরে ভারত ম্যাচ ড্র করতে সক্ষম হয়। ম্যাচ শেষে দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে করমর্দন হয় এবং ম্যাচ ড্র ঘোষণা করা হয়। ভারতীয় টেস্ট ইতিহাসে এর আগে কখনও কোনও ম্যাচের তৃতীয় ইনিংসে তিন ব্যাটার শতরান করেননি। শুভমন গিল, রবীন্দ্র জাদেজা ও ওয়াশিংটন সুন্দর এই নজির গড়ে ফেললেন। এই কৃতিত্ব শুধু টিম ইন্ডিয়ার জন্য নয়, গোটা বিশ্ব টেস্ট ক্রিকেটের জন্যই এক উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত। এই রকম ঘটনা ভারতের টেস্ট ইতিহাসে আগেও ঘটেনি, এমনকি চতুর্থ ইনিংসেও একাধিক সেঞ্চুরির নজির খুবই বিরল। চতুর্থ টেস্ট ম্যাচ ড্র হওয়ার পরও সিরিজে ইংল্যান্ড রয়েছে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে। তবে আগামী ৩১ জুলাই থেকে শুরু হতে চলা পঞ্চম তথা শেষ টেস্টে জয়লাভ করতে পারলে ভারত সিরিজ ড্র করার সুযোগ পাবে। অধিনায়ক শুভমন গিলের নেতৃত্বে ভারতীয় দল এখনও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, তা এই ম্যাচে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শেষ টেস্টে জিতে ঐতিহাসিক কামব্যাক করাই এখন ভারতের প্রধান লক্ষ্য।

স্পেনের স্বপ্ন ভেঙে আবার ইউরোপ চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড

বল দখলে ও আক্রমণে দাপট দেখাল স্পেন। অধরা স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে গোল করে এগিয়েও গেল তারা। তবে ঘুরে দাঁড়িয়ে ম্যাচ অতিরিক্ত সময়ে টেনে নিল ইংল্যান্ড। পরে টাইব্রেকারে শেষ হাসি হাসল তারাই। ধরে রাখল শিরোপা।

বাসেল, ২৮ জুলাইঃ দুই বছর আগে মেয়েদের ফিফা বিশ্বকাপ ফাইনালে মুখোমুখি হয়ে স্পেনের কাছে শিরোপা হাতছাড়া করেছিল ইংল্যান্ড। খুব কাছে গিয়ে শিরোপা হাতছাড়া করার সেই যন্ত্রণা ইংলিশদের তাড়া করেছে অনেক দিন। তবে গতকাল রাতে সেই কষ্ট কিছুটা হলেও ভুলতে পেরেছে ইংল্যান্ড। মহাদেশীয় প্রতিযোগিতা ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে কাল স্পেনকে হারিয়ে টুর্নামেন্টে টানা দ্বিতীয় শিরোপা জিতেছে ইংল্যান্ডের মেয়েরা। নির্ধারিত সময়ের পর অতিরিক্ত সময়েও ম্যাচ ১-১ গোলে সমতায় ছিল। পরে টাইব্রেকারের ভাগ্য নির্ধারণে ৩-১ গোলে জেতে ইংলিশরা। ইউরোতে ইংল্যান্ডের আগে টানা শিরোপা জেতার কৃতিত্ব ছিল জার্মানির। ১৯৯৫ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত সব মিলিয়ে ৬ বার শিরোপা জিতেছিল জার্মান মেয়েরা। সুইজারল্যান্ডের বাসেলে গতকাল শুরুতে ধাক্কা খায় ইংল্যান্ড। ম্যাচের ২৫ মিনিটে মারিওনা কালদেন্তের গোলে এগিয়ে যায় স্পেন। ওনা ব্যাটলের ক্রসে হেডে দারুণ এক গোল করেন কালদেন্তে। এ সময় বল-দখল ও আক্রমণেও

এগিয়ে ছিল স্প্যানিশ মেয়েরা। ফলে পিছিয়ে থেকেই বিরতিতে যেতে হয় ইংল্যান্ডকে। বিরতির পর ৫৭ মিনিটে ইংল্যান্ডকে ম্যাচে ফেরান অ্যালেসিয়া রুসো। হেডে গোল খাওয়ার জবাবটা ইংল্যান্ড হেডে গোল করেই দেয়। বক্সের বাইরে থেকে ক্লোয়ি কেলির করা ক্রসে হেডে লক্ষ্যভেদ করেন রুসো। এরপর নির্ধারিত সময় এবং অতিরিক্ত সময়ে দুই দল চেষ্টা করেও আর কোনো গোলের দেখা না পেলে ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। টাইব্রেকারে প্রথম চার শটের তিনটিতেই গোল করতে ব্যর্থ হয় স্প্যানিশ মেয়েরা। যেখানে ইউরোর সেরা খেলোয়াড় এবং ব্যালন ডি'অরজয়ী তারকা আইতানা বোনমাতিও আছেন। অন্য দিকে ইংল্যান্ড নিজেদের প্রথম ৪ শটের ২টিতেই গোল করে। ইংল্যান্ডের হয়ে পঞ্চম ও শেষ শটটি নেন কেলি। শিরোপা নির্ধারণী এই শটে কোনো ভুল করেননি ২৭ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড। দারুণ শটে কেলি বল জালে জড়াতেই উল্লাসে মাতে ইংলিশ মেয়েরা। এর আগে ২০২২ ইউরোর ফাইনালেও জয়সূচক গোলটা এসেছিল কেলির কাছ থেকে। শিরোপা জয়ের পর উচ্ছ্বসিত কেলি নিজের নেওয়া শেষ শট সম্পর্কে বলেছেন, ''আমি শান্ত ছিলাম, সংযত ছিলাম। আমি জানতাম বলটা জালে জড়াবে।'' ইংল্যান্ডের শিরোপা জয়ের অন্যতম নায়ক দলটির কোচ সারিনা ভাইগমান। এ নিয়ে টানা তিনটি শিরোপা জিতলেন তিনি। দুটি ইংল্যান্ডের হয়ে এবং অন্যটি ২০১৭ সালে নেদারল্যান্ডসের হয়ে। দারুণ এই কীর্তি গড়ার পর ভাইগমান বলেছেন, ''আমরা বলেছিলাম যে কোনো উপায়ে জিততে পারি। আজ আমরা আবারও সেটা প্রমাণ করেছি। আমি দল এবং স্টাফদের নিয়ে খুব গর্বিত। এটা অবিশ্বাস্য।''

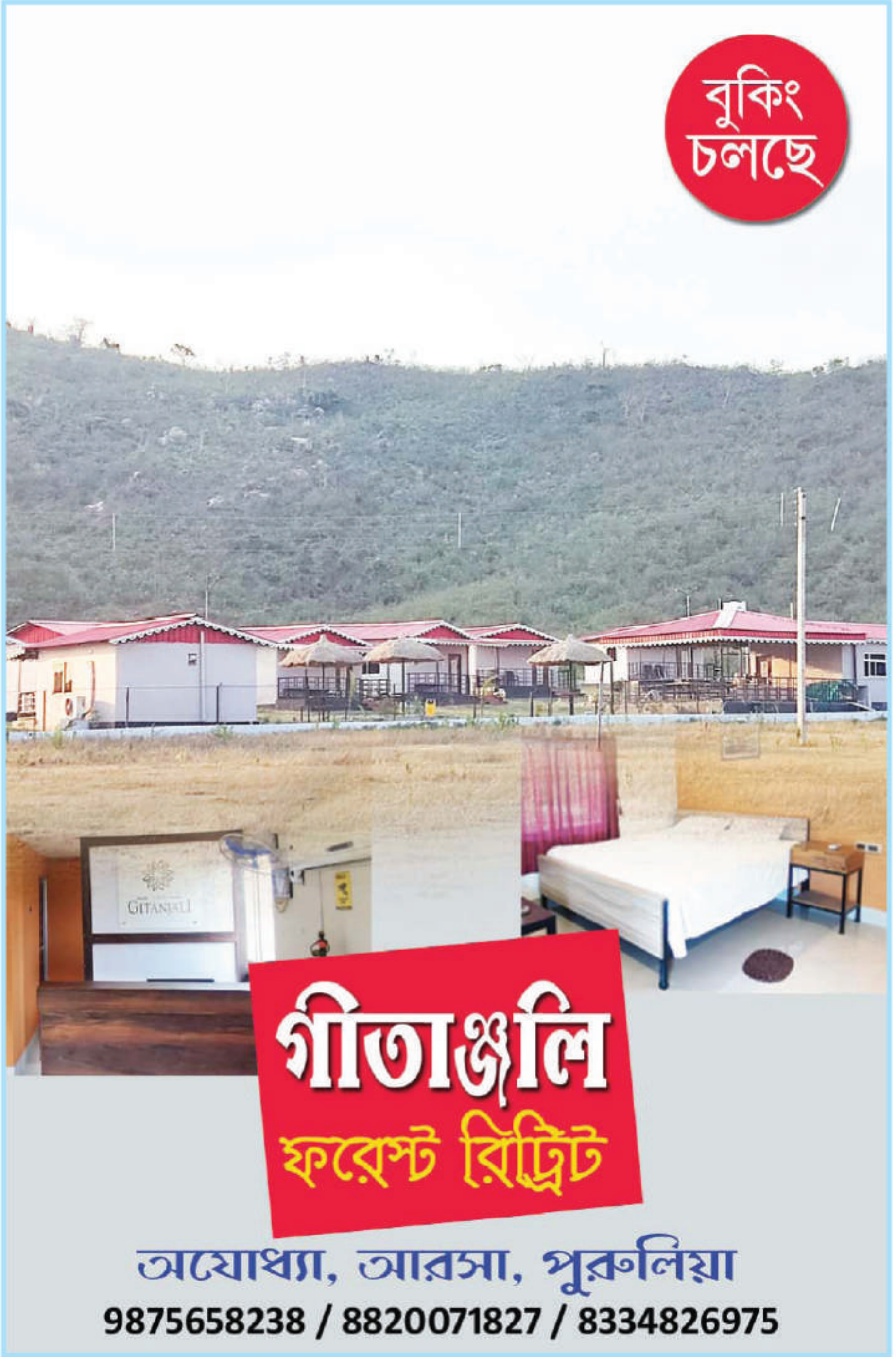

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com